ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

এককালের খ্যাতিমান সাংবাদিক ও বর্তমানে দেশের শীর্ষ ব্যাংকার মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-এর প্রধান পরিচয় একজন শিকড়সন্ধানী গবেষক ও ইতিহাসবিদরূপে। ১৯৬৯ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত প্রায় দেড় দশক সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত থাকার পর তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'-এ জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন।

১৯৮৮ সালে ব্যাংকিং-এর মূলধারায় এসে তিনি নওয়াবপুর, ইসলামপুর, যশোর ও মৌচাক শাখার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯১ ও ১৯৯৩ সালে ব্যাংকের শ্রেষ্ঠ শাখাব্যবস্থাপক হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি ব্যাংকের রেমিটেন্স মার্কেটিং-এর দায়িত্ব নিয়ে সৌদি আরবসহ উপসাগরীয় ৬টি দেশে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ব্যাংকের হেড অফিস কমপ্লেক্স কর্পোরেট শাখার প্রধানরূপে দায়িত্ব পালনশেষে তিনি আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং উইং ও বিনিয়োগ উইং-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাতাশ বছরের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ২০১০ সালের ১৯ মে থেকে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের পুলিশ, গবেষণার নীতি ও পদ্ধতি, বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা, সৌদি শ্রমবাজারে বাংলাদেশী অভিবাসী ঃ একটি সরেজমিন সমীক্ষা, এই আমার বাংলাদেশ, ইসলামী ব্যাংকিং ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, সোনার দেশ বাংলাদেশ, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, বাংলার মুসলিম জাগরণে দুই পথিকৃত ঃ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ও জামালউদ্দীন আফগানী এবং ভ্রমণকাহিনী পারস্যের প্রান্তরে ও দূর আরবের টানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভ্রমণবিষয়ক আরো কয়েকটি গ্রন্থ।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান দেশের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথেও সম্পৃক্ত। ইতোমধ্যে তিনি তাঁর নানামুখী অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় লেখক ফোরাম প্রদত্ত নওয়াব সলীমুল্লাহ পদক, জাতীয় নজরুল সমাজ পদক, নওয়াব ফয়েজুন্নেসা স্বর্ণপদক ও জাতীয় মেধা বিকাশকেন্দ্র পদক, এন্টি ড্রাগ সোসাইটি পদক, বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা পদক, সাংবাদিক ঐক্য পরিষদ পদক ও কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ পদকসহ বিভিন্ন পদক ও সম্মাননা লাভ করেছেন। সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার তাঁকে বহুমুখী অবদানের জন্য জাতীয়ভাবে সংবর্ধিত করেছে।

পেশাগত দায়িত্ব পালন, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে যোগদান এবং ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তব্য উপস্থাপন উপলক্ষে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, চীন, জাপান, ইরান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরাইন ও আজারবাইজানসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন।

www.pathagar.com

এ গ্রন্থের প্রণেতা ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু করে ইসলামী যুগে এর গতি ও প্রকৃতি, মুসলিম পণ্ডিতবর্গের অর্থনৈতিক চিন্তা ও তাঁদের অবদান সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন। এ পাণ্ডুলিপির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে গ্রন্থকার তাঁর সুদীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির কর্মকৌশল ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

– মুফতী আব্দুর রহমান

বইটিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার একটি বহুমাত্রিক চিত্র পাওয়া যায়। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত এতে প্রাধান্য পেলেও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত উপেক্ষিত হয়নি। বিষয়টিকে সহজবোধ্য করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থাকেও পাশাপাশি উপস্থাপন করা হয়েছে। বইটিতে অনেক ইস্যু, তত্ত্ব ও তথ্যের উল্লেখ আছে যার সূত্র ধরে গবেষকগণ ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকব্যবস্থায় মূল্যবান অবদান রাখতে পারবেন।

বইটির ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং সাবলীল। বইটি সময়ের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কর্মরত ব্যাংকারগণ এতে পাবেন তাদের কাজের সঠিক তাৎপর্য এবং দিকনির্দেশনা, আর সাধারণ পাঠকেরা পাবেন তাদের অনেক প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর। এই বই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতি সকল শ্রেণীর পাঠকের আগ্রহ বাড়াবে এবং এর অনুকূলে জনমত সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

– এম আযীযুল হক

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন, মানবসভ্যতার জানা ইতিহাসের কোন পর্যায়েই সুদভিত্তিক লেনদেনকে সমাজ-সংস্কৃতির কোন ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি।

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মনীতি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণমুখী লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা, সম্পদ সৃষ্টি ও বণ্টনে সুদী ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয় এ বইতে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ব্যাংকের জমা ও বিনিয়োগের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে, বিশেষত ইসলামী ব্যাংকের অংশীদারী, বেচাকেনা ও ভাড়া–এই তিন পদ্ধতির বিনিয়োগের পার্থক্য সম্পর্কে অনেকের কাছে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা সমাজের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও চালু রয়েছে। এ সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলো যত্রতত্র উপস্থাপিত হয়, তার ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র অধ্যায় এ বইতে সংযোজন করে সেসব প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। বইটি এ ভুল ধারণা নিরসনে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে মনে করি।

– শাহ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশনায়

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

৫৫/বি, পুরানা পল্টন (১২ তলা), জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০

© গ্রন্থকার

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০৭

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুলাই ২০১০

তৃতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ

হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায়

সুরভী এন্টারপ্রাইজ

মুদ্রণ ঃ হেরা প্রিন্টার্স

৩০/২, হেমেন্দ্র দাস রোড, সুত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ২৩০ টাকা

Islami Bankbabostha (Islamic Banking System)

Written by

Muhammad Abdul Mannan

Managing Director

Islami Bank Bangladesh Limited

Published by

Central Shariah Board for Islamic Banks of Bangladesh

55/B, Purana Paltan (11th Floor), GPO Box 940, Dhaka-1000

Phone # 880-2-7161693, Fax # 880-2-7161761

e-mail : csbibinfo@yahoo.com http://www.csbib.org

2nd Edition (Re-print) : January 2011

Price : BDT. 230

ISBN : 984-300-000685-3

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম স্বপ্ন রচনাকারী
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র)-এর
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের কথা

'ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা' গ্রন্থটি ২০০৭ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সকল মহলের ব্যাপক সমাদর লাভ করেছে এবং ইতোমধ্যে একাধিকবার মুদ্রিত সকল কপি নিঃশেষিত হয়েছে জেনে আমি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে গত কয়েক বছরে অনেক ইতিবাচক উন্নতি ঘটেছে। নতুন নতুন ব্যাংক ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণের ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। বিশেষতঃ দেশের প্রথম প্রজন্মের ব্যাংক হিসেবে সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও পূবালী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। আরো বেশ ক'টি ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খোলার পরিকল্পনা করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য আলাদা নির্দেশনা জারি করেছে। এ সবই ইসলামী ব্যাংকিং-এর উন্নয়নের ধারায় একেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এটা খুবই আশার কথা যে, আশি ও নব্বই-এর একেক দশকে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর যে অগ্রগতি ঘটেছে, সাম্প্রতিক একেকটি বছরে সেক্ষেত্রে অনুরূপ উন্নতি আমরা লক্ষ করছি।

আমরা যারা বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর যাত্রা শুরুতে এ আন্দোলনে শরীক হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম তাদের জন্য এসব খবর কতটা আনন্দের তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রসারের সাথে সাথে ইসলামী ব্যাংকার ও তাদের গ্রাহকদের ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে অধ্যয়ন ও চর্চা বাড়ছে। এ কারণে উপযুক্ত বইয়ের চাহিদাও ক্রমে বাড়ছে। কিন্তু সে চাহিদা পূরণের উপযোগী বইয়ের এখনো যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে বলে মনে করি। সে পটভূমিতে **'ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা'** পাঠকদের চাহিদা পূরণে কিছুটা ভূমিকা পালন করছে এটা অবশ্যই আনন্দের কথা।

বর্তমান সংস্করণে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের যথাসম্ভব সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থটি পরিমার্জন করে প্রকাশ করা হলো। এ কাজে অংশীদার সকলের কল্যাণ কামনা করছি।

– মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

০২ জুলাই ২০১০

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশকের কথা

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সে তুলনায় বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে। তাত্ত্বিক দিক থেকে এ পিছিয়ে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ এতদসংক্রান্ত প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য বই-পুস্তকের অভাব। বাংলা ভাষায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপর লেখা মৌলিক ও প্রামাণ্য বই-পুস্তকের সংখ্যা নিতান্তই কম। এ দিকের প্রতি লক্ষ রেখেই ইসলামী ব্যাংকসমূহের 'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড' প্রকাশ করেছিল মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান রচিত 'ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা' শীর্ষক গ্রন্থটি।

আলহামদুলিল্লাহ্! প্রকাশের বছরখানেকের মধ্যে গ্রন্থটির সকল কপি শেষ হয়ে যাওয়ায় এর পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছিল। গ্রন্থটি যে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে এটা তারই প্রমাণ বহন করে। গ্রন্থটি ইসলামী ব্যাংকিংয়ের গবেষক, শিক্ষার্থী, ব্যাংকার, গ্রাহকসহ অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের কাছে সরলপাঠ্য ও সহজবোধ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে–এটাই আমাদের সার্থকতা।

পাঠকবৃন্দের অব্যাহত চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে যথাসম্ভব সর্বশেষ তথ্য সংযোজন করে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশাকরি এ থেকে তাঁরা ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন এ গ্রন্থ থেকে আমাদের সকলকে পূর্ণ ফায়দা হাসিল করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের সকল খিদমতকে দয়া করে কবুল করুন। আমীন !

– মোঃ মুখলেছুর রহমান
সেক্রেটারি জেনারেল
সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিশিষ্ট ইসলামী ব্যাংকার মোহাম্মদ আবদুল মান্নান লিখিত 'ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা' বইয়ের ভূমিকা লেখার সুযোগ পেয়ে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত। নিত্যদিনের ব্যস্ত রুটিনে আবদ্ধ থেকেও বই লিখে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় পেশাদারী অবদান রাখার জন্য জনাব আবদুল মান্নানকে জানাই মুবারকবাদ। বইটির সঠিক প্রেক্ষিত উপস্থাপনের স্বার্থে শুরুতেই লেখক সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক বিরল ব্যক্তিত্ব। সাংবাদিকতা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ব্যাংকিং, সাহিত্য–সবক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ বিচরণ। আমাদের শিকড় সন্ধানে তাঁর আগ্রহ সীমাহীন। জীবনবোধ এবং এর বাস্তব প্রয়োগে তিনি একজন একনিষ্ঠ মুসলিম। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বক্ষমান পুস্তকে তাঁর সে অভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে।

গত চার দশকে ইসলামী ব্যাংকিং একটি সম্মানজনক, টেকসই, সম্ভাবনাময়, যুগোপযোগী এবং সফল ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবে সারাবিশ্বে বিশেষকরে মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে। ইসলামী উম্মাহর ধ্যান-ধারণা, বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উদ্ভাবন ইসলামের পুনর্জাগরণেরই একটি ফসল। ইসলামী উম্মাহ এ ব্যাপারে গর্বিত এবং তার বর্তমান চাহিদা হচ্ছে এ ব্যাংকিং যেন শুধু পদ্ধতি পরিবর্তনে সীমাবদ্ধ না থেকে ইসলামের আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়। কারণ ব্যাংকিং একটি মাধ্যম মাত্র, শেষ গন্তব্য নয়। কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা যতদিন জাতীয় সুদী ব্যবস্থার পাশাপাশি একনিষ্ঠ অংশীদার হিসেবে কাজ করবে ততদিন ইসলামের আর্থ-সামাজিক প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন হবে না।

সঠিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রথম এবং প্রধান শর্ত হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে ব্যাংকব্যবস্থার সার্বিক ইসলামীকরণ। তার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা এবং গণসমর্থন। সে লক্ষ্যে আমাদের এমন পেশাদারী সাহিত্যের প্রয়োজন যা পদ্ধতিসর্বস্ব হবে না। সঠিক প্রয়োগের জন্য পদ্ধতির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, তবে তা যথেষ্ট নয়। পদ্ধতির পাশাপাশি আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দর্শন, মৌলিক মূল্যবোধ, তত্ত্ব এবং এর চূড়ান্ত লক্ষ্যের প্রতি। আলোচ্য বইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে রকমই একটি দৃষ্টিভঙ্গি। বইটিতে লেখক সেই আলোচনা নিছক পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ না রেখে তা পেছনে এবং সামনে প্রসারিত করেছেন। বইটির শুরুটা হয়েছে শিকড়ের আলোচনা দিয়ে। আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যাংকিং চালু হওয়ার বহুপূর্বে আমাদের যে সকল পূর্বসূরী অর্থনীতিতে অবদান রেখে গেছেন তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে আলোচনা ধারাবাহিকভাবে নিকট-অতীত পর্যন্ত টানা হয়েছে। এরপর সাম্প্রতিককালে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের তত্ত্ব রচনা ও প্রয়োগে যারা বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন তাদেরকেও পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে।

বইটিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার একটি বহুমাত্রিক চিত্র পাওয়া যায়। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত এতে প্রাধান্য পেলেও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত উপেক্ষিত হয়নি। সহজবোধ্য করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থাকেও পাশাপাশি উপস্থাপন করা হয়েছে। বইটিতে অনেক ইস্যু, তত্ত্ব ও তথ্যের উল্লেখ আছে যার সূত্র ধরে গবেষকগণ ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকব্যবস্থায় মূল্যবান অবদান রাখতে পারবেন।

সংক্ষেপে বলতে হয়, বইটির ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং সাবলীল। বইটি সময়ের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কর্মরত ব্যাংকারগণ এতে পাবেন তাদের কাজের সঠিক তাৎপর্য এবং দিকনির্দেশনা, আর সাধারণ পাঠকেরা পাবেন তাদের অনেক প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর। এই বই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতি সকল শ্রেণীর পাঠকের আগ্রহ বাড়াবে এবং এর অনুকূলে জনমত সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থকারকে এ বিষয়ে আরও অবদান রাখার তাওফিক দান করুন। আমীন!

– এম আযীযুল হক
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন
ও
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের
প্রথম প্রধান নির্বাহী

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

বিশ শতকের শেষার্ধে দুনিয়ায় প্রায় অর্ধশত স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মুসলিম দেশে নিজস্ব পদ্ধতিতে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পরিচালনার আকাঙ্ক্ষা জোরদার হয়েছে। এই প্রত্যাশার অন্যতম ফসলরূপে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে বিভিন্ন দেশে অনেক মূল্যবান গবেষণা এবং আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় বহু বইপত্রও প্রকাশিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে গবেষণার যে ধারা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল সেই ধারা এখন একটি নতুন গতি লাভ করেছে।

জনগণের বিপুল সাড়া ও সমর্থনের ফলে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশেও অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম আশাতীত বিস্তৃতি লাভ ও সফলতা অর্জন করেছে। মাত্র দুই যুগের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দ্রুত প্রসার এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এ ব্যাংকব্যবস্থার বলিষ্ঠ অবদান এ দেশের অর্থনীতির ধারায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে বাংলাদেশের জনগণ খুবই সমাদরের সাথে গ্রহণ করায় ইসলামী ব্যাংকিং এখন একটি দ্রুত বিকাশমান ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার ফলে ইসলামী অর্থনীতির অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে জনগণ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। ইসলামী অর্থব্যবস্থার অনেক নীতি বহুদিন অপ্রচলিত থেকে অজ্ঞতার অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছিল। সেসব বিষয় সম্পর্কে এখন আবার জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সাথে সাথে এ সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসারও জন্ম হয়েছে। এ সবই আমার বিবেচনায় অত্যন্ত ইতিবাচক দিক। ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে ব্যাংকার ও গ্রাহকদের স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণার ওপর এ ব্যবস্থার সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের সকল পর্যায়ের গ্রাহক এবং সাধারণভাবে ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক, শিক্ষক, গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী, ইমাম, ওয়ায়েজ ও সমাজকর্মীসহ সকল স্তরের মানুষের ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য সকল শ্রেণীর পাঠকের উপযোগী ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক পর্যাপ্ত বইপত্র প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যাংকারগণ সবচে' বেশি অবদান রাখতে পারেন।

www.pathagar.com

আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থা কিভাবে ইসলামী পদ্ধতিতে গতিশীল ভূমিকা পালন করে সমকালীন সমাজের প্রয়োজন মেটাতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অভাব পূরণে এবং ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে জনগণের ধারণা উন্নয়নে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের লেখা 'ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা' একটি মূল্যবান অবদান হিসেবে বিবেচিত হবে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এককালের একজন খ্যাতিমান সাংবাদিক। বর্তমানে নেতৃস্থানীয় ব্যাংকার। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচিতি একজন শিকড়সন্ধানী গবেষক, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও প্রাবন্ধিক হিসেবে। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বহু মাত্রায় কাজ করছেন। তাঁর কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গ্রন্থি উন্মোচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়েও তাঁর বেশ কিছু তথ্যবহুল প্রবন্ধ ইতোমধ্যে বিভিন্ন জার্নাল ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এখন ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় আমি খুবই খুশি হয়েছি।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন, মানবসভ্যতার জানা ইতিহাসের কোন পর্যায়েই সুদভিত্তিক লেনদেনকে সমাজ-সংস্কৃতির কোন ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে সকল যুগের সকল ধর্মে ও বিভিন্ন মানবিক দর্শনে সুদকে সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও পরিত্যাজ্য বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে এবং বিশ্বব্যাপী সুদমুক্ত অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে এ বই থেকে সংক্ষেপে একটি আনুপূর্বিক ধারণা পাওয়া যাবে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর গ্রন্থে সুদের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুদ সম্পর্কে মতবাদ ও মনোভাব, সুদ ও মুনাফার মধ্যকার পার্থক্য প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন। এর ফলে সুদ ও ব্যবসার মধ্যকার পার্থক্য সকলের কাছে সুস্পষ্ট হবে। ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মনীতি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণমুখী লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা, সম্পদ সৃষ্টি ও বণ্টনে সুদী ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকিং-এর পার্থক্য প্রভৃতি বিষয় এ বইতে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে আশা করা যায় পাঠকদের কাছে এটা সুস্পষ্ট হবে যে, শুধু সুদমুক্ত হওয়া নয় বরং অর্থনীতিতে বিকৃতি ও ভারসাম্যহীনতার কারণসমূহ দূর করে সামষ্টিক কল্যাণের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে জানা এবং এ লক্ষ্যে কাজ করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা ও আল ওয়াদিয়া জমা-নীতি এবং এ ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে এ বইতে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। ইসলামী ব্যাংকের জমা ও বিনিয়োগের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে, বিশেষত ইসলামী ব্যাংকের অংশীদারী, বেচাকেনা ও ভাড়া–এই তিন পদ্ধতির বিনিয়োগের পার্থক্য সম্পর্কে অনেকের কাছে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা সমাজের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও চালু রয়েছে। এ সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলো যত্রতত্র উপস্থাপিত হয়, তার ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র অধ্যায় এ বইতে সংযোজন করে সেসব প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। বইটি এ ভুল ধারণা নিরসনে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে মনে করি।

বর্তমানে বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ যেসব বাধা ও সমস্যা মুকাবিলা করছে লেখক সেগুলো এ বইতে চিহ্নিত করেছেন এবং এ সম্পর্কে কিছু সুপারিশ পেশ করেছেন।

দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বয় সাধনের জন্য গঠন করেছে 'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড'। এ বোর্ডের বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের 'ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা' বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত খুবই সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে মনে করি। এ বইটি সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড থেকে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ার মতো দূরদর্শী চিন্তা করার জন্য আমি এর সেক্রেটারি জেনারেল মোঃ মুখলেছুর রহমানের প্রশংসা করি। পাশাপাশি শরীয়াহ্র আলোকে রিভিউ করে বইটি প্রকাশের পক্ষে মত ব্যক্ত করায় সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের ফিক্বহ কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি মনে করি মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের অত্যন্ত পরিশ্রমলব্ধ এই গ্রন্থটি ইসলামী অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার বহু বিস্তৃত বিষয়ের একটি বহুমাত্রিক তথ্যচিত্র হিসেবে পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে। এ বইয়ের জন্য আমি লেখককে মুবারকবাদ ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাথে যুক্ত সকলের সাফল্য ও কল্যাণের জন্য দু'আ করছি।

– শাহ আবদুল হান্নান
চেয়ারম্যান, নির্বাহী কমিটি
সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের ফিক্বহ কমিটির অভিমত

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান প্রণীত **'ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা'** গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের ফিক্বহ কমিটির সভায় পেশ করা হলে এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ গুরুত্বের সাথে তা রিভিউ করেছেন। ফিক্বহ কমিটি কর্তৃক চিহ্নিত ত্রুটি সংশোধন ও সুপারিশ বাস্তবায়ন সাপেক্ষে পাণ্ডুলিপিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করছে। কমিটির মতে, পাণ্ডুলিপিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলে তা সাধারণভাবে ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে ইসলামী ব্যাংকিং অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে।

এ পাণ্ডুলিপির রচয়িতা জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বাংলাদেশের প্রথম ও সর্বাধিক সফল ইসলামী ব্যাংকে কাজ করার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তদুপরি তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন এবং জ্ঞানার্জনের অদম্য আগ্রহ তাঁকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের একজন বিশেষজ্ঞের স্তরে উপনীত করেছে।

এ গ্রন্থের প্রণেতা ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু করে ইসলামী যুগে এর গতি ও প্রকৃতি, মুসলিম পণ্ডিতবর্গের অর্থনৈতিক চিন্তা ও তাঁদের অবদান সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন। এ পাণ্ডুলিপির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে গ্রন্থকার তাঁর সুদীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির কর্মকৌশল ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় ও তথ্যের সাথে 'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ' পুরোপুরি একমত না-ও হতে পারে। সেহেতু কোন বিষয়ে বা তথ্যে ভুল পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন পাঠকের মতের সাথে না মিললে তার দায়ভার একান্তভাবে লেখকের।

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের 'ফিক্বহ কমিটি' প্রত্যাশা করে গ্রন্থটি ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সকল স্তরের শিক্ষার্থী, পাঠক, গবেষক, ব্যাংকের গ্রাহক ও ব্যাংকারদের জন্য একটি টেক্সটবুক ও ঐতিহাসিক দলীল হিসেবে বিবেচিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ গ্রন্থের রচয়িতা এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিফল দান করুন। আমীন!

– মুফতী আব্দুর রহমান
চেয়ারম্যান, ফিক্বহ কমিটি
সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশে লেখকের নিবেদন

১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ। বাংলাদেশের ধান-পাট-সরিষা ক্ষেতের আইল বেয়ে উঠে আসা কৃষক-সন্তানদের শ্রমে-ঘামে বেড়ে ওঠা প্রাচ্যের রহস্য নগরী ঢাকার ইতিহাসে একটি মাইলফলক উন্মোচিত হলো। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার একটি সাধারণ ভবনে একান্ত ঘরোয়া একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম ইসলামী শরীয়াভিত্তিক ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'।

এর সাড়ে চার মাস পর ১৯৮৩ সালের ১২ আগস্ট মতিঝিল প্রধান সড়কের ওপর বিশাল সামিয়ানার নিচে দেশী-বিদেশী কিছু বিশেষ মেহমান এবং দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগত হাজার হাজার উৎসুক মানুষের উপস্থিতিতে রেডিও বাংলাদেশের একজন ভাষ্যকারের চমৎকার ঘোষণার মধ্যে তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী এস এম শফিউল আজম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন ঘোষণা করলেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রথম শাখা 'ঢাকা মেইন ব্রাঞ্চ'। ঐতিহাসিক এ অনুষ্ঠানের স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে নানাদিক সামাল দিলেন ঢাকার বিভিন্ন ব্যাংকের শত শত উৎসাহী কর্মকর্তা ও কর্মচারী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই ছিলেন আনন্দে উদ্বেলিত। অনেকের চোখে ছিল আবেগের অশ্রু। কেউ কেউ কৃতজ্ঞতার সিজদায় মহান রবের শুকরিয়া আদায় করলেন।

আগস্টের ১২ তারিখ আমাদের অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। পলাশীর পর ১৭৬৫ সালের বক্সার যুদ্ধের বিয়োগান্ত পরিণতির মধ্য দিয়ে ২১৯ বছর আগে এ তারিখেই ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলার আর্থিক প্রশাসনের কর্তৃত্ব নেয়। তখন থেকে এদেশের মানুষ নিজেদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেন পরিচালনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রায় সোয়া দু'শ বছর পর ১৯৮৩ সালের ১২ আগস্ট ইসলামী ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এদেশের অর্থনৈতিক কায়-কারবার আবার জনগণের প্রত্যাশিত সুদমুক্ত ধারায় ফিরিয়ে আনার সূচনা হয়।

www.pathagar.com

১৯৮৩ সালের ১২ আগস্ট ইসলামী ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিনে দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলার বাণী, দৈনিক সংগ্রাম, বাংলাদেশ অবজারভার ও বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকায় চার পৃষ্ঠার একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। ক্রোড়পত্রে 'ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে ক'টি কথা' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লেখেন দেশের অর্থনীতিবিদদের 'দাদা-পীর' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রফেসর ড. এম এন হুদা। এ নিবন্ধে তিনি বলেন ঃ

"ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থা তাত্ত্বিক যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। এবার লাভ-ক্ষতির শেয়ারের ভিত্তিতে সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিচালনগত যুদ্ধে জয়ী হতে হবে। ... আমরা মুসলমান হিসাবে সুদমুক্ত ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতায় বিশ্বাস করি। তবু আমাদেরকে কিছু কাল অপেক্ষা করতে হবে এবং তার সাফল্যের জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে।"

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর প্রায় দুই যুগ পার হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ইসলামী শরীয়াভিত্তিক সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থার 'পরিচালনগত যুদ্ধ-জয়' কতদূর সম্পন্ন হয়েছে, 'সুদমুক্ত ব্যাংক-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব' প্রমাণে ইসলামী ব্যাংক কতটুকু সফল হয়েছে–এ প্রশ্নের জবাব আমাদেরকে পেতে হবে।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বাংলাদেশের জন-জীবনে ও অর্থনীতিতে ইতোমধ্যে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। জনগণের বিপুল আগ্রহ ও সমর্থনের মধ্যে বিকশিত হয়ে ইসলামী ব্যাংকগুলো বিগত বছরগুলোতে জমা সংগ্রহ, বিনিয়োগ, আমদানি-রফতানি বাণিজ্য, প্রবাসীদের রেমিট্যান্স আহরণ এবং পরিচালনগত মুনাফা অর্জনে প্রচলিত ধারার ব্যাংকসমূহের তুলনায় বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকটির সার্বিক পরিচালনগত সফলতা এদেশে নতুন আরো ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করেছে। কয়েকটি বিদেশী ব্যাংকসহ প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোও ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলতে এগিয়ে এসেছে। একটি সুদভিত্তিক ব্যাংক ইতোমধ্যে নিজেদেরকে ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক হিসেবে রূপান্তরিত করেছে এবং আরো কয়েকটি ব্যাংক এই লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেশের মোট ৭টি ইসলামী ব্যাংকের ৩১১টি এবং সুদভিত্তিক ৬টি ব্যাংকের ১৭টি শাখা মিলিয়ে দেশে মোট ৩২৮টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা চালু হয়েছে। এসব ব্যাংক ও শাখায় মোট ৯,৭৫৭ জন কর্মী ইসলামী ব্যাংকার হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। দুই যুগের কম সময়ের মধ্যে দেশের মোট জমা ও বিনিয়োগের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির আওতায় এসেছে। দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট প্রবৃদ্ধির তুলনায় ইসলামী ব্যাংকিং উপখাতে বিগত বছরগুলোতে দ্বিগুণের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এখন আর শুধু তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় নয়। মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল, বাই-সালাম প্রভৃতি পরিভাষা এখন দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন বাস্তব আর্থিক লেনদেনের ভাষা হিসেবে চালু হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং দেশের সকল স্তরের জনগণের মাঝে নতুন আস্থা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। এদিক থেকে বলা যায়, গত দুই যুগের মধ্যে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা পরিচালনাগত ক্ষেত্রে অনেকখানি সামর্থ্য ও সফলতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। এই সফলতার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থার পদ্ধতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে কতটা সফল হয়েছে তা-ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। কেননা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা পদ্ধতিগতভাবে তার উপযোগিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মাধ্যমেই তার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হলো আর্থ-সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা। সেই লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক আর্থিক লেন-দেন ও সম্পদ বর্ণ্টন প্রক্রিয়ায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করবে। ব্যাংকব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক ভাবধারার মূলোৎপাটন করে সামষ্টিক স্বার্থ ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করবে। নিছক মুনাফার বদলে সমাজের মৌলিক চাহিদার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তার জমা সংগ্রহ ও বিনিয়োগ খাতের অগ্রাধিকার নিরূপণ করবে। 'তেলা মাথায় তেল দেয়া'র পরিবর্তে সমাজের সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশীদার করবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে এ ব্যবস্থা এমনভাবে সমন্বয় ঘটাবে, যেন ধন-সম্পদ শুধুমাত্র বিত্তবানদের মধ্যে পুঞ্জীভূত (আবর্তিত) না হয়।" (সূরা হাশর ঃ ৭) এটা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার নৈতিক ও কাঠামোগত বাধ্যবাধকতা।

প্রচলিত পুঁজিতান্ত্রিক সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে কোন নৈতিক বা কাঠামোগত বাধ্যবাধকতা বা সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। ফলে সুদভিত্তিক লেনদেনকে অবলম্বন করে ব্যাংক-ব্যবসায়ীরা একচেটিয়া পুঁজির মালিক হয়ে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সুদভিত্তিক অর্থনীতি আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা ও ভারসাম্যহীনতার জন্ম দিয়ে সমাজকে 'অশান্ত সাগরের বুকে হালবিহীন জাহাজ'-এর মতো বিপন্ন করে তুলেছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছেন অনেক চিন্তাশীল মানুষ।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশক পর্যন্ত উন্নয়ন বলতে 'জাতীয় অর্থনীতির সামর্থ্য'-কেই বিবেচনা করা হতো। সমাজের দশতলা আর গাছতলার লোকদের মাথাপিছু গড়

www.pathagar.com

আয়ের ভিত্তিতে উন্নয়নের একটা অবাস্তব চিত্র আঁকা হতো। সম্প্রতি অনেক অর্থনীতিবিদ সেই ধারণা থেকে সরে এসে বলছেন ঃ 'সম্পদ কতটুকু উৎপাদিত হলো সেটাই শেষ কথা নয়। সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হলেই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।'

দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের কারণ ব্যাখ্যা করে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন ঃ 'দুর্ভিক্ষের জন্য সম্পদের সীমাবদ্ধতা দায়ী নয়, সম্পদের উপর মানুষের অধিকারহীনতাই দুর্ভিক্ষের কারণ।'

বিশিষ্ট অর্থনৈতিক গবেষক অ্যান্ড্রু হেকার দেখিয়েছেন, পৃথিবীর মাত্র কয়েকশ' বৃহদায়তন কর্পোরেশন এখন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান ও বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের সিংহভাগ সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্রের আশি ভাগ আর্থিক কাজ-কারবার নিয়ন্ত্রণ করছে মাত্র দশ ভাগ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। আয় ও সম্পদ বণ্টনের এ আকাশ-পাতাল পার্থক্যের কারণে পৃথিবীর বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রকট দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে।

মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করার পরিণাম সম্পর্কে একজন অর্থনীতিবিদ বলেছেন ঃ 'বেসরকারী পুঁজিপতিদের ঋণদানের ক্ষমতা তাদের হাতে এত বেশি সম্পদ ও ক্ষমতা তুলে দেয় যে, তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অবশিষ্ট জনগণের স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে।'

বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান অর্থনৈতিক অনাচার ও অরাজকতার ফসল এই দারিদ্র্যকে এক ধরনের 'দোযখ' আখ্যায়িত করেছেন অর্থনীতিবিদ ডেনিশ গলেট। এই দোযখ থেকে মুক্তির জন্য তিনি একটি 'বহুমুখী প্রক্রিয়া' অবলম্বনের তাগিদ দিয়েছেন, যা বর্তমান সমাজ-কাঠামোর খোল-নৈচা পাল্টে দেবে, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন আনবে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিশ্চিত করবে।

আমরা বিস্ময় ও আনন্দের সাথে লক্ষ করছি, আধুনিক নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদদের চিন্তা ক্রমেই ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শন, চিন্তা ও কাঠামোর নিকটবর্তী হচ্ছে। চিন্তার ক্ষেত্রে এই আলোড়ন আবার নতুন করে এই প্রত্যয়কেই জাগ্রত করছে যে, ইসলামী অর্থনীতিই বিদ্যমান সামাজিক কাঠামো, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত আমূল পরিবর্তন নিশ্চিত করতে সক্ষম। সুদের বিলোপ সাধন, সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ও সঞ্চালন, আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, সামাজিক কাঠামোর পুনর্গঠন এবং ইসলামী অর্থনীতির 'ফিল্টার মেকানিজম' বা নৈতিক শৃঙ্খলার বিধান বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিংই হলো বহুল প্রত্যাশিত সেই 'বহুমুখী প্রক্রিয়া', যা বিশ্ববাসীকে 'দারিদ্র্য সংস্কৃতি' ও 'দারিদ্র্যের দোযখ' থেকে মুক্ত হওয়ার 'রোড ম্যাপ' উপহার দিতে পারে।

www.pathagar.com

বিখ্যাত পশ্চিমা সাময়িকী 'ইকনোমিস্ট' ১৯৯৪ সালের ৬ আগস্ট সংখ্যায় 'সার্ভে অব ইসলাম' নামে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটির একটি মন্তব্যে বলা হয় ঃ 'অতীতে আমরা মুসলিম স্পেন ও আন্দালুসিয়া থেকে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে জেনেছিলাম। ইসলামের কাছ থেকে আমরা ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলাম। আর এখন আমরা তাদের কাছ থেকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আইডিয়া গ্রহণ করতে পারি।'

ইকনোমিস্ট-এর দৃষ্টিতে মুসলমানদের অতীত গৌরব হলো তার শিক্ষা-পদ্ধতি। আর দীর্ঘকাল পর মানবজাতির প্রতি তাদের বর্তমান উপহার হলো ইসলামী ব্যাংকিং। যার যাত্রা মাত্র কিছুদিন আগে শুরু হয়েছে। পশ্চিমা আধুনিক ব্যাংকিংয়ের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা অনেক আগে থেকেই অর্থনীতিবিদদের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তার মুকাবিলায় ইসলামী ব্যাংকিং এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। এদিক থেকে ইসলামী ব্যাংকিং হলো এ যুগের এক অনন্য বিপ্লব।

এ বইয়ে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উৎসমূল, ঐতিহাসিক পটভূমি, এ ব্যবস্থার অপরিহার্যতা এবং পরিচালনগত ও পদ্ধতিগত নানা দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মিসরের মিটগামারে ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী ব্যাংক থেকে শুরু করে এ যাবৎকালের বিকাশধারা তুলে ধরা হয়েছে। গত দুই যুগে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কিভাবে নানা প্রতিকূলতা মুকাবিলা করে তার অবস্থানকে বর্তমান স্তরে সংহত করেছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সেইসাথে এ ব্যবস্থার অমিত সম্ভাবনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ বইতে তাত্ত্বিক বিষয়গুলোকেও যথাসম্ভব প্রায়োগিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে যে আলোচনা-পর্যালোচনা ও আন্দোলন, তার সাথে এ লেখকের সম্পর্ক ষাটের দশক থেকে। সত্তরের দশকের মধ্যভাগে একজন দূরদর্শী মনীষী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের একটি ছোট কক্ষে ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরোর উদ্যোগে যখন বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের প্রাথমিক আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি শুরু হয়, তখন তাঁর একান্ত স্নেহাস্পদ ছাত্র হিসেবে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলো প্রত্যক্ষ করার এবং এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ হয় লেখকের। এরপর ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে দেড় যুগের সাংবাদিকতা পেশা ছেড়ে লেখক এ ব্যাংকের জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করে অদ্যাবধি ব্যাংকিং পেশায় যুক্ত। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইসলামী ব্যাংকই লেখককে সাংবাদিক থেকে ব্যাংকার বানিয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে সেই তখন থেকে কিছু কিছু লিখছি। এ ব্যাপারে আমাকে সবচে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছেন ব্যাংকিং জীবনে আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ জনাব এম আযীযুল হক। আর যাঁদের ভূমিকা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে তাঁদের মধ্যে আলহাজ্জ এম খালেদের কথা এ মুহূর্তে আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি। বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর, পূবালী ব্যাংক ও ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্জ এম খালেদ প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অন্যতম কাণ্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি ইসলামী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব না নিয়ে উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। আলহাজ্জ এম খালেদের আবেগঘন স্নেহে আমরা ইসলামী ব্যাংকের তরুণ কর্মীবৃন্দ তখন আপ্লুত হয়েছি।

ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ্জ আবদুর রাজ্জাক লস্কর, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মফিজুর রহমান, জনাব মুহম্মদ ইউনুছ, শরীয়াহ্ কাউন্সিলের প্রথম সেক্রেটারি মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, ব্যাংকের প্রথম এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট এম এ করিম-এর অনুপ্রেরণার কথা স্মরণ করছি, বর্তমানে তাঁরা কেউই এ দুনিয়াতে নেই। আল্লাহ এদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমকে তাঁদের জন্য সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন।

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে একটি বই লেখার ব্যাপারে অনেক দিন থেকেই তাগিদ অনুভব করেছি। 'ইসলামিক ব্যাংকস্ কনসালটেটিভ ফোরাম'-এর উদ্যোগে বিভিন্ন ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের শীর্ষ ও উর্ধ্বতন নির্বাহীদের কাছ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে বইপত্রের অভাবের বিষয়টি অধিকতর উপলব্ধি করেছি। সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের উদ্যোগে আয়োজিত কয়েকটি ট্রেনিং প্রোগ্রামেও আমাকে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে একটি বই লেখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। বিশেষকরে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের উদ্যোগে দেশের নেতৃস্থানীয় ইমাম ও মুহতামিমদের জন্য আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে আলোচনাকালে আমি ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে যথাসম্ভব সহজ ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনার তাগিদ আরো গভীরভাবে অনুভব করি। এখন সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মোঃ মুখলেছুর রহমানের উপর্যুপরি তাগিদের কারণে এ বই পাঠকদের খেদমতে হাজির করার চেষ্টা করছি।

www.pathagar.com

এ বিষয়ে ইতোমধ্যে যারা লিখেছেন, আমি তাঁদের অনেকের কাছে ঋণী। ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে বইপত্র প্রকাশের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে সামনে রেখে যোগ্য লেখক ও গবেষকগণ এবং অভিজ্ঞ ব্যাংকারগণ এগিয়ে আসলে এ ধারা আরো শক্তিশালী হবে এবং ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে জনগণের জ্ঞানের ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হবে।

এ বই লেখার ব্যাপারে জনাব আবদুল মুকীত চৌধুরী, জনাব আতিকুর রহমান খান খাদেম, জনাব সালাহউদ্দীন ও সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্-এর কর্মকর্তা জনাব মুহম্মদ মুনীরুল হক নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের দুই পথিকৃত জনাব শাহ আবদুল হান্নান ও জনাব এম আযীযুল হক এই বইয়ের জন্য মুখবন্ধ ও ভূমিকা লিখে বইটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সদস্য সচিব প্রফেসর ডঃ আবু বকর রফীক ও ইসলামী ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশনের প্রধান জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া বইটি আগাগোড়া দেখে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ায় আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আল্লাহ আমাদের সকল সৎ প্রচেষ্টা কবুল করুন।

ঢাকা, ৩০ জুন, ২০০৭ — মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং আর নতুন কোন ধারণা নয়। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে, এর কল্যাণগত দিক প্রমাণের মাধ্যমে এবং কনভেনশনাল সিস্টেমের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বর্তমানে বিশ্ব অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। মুসলিম দেশসমূহের পাশাপাশি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশসমূহেও ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ব্যাপক জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রচলনে বহির্বিশ্বে যে ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এবং বর্তমানেও তা সমান তালে চলছে সে তুলনায় আমাদের দেশ বেশ অনেকটা পিছিয়ে আছে। ব্যাপক জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও এদেশের ইসলামী ব্যাংকিং প্রসারে অন্যতম প্রতিবন্ধক হচ্ছে এতদসংক্রান্ত প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য বই-পুস্তকের অভাব। বিশেষকরে বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই-পুস্তকের সংখ্যা অপ্রতুল। ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে ইসলামী পদ্ধতির আলোচনা এখন পর্যন্ত এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান পায়নি বললেই চলে। ফলে এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা-সংশয় এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি বর্তমানে যারা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাথে জড়িত আছেন, ব্যাংকার হিসেবে হোক বা গ্রাহক হিসেবেই হোক, তাদের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক ধারণার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যতদিন না এ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করা সম্ভব হবে ততদিন এ অবস্থা চলতেই থাকবে।

আশার কথা, ইতোমধ্যে দেশের অনেক লেখক ও গবেষক ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন। তাঁদের বেশ কিছু গ্রন্থও বাজারে এসেছে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম–এমন মানসম্মত বইয়ের অভাব রয়েই গেছে।

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক বই-পুস্তক রচনা, অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশনার মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং এসব বিষয়ের বিভ্রান্তি নিরসনে এগিয়ে আসা। সেজন্য সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। দেশ-বিদেশের ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনের জন্য 'ইসলামিক ফাইন্যান্স' নামে একটি বুলেটিন সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়ে আসছে। গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য একটি জার্নালের প্রকাশনাও শুরু হয়েছে। 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শারী'আহ্ বোর্ড' নামে একটি বইও প্রকাশ পেয়েছে। আরও বেশ কয়েকটি বই বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদ করে প্রকাশের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

www.pathagar.com

জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এদেশের ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (বর্তমানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা এমডি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের পক্ষ থেকে দেশের ইমাম-খতীব, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-মাদরাসার শিক্ষক ও ব্যাংকারদের জন্য নিয়মিতভাবে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও দীর্ঘদিন যাবৎ জড়িত আবদুল মান্নান সাহেবের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার ধারণাকে স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিতরণের জন্য তিনি যে পেপারটি তৈরি করেছিলেন তা ছিল তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রাঞ্জল। সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের জার্নালে প্রকাশের জন্য সে পেপারটির আলোকে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে দেয়ার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ জানাই। আমার অনুরোধে সাড়া দিয়ে তিনি যে প্রবন্ধটি লিখে দেন তা একটি পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে আমরা বিভিন্ন কওমী মাদরাসার মুহতামিমদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিতরণ করি। সারাদেশ থেকে অর্ধশতাধিক কওমী মাদরাসার মুহতামিম (অধ্যক্ষ) এ কর্মশালায় অংশ নিয়েছিলেন। ছোট হলেও সে পুস্তিকাটি মুহতামিমদের সামনে ইসলামী ব্যাংকিংকে এত সহজভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল যে, তাঁদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল।

তখন আমি এবং আবদুল মান্নান সাহেব আলোচনা করে ঠিক করি যে, আরও কিছু তথ্য সংযোজন করে এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে রূপ দিলে গ্রন্থটি এদেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রসারে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ চিন্তা থেকেই তাঁর সেই প্রবন্ধটি সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের পক্ষ থেকে বই আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

'ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা' গ্রন্থটি কেমন হলো তার বিচারের ভার পাঠকবর্গের হাতেই তুলে দিচ্ছি। তবে, বিশিষ্ট ব্যাংকার, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও সুসাহিত্যিক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবের লেখা 'ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা' গ্রন্থটি পাঠ করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন এবং এ বিষয়ে জনমনের সকল বিভ্রান্তি, দ্বিধা-সংশয় দূরীকরণে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

গ্রন্থটি প্রকাশনার উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক জনাব বি. এম. মোশাররফ হোসাইন সাগর যত্নসহকারে বইটির প্রুফ দেখে দিয়েছেন। তাদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। সেইসাথে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। আমীন!

— মোঃ মুখলেছুর রহমান
সেক্রেটারি জেনারেল
সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

www.pathagar.com

বিষয় বিন্যাস

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী সভ্যতায় ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক চিন্তা ২৫–৪৯

প্রাচীনকালে ব্যাংকিং, ইসলামী সভ্যতায় ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক চিন্তা, ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তার ক'জন দিশারী,আবূ ইউসুফ, আল-শায়বানী, আবূ উবাইদ, আল-মুহাসিবী, আল-মাওয়ার্দী, ইবনে হাযম, আল-গায্যালী, নাসিরউদ্দীন তূসী, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম, আল-শাতিবী, ইবনে খালদুন, শাহ ওয়ালীউল্লাহ, মুসলিম সভ্যতার পতন ও সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার উত্থান, তথ্যসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ ৫০–৬১

সুদ একটি পুরনো সমস্যা, ইসলামে 'রিবা' বা সুদ, সুদী লেনদেনের বৈশিষ্ট্য, 'রিবা'র প্রকারভেদ, রিবা নাসিয়া, রিবা ফদল, ইসলামে সুদ শর্তহীনভাবে নিষিদ্ধ, সরল ও নিম্নহারের সুদ, ভোগ্য ঋণের সুদ বনাম উৎপাদন ঋণের সুদ, কুরআন মজীদে সুদ প্রসঙ্গ, সুদ সম্পর্কে মহানবী (ﷺ)-এর কয়েকটি হাদীস, সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন যুগের মনীষীদের অভিমত, এক নজরে সুদ ও মুনাফার পার্থক্য, তথ্যসূত্র

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন ৬২–৭১

ষাটের দশক ঃ ভোরের আভাস, সত্তরের দশক ঃ নতুন সূর্যোদয়, আশির দশক ঃ সংহত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, নব্বই দশক ঃ দৃঢ় ভিত্তি, এক নজরে ইসলামী ব্যাংকিং বিকাশের ক্রমধারা, এ পর্যন্ত যেসকল দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল্যায়ন, তথ্যসূত্র

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ৭২–৮০

ঐতিহাসিক পটভূমি, পাকিস্তান আমল, বাংলাদেশ আমল ঃ প্রস্তুতির পথে, বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী ব্যাংক উদ্বোধন, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বাস্তবায়ন

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের পরিচয় ৮১–৮৪

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইসলামী ব্যাংকের কর্মনীতি, তথ্যসূত্র

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি ৮৫–১০০

ব্যক্তিস্বার্থ নয়, সামাজিক কল্যাণের আদর্শ, সামাজিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয়, অর্থনীতিতে নৈতিক শৃঙ্খলার বিধান অনুসরণ, বিনিয়োগ কার্যক্রমে অংশীদারিত্বের নীতি, টাকার কারবার নয়–পণ্যের ব্যবসা, মুদ্রাস্ফীতির কারণ দূর করা, বেকারত্ব দূরীকরণ ও অধিক কর্মসংস্থান, সম্পদ সৃষ্টি ও বণ্টনে জনকল্যাণের আদর্শ, গ্রাহকদের সাথে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক, শরীয়ার নীতি অনুসরণ, বঞ্চিত ও অভাবী মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন

সপ্তম অধ্যায়

সুদভিত্তিক ব্যাংক বনাম ইসলামী ব্যাংক ১০১–১০৫

এক নজরে ইসলামী ব্যাংক বনাম সুদভিত্তিক ব্যাংক

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী ব্যাংক ১০৬–১১২

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সম্পদ একটি আমানত, সরল ও বিনীত জীবনযাপন, মানুষের স্বাধীনতা, চাহিদা পূরণ, সম্মানজনক উপার্জনের উৎস, আয় ও সম্পদের সমতা-ভিত্তিক বণ্টন, তথ্যসূত্র

নবম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশল ১১৩–১২৫

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার কর্মকৌশল, জমা গ্রহণ, ঋণ বনাম বিনিয়োগ, ঋণপত্র (Letter of Credit বা L.C.) খোলা, বৈদেশিক মুদ্রা বেচা-কেনা, মুদ্রাবাজার দলিল, মার্চেন্ট ব্যাংকিং, লকার ভাড়া, রেমিট্যান্স কার্যক্রম, ব্যাংক গ্যারান্টি, বিল বাট্টাকরণ, কলমানি মার্কেটে অংশগ্রহণ, সরকারী ট্রেজারি বিল ক্রয়, এসএলআর (SLR) ও সিআরআর (CRR) সংরক্ষণ, ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশলের স্বাতন্ত্র্য, সুদের বিলোপ, ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, অংশীদারিত্বের চুক্তিতে অংশগ্রহণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে নীতি-নৈতিকতা ও হালাল-হারামের দৃষ্টিভঙ্গি, শরীয়াহ কাউন্সিল, যাকাতব্যবস্থার বাস্তবায়ন, কর্জে হাসানা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, জনকল্যাণমূলক বিশেষ কার্যক্রম, তথ্যসূত্র

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের জমা গ্রহণের নীতি ও পদ্ধতি ১২৬–১৩১

জমা গ্রহণের নীতি, আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব, ইসলামী ব্যাংকের আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব ও সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবের মধ্যে পার্থক্য, 'আল ওয়াদিয়া' ও 'আল আমানাহ'র পার্থক্য, মুদারাবা হিসাব, মুদারাবা হিসাবের ব্যাপারে শরীয়ার নীতি, মুদারাবা নীতিতে ব্যাংকের মুনাফা বণ্টন, হিসাবসমূহে লাভ বণ্টনের 'ওয়েটেজ' পদ্ধতি, 'ওয়েটেজ'-এর একটি নমুনা

একাদশ অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি ১৩২–১৫১

বিনিয়োগ নীতি, বিনিয়োগ পদ্ধতি, অংশীদারি পদ্ধতি, মুদারাবা, ব্যাংকিং বিনিয়োগে মুদারাবার বৈশিষ্ট্য, মুশারাকা, ব্যাংকিং কারবারে মুশারাকার বৈশিষ্ট্য, মুদারাবা ও মুশারাকার মধ্যে পার্থক্য, ভাড়ায় ক্রয় পদ্ধতি, হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (HPSM), শিরকাতুল মিল্ক বা মালিকানায় শরীকানা, ইজারা, বিক্রি, তিন চুক্তির সমাহার, হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক-এর বৈশিষ্ট্য, গৃহনির্মাণ বিনিয়োগে এইচপিএসএম, বেচা-কেনা পদ্ধতি, বাই-মুরাবাহা, ব্যাংকিং কারবারে মুরাবাহা বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য, বাই-মুয়াজ্জাল, বাই-মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্য, বাই-মুয়াজ্জাল ও বাই-মুরাবাহার মধ্যে পার্থক্য, বাই-সালাম, বাই-সালামের বৈশিষ্ট্য, বাই-ইসতিসনা, ইসতিসনার বৈশিষ্ট্য, বাই-সালাম ও ইসতিসনার মধ্যে পার্থক্য, তথ্যসূত্র

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল্যায়ন ১৫২–১৬৯

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত চিত্র, জমা সংগ্রহে ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য, ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের অর্থনৈতিক বিবেচনা, ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের উপকারভোগী কারা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা, দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন, শিল্পবিকাশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর শিল্পখাতে বিনিয়োগসংখ্যা, অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকের শিল্পখাতে বিনিয়োগসংখ্যা, সীমিত আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংকের সামাজিক বিনিয়োগ, ইসলামী ব্যাংকিং-এর আর্থিক দক্ষতা ও সামর্থ্য মূল্যায়ন, একবিংশ শতকের বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং, তথ্যসূত্র

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকিং ঃ সমালোচনা ও বাস্তবতা ১৭০–১৮৮

ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে অভিযোগ ও সমালোচনা, ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কিত অভিযোগ খণ্ডন, ইসলামী ব্যাংক জমাকারীদের যে মুনাফা দেয় তা কতটুকু বৈধ? ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের জমানীতির পার্থক্য, পূর্ব নির্ধারিত সুদ বনাম প্রাক্কলিত লাভ, ইসলামী ব্যাংক জমাকারীদের সব সময় লাভ দেয় কিভাবে? সন্দেহজনক আয় কি করা হয়? ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রম কতটা ইসলামী? পূর্বনির্ধারিত হারে লাভ আদায় কি বৈধ? ইসলামী ব্যাংক কি শুধু লাভে আছে, লোকসানে নেই? মুশারাকা বিনিয়োগে লোকসান ভাগ হয় মূলধনের আনুপাতিক হারে, মুদারাবা বিনিয়োগে ব্যাংক একাই লোকসান বহন করে, শতকরা হারে লাভ ধার্য প্রসঙ্গে, সকল পণ্যে একই হারে লাভ নির্ধারণ কি বৈধ? খেলাপী গ্রাহকের ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা কি শরীয়াহ্সম্মত? বিনিয়োগ গ্রাহকদের সম্পত্তি বন্ধক নেয়া এবং ধনীদের আরো ধনী বানানোর অভিযোগ প্রসঙ্গে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেন, অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রাপ্ত সুদ-এর ব্যাপারে শরীয়ার ফয়সালা, সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা কল্যাণকর, তথ্যসূত্র

চতুর্দশ অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা ১৮৯–১৯৫

প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো, ইসলামী জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ব্যাংকারের ঘাটতি, ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রাহকদের ধারণা উন্নয়ন, তাত্ত্বিক গবেষণা ও জ্ঞানের সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণকারী পরিবেশ, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, তারল্য ব্যবস্থাপনা, অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণে ব্যর্থতা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রচার কার্যক্রম ও মিডিয়ার ব্যবহার

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিশেষ সমস্যাবলি ১৯৬–১৯৮

ইসলামী অর্থবাজারের অনুপস্থিতি, নিয়ন্ত্রণমূলক ও তত্ত্বাবধানমূলক স্বতন্ত্র কাঠামোর অভাব, সহযোগী ও মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের অভাব

ষোড়শ অধ্যায়

কিছু সুপারিশ ১৯৯–২০০

তথ্যপঞ্জী ২০১-২০২

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ঃ পরিচিতি ও কার্যক্রম ২০৩-২০৮

www.pathagar.com

১.
ইসলামী সভ্যতায় ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক চিন্তা

১.১. প্রাচীনকালে ব্যাংকিং

প্রায় সাড়ে পাঁচহাজার বছর আগে খ্রিস্টপূর্ব ৩৪ শতাব্দীতে প্রাচীন ইরাকে সুমেরীয়রা তাদের উপাসনালয়গুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনা করতেন। সে যুগে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য মোটামুটি সংগঠিত রূপলাভ করেছিল। ফলে বিনিময় মাধ্যমরূপে মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল।[১]

বেবিলনীয় সভ্যতায় ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রচলিত ছিল। এ সম্পর্কে জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব ২০ শতাব্দীর প্রাচীন দলিল থেকে। খ্রিস্টপূর্ব ১৮ শতাব্দীতে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের প্রথম আইন-বিধি রচিত হয় বলে গবেষকগণ মনে করেন। বেবিলনীয়রা তাদের উপাসনালয়গুলোকে অর্থকড়ি জমা রাখার সুরক্ষিত, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য স্থান মনে করতেন।[২]

প্রাচীনকালে গ্রীকদের ব্যাংকিং কার্যক্রম বেবিলনীয়দের প্রায় অভিন্ন নিয়মে পরিচালিত হতো। তাদেরও ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোই ছিল ব্যাংকিং লেনদেনের প্রধান কেন্দ্র। তবে সরকারী সংস্থা এবং বেসরকারী উদ্যোক্তাগণও জামানত গ্রহণ, ঋণ দান, চেক প্রদান, বিভিন্ন শহরের মধ্যে মুদ্রা বিনিময় ও স্থানান্তর প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত ছিলেন বলে জানা যায়।[৩]

রোমীয়রা তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমে গ্রীকদের অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। রোম-সভ্যতার বিকাশ ও প্রভাবের ফলে তৎকালীন বিশ্বের বিস্তীর্ণ এলাকায় তাদের অনুন্নত ব্যাংকব্যবস্থার প্রসার ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে চীনে 'শাঙ্গী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০৫ খ্রিস্টাব্দে চীনে কাগজ আবিষ্কার ব্যাংকব্যবস্থার উন্নতিতে বিশেষ অবদান রাখে। প্রথম ও দ্বিতীয় ঈসায়ী শতাব্দীতে মিসরীয়রা ব্যাংকিং ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করে।[৪]

প্রাচীন আমলের ব্যাংকিং কারবারে সুদের আদান-প্রদান নিষিদ্ধ ছিল। খ্রিস্টান জগতে খ্রিস্ট ধর্মের শুরু থেকে সংস্কার আন্দোলনের অভ্যুদয় এবং রোমে পোপনিয়ন্ত্রিত চার্চ থেকে অন্যান্য চার্চের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সুদ নিষিদ্ধ ছিল।[৫]

অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানদের নেতৃত্বে বিশ্বের তৎকালীন সবচে' শক্তিশালী অর্থনীতি সুদ ছাড়াই পরিচালিত হয়েছে।[৬]

www.pathagar.com

রোম সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং রাজনৈতিক পতনের সাথে সাথে ঈসায়ী পঞ্চম শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতার সূচনা হয়। এ অস্থিতিশীল বিশ্ব পরিস্থিতিতে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের আন্তর্জাতিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়। রোমের পতনের পর থেকে ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়টি ইতিহাসের অন্ধকার যুগ। তৎকালীন বিশ্ব নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতির পঙ্কিল আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

১.২. ইসলামী সভ্যতায় ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক চিন্তা

ইসলামের অভ্যুদয়ের ফলে অশান্ত বিশ্বে দ্রুত নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ ফিরে আসে। এ পরিবেশ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক লেনদেন ও ব্যাংকিং কার্যক্রম বিকাশের সহায়ক হয়। রাসূল (ﷺ)-এর আবির্ভাবকালে তৎকালীন মক্কায় অর্থ আমানত ও বিনিয়োগের তিনটি পদ্ধতির প্রচলন লক্ষ করা যায় ঃ[৭]

১. বিশ্বস্ত লোকের কাছে আমানত রাখা
২. অংশীদারীভিত্তিতে ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ
৩. সুদে টাকা লগ্নি করা

মক্কায় বিশ্বস্ততম ব্যক্তিরূপে রাসূল (ﷺ) নবুওয়াত লাভের আগেই 'আল-আমীন' হিসেবে সম্মানিত ছিলেন। বহু লোক তাদের ধনসম্পদ তাঁর কাছে জমা রাখতেন। মদীনায় হিজরত করার সময়ও রাসূল (ﷺ)-এর কাছে বহু লোকের অর্থসম্পদ গচ্ছিত ছিল। সেগুলো যথাযথ মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য রাসূল (ﷺ) হযরত আলী (রা)-কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। লোকদের অর্থকড়ি বিশ্বস্ততার সাথে সংরক্ষণ করা ছাড়াও রাসূল (ﷺ) নবুওয়াতের অনেক আগেই হযরত খাদিজা (রা)-এর সাথে 'মুদারাবা' পদ্ধতিতে অংশীদারী কারবারে নিয়োজিত হয়েছিলেন।[৮]

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিবিধানসমূহ প্রবর্তন করা হয়। জনগণের বিশ্বাসের সকল বিচ্যুতি সংশোধন, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ বন্ধ করার লক্ষ্যে এ সময় সকল প্রকার সুদী কারবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। ইসলামের প্রথম অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাসূল (ﷺ)-এর সময় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বায়তুল মাল'। কাঠামোগতভাবে 'বায়তুল মাল' কোন মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান ছিল না। বরং একে রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা Exchange বলা যেতে পারে। প্রাচুর্যসম্পন্ন ব্যক্তিরা বায়তুল মালে সাহায্য পাঠাতেন এবং অভাবগ্রস্ত লোকদের মাঝে তা বণ্টন করা হতো।

www.pathagar.com

সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্যে কিংবা জীবন ও সমাজে কোনরূপ বাধা বা জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। বরং সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে ইসলামী সভ্যতা মানবজাতিকে প্রায় হাজার বছর ধরে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। কুরআন, সুন্নাহ্ এবং অনুসরণীয় ইমাম ও মনীষীদের ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে প্রাপ্ত নীতিমালা মানবজাতির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্তভাবে কল্যাণ ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-এর দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রাজ্ঞ এ সাহাবী তাঁর বিশ্বস্ততার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। বহু লোক তাদের অর্থকড়ি হেফাযত করার স্বার্থে তাঁর কাছে জমা রাখতে আসতেন। হযরত যুবাইর (রা) সেসব অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ না করে কর্জ হিসেবে নিতেন। এর ফলে তিনি (১) সে অর্থ ব্যবহার করার অধিকার লাভ করতেন এবং (২) সে অর্থের মালিকের জন্যও তা অধিকতর নিরাপত্তার কারণ হতো। তখনকার দিনেই হযরত যুবাইর (রা)-এর কাছে বিভিন্ন লোকের বাইশ লাখ দিরহাম জমা হয়েছিল।[৯]

খুলাফা-ই-রাশেদীনের যুগে হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা) দিরহাম জমা গ্রহণ করে কুফায় তা ভাঙানোর স্বীকারপত্র লিখে দিতেন। একইভাবে হযরত যুবাইর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ মক্কায় দিরহাম জমা গ্রহণ করে ইরাকে তা ভাঙানোর স্বীকারপত্র লিখে দিতেন। আবদুল্লাহর ভাই মুস'আব ইরাকে সে স্বীকারপত্র ভাঙিয়ে নগদ অর্থ প্রদান করতেন। উমাইয়া শাসনামলে মুসলমানদের ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়। এ ক্ষেত্রে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে আলেপ্পোর আমীর সাইফ-আদ-দৌলাহ হামাদান-এর সময় হুণ্ডির ভিত্তিতে লেনদেনের ব্যাপক প্রচলনের তথ্য জানা যায়। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর সূচনালগ্নে ১০১০ খ্রিস্টাব্দে বসরায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হুণ্ডির লেনদেন এবং মুদ্রা বিনিময় ব্যবসায়ের ব্যাপক প্রসার ঘটে। খ্রিস্টীয় এগারো শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্য দেশীয় পর্যটক নাসের খসরু বসরায় ব্যাংকিং লেনদেনের ব্যাপক প্রচলনের কথা তাঁর সফরনামায় উল্লেখ করেছেন।[১০]

ইসলামী সভ্যতার বিকাশের শুরু থেকে প্রায় হাজার বছরব্যাপী ইসলামের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রভাবকালে অর্থনৈতিক চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মুসলমানদের নেতৃত্ব অব্যাহত ছিলো।

www.pathagar.com

১.৩. ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তার ক'জন দিশারী

ইসলামী অর্থব্যবস্থার কল্যাণধর্মী আদর্শের ভিত্তিতে জনগণকে অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনায় পথ দেখাতে ইসলামের প্রথম পর্যায়ের সাহাবীগণ ছাড়াও আব্বাসীয় যুগের বিশিষ্ট দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ অমূল্য অবদান রেখেছেন। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর ইমাম আবূ ইউসুফ (৭৩১-৭৯৮ খ্রি.), আল-শায়বানী (৭৫০-৮০৪ খ্রি.), আবূ উবাইদ (৭৬৬-৮৩৮ খ্রি.), ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম (৭৫২-৮১৮ খ্রি.), আল-মুহাসিবী (৭৮১-৮৫৭ খ্রি.) কুদামা বিন জাফর (মৃত্যু ৯৪৮ খ্রি.), ইব্ন আল মুক্বাফ্ফা, আল যাহির, আল মাওয়ার্দী (৯৭৪-১০৫৮ খ্রি.), ইবনে হাযম (৯৯৪-১০৬৪ খ্রি.), আল ফারাবী (৯৫০ খ্রি.), আল হারীর (১০৫৪-১১২২ খ্রি.), গায্যালী (১০৫৫-১১১১ খ্রি.), নাসিরুদ্দীন তূসী (১২০১-১২৭৪ খ্রি.), ইবনে তাইমিয়া (১২৬২-১৩২৮ খ্রি.), ইবনুল কাইয়্যিম (১২৯২-১৩৫০ খ্রি.), আল শাতিবী (মৃত্যু ১৩৮৮ খ্রি.), আল-দিমাশকী, ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.), আহমাদ আলী আল-দালাযী (মৃত্যু ১৪২১ খ্রি.) থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬৩ খ্রি.) পর্যন্ত ইসলামী চিন্তা, দর্শন ও মনীষার ক্ষেত্রে বিরাট সংখ্যক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অর্থনৈতিক চিন্তার বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

সরকারী ব্যয়, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, বিনিময় বাণিজ্য, কর, শ্রম বিভাজন, একচেটিয়াবাদ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ তথা অর্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁদের অবদান সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীকে পথ দেখিয়েছে। তাঁদের চেষ্টা ও অবদান পদ্ধতিগত অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে হাজার বছরের একটি অব্যাহত ধারা রচনা করেছে। অন্যকোন সভ্যতায় অর্থনৈতিক চিন্তার এমন ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা দেখা যায় না।

এখানে কয়েকজন পূর্বসূরী চিন্তাবিদ সম্পর্কে অতিসংক্ষেপে কিছুটা ধারণা পেশ করা হলো ঃ

১.৩.১. আবূ ইউসুফ

ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর যোগ্য ছাত্র বাগদাদের প্রধান বিচারপতি ইমাম আবূ ইউসুফ (৭৩১-৭৯৮ খ্রি.) ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় নাম। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে অর্থনৈতিক বিধান রচনার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর *'কিতাবুল-খারাজ'* বিধিবদ্ধ অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি সুপ্রাচীন মূল্যবান দলিল। সামষ্টিক অর্থনীতিতে (Macro Economics) তিনি সবচে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

www.pathagar.com

আবূ ইউসুফ (র) জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, কর আরোপ ও আদায়ের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও সমতা রক্ষা, কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষি ভূমির ওপর কর আরোপের ব্যাপারে মূল্যবান সুপারিশ পেশ করেন। তিনি সবচে মৌলিক অবদান রেখেছেন সরকারী অর্থায়নের ক্ষেত্রে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়েও তাঁর আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে মূল্য নির্ধারিত হয়, মূল্যের উপর কর কিরূপ প্রভাব ফেলে এসব বিষয় তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফের অর্থনৈতিক চিন্তা পরবর্তীকালের ইসলামী গবেষকদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে পথ দেখিয়েছে।

১.৩.২. আল-শায়বানী

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল-শায়বানী (৭৫০-৮০৪ খ্রি.) তাঁর গ্রন্থ *'কিতাবুল-ইকতিসাব ফির্-রিয্ক আল-মুসতাতব'*-এ সৎ উপার্জন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইজারাহ্ (ভাড়া), তিজারাহ্ (ব্যবসা), যিরা'আহ্ (কৃষি) এবং সিনা'আহ্ (শিল্প) প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর পদ্ধতিগত আলোচনা ও সুপারিশ গুরুত্বপূর্ণ।

শায়বানী মনে করেন, একজন মুসলিম তার আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে জনকল্যাণের নীতি অনুসরণ করবেন। তিনি হবেন অমুখাপেক্ষী। তিনি পরমুখাপেক্ষী হবেন না। তাঁর মতে, কৃষিকাজই সর্বোত্তম পেশা। সমাজের জন্য এটি সবচে অপরিহার্য ও কল্যাণধর্মী। এই কারণে সমকালীন ইমাম ও ফকীহদের মধ্যে তিনি মৌলিকত্বের দাবিদার।

শায়বানী লোকদেরকে সংসারত্যাগী না হয়ে নিজ সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য যতটুকু প্রয়োজন কমপক্ষে ততটুকু আয় করার জন্য চেষ্টা চালানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি তাঁর *'কিতাবুল-আসল'* নামক গ্রন্থে এবং অন্যান্য রচনায় সালাম (অগ্রিম ক্রয়), শিরকাত (অংশীদারিত্ব) ও মুদারাবাহ (মুনাফায় অংশীদারিত্ব) ইত্যাদি লেনদেন সম্পর্কে মূল্যবান আলোকপাত করেন।

১.৩.৪. আবূ উবাইদ

আবূ উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সাল্লাম (৭৬৬-৮৩৮ খ্রি.) তাঁর *'কিতাবুল আমওয়াল'* নামক বইতে রাষ্ট্রের নাগরিক ও শাসকের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করেন। তিনি শাসক ও জনগণের পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেন। তিনি যাকাত, উশর, খুমস্, ফাই (খারাজ ও জিযিয়া) ইত্যাদি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। ইসলামের প্রথম দু'শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাস হিসেবে তাঁর গ্রন্থ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

১.৩.৫. আল-মুহাসিবী

আবূ আবদিল্লাহ হারিস ইবনে আসাদ আল-আনাযী আল-মুহাসিবী (৭৮১-৮৫৭ খ্রি.) ভোগ ও ব্যবহারে শরীয়াহ্ পরিপন্থী সব কিছু বর্জন করার আহ্বান জানান। জীবন যাপনে তিনি যুহদ বা মিতাচারী হতে বলেন। কারণ, তাঁর মতে ভোগের লালসা মানুষের মধ্যে হালালের সীমালঙ্ঘনের আশংকা সৃষ্টি করে।

তাঁর মতে, ব্যক্তির সাথে সম্পদের সম্পর্ক হবে নিয়ন্ত্রিত ও সতর্কতামূলক। এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপনকে তিনি উৎসাহিত করেছেন। তিনি ভোগের লালসা পরিহার ও সম্পদ ব্যবহারে স্বার্থপরতা ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, কর্জে হাসান ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতার বিস্তার ঘটাতে হবে। এভাবেই একটি দায়িত্বশীল দরদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

আল মুহাসিবী তাঁর *'রিসালাহ আল-মাকাসিব ওয়াল ওয়ারা শুবুহাহ'* নামক গ্রন্থে এসব মৌলিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১.৩.৬. আল-মাওয়ার্দী

আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবন হাবীব আল-বসরী আল-বাগদাদী আল-মাওয়ার্দী (৯৭৪-১০৫৮ খ্রি.) ইরাকের বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন। তিনি বাগদাদের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বও পালন করেন। শাসকের কর্তব্য, সরকারী আয় ও ব্যয়, সরকারী জমি, খাস জমি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি তাঁর *'আল-আহকামুল-সুলতানিয়া'* নামক গ্রন্থে মূল্যবান আলোচনা করেছেন।

তাঁর মতে, একজন আদর্শ শাসকের দায়িত্ব হবে ঃ

১. বাজার তদারকি করা
২. সঠিক ওজন নিশ্চিত করা
৩. প্রতারণা রোধ করা
৪. ব্যবসায়ী ও কারিগরদের লেনদেনে শরীয়াহর নিয়ম-কানুনের অনুসরণ নিশ্চিত করা।

অর্থনৈতিক আচরণ সম্পর্কে তিনি তাঁর *'কিতাব আদাবু দীন ওয়াদ্ দুনিয়া'* নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর মতে, সৎ উপার্জনের চারটি প্রধান উপায় হলো কৃষিকাজ, পশু পালন, ব্যবসা ও শিল্প।

www.pathagar.com

১.৩.৭. ইবনে হাযম

আবূ মুহাম্মদ আলী ইবনে আবূ উমর আহমদ ইবনে সাঈদ ইবনে হাযম আল-কুরতুবী আল-আন্দালুসী (৯৯৪-১০৬৪ খ্রি.) স্পেনের কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচনার মধ্যে *'আল-মুহাল্লি শারহ আলা মিনহাজিত্ তালিবীন'* বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অভাব, ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা, কর ও যাকাত প্রভৃতি বিষয় তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।

ইমাম ইবনে হাযম সম্পদহীন মানুষের অভাব দূর করতে বিত্তবান লোকদের ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, গরীব মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব ধনীদের নিতে হবে। এ দায়িত্ব ধনীরা এড়িয়ে যেতে চাইলে তাদের সম্পদের অংশ এই কাজে ব্যয় করতে বাধ্য করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

ভূমিস্বত্ব এবং কৃষি অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কর আদায় পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। পীড়ন ও শোষণমূলক বা জবরদস্তি কর আরোপ ও আদায়ের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। তাঁর মতে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কেউ যাকাত পরিশোধ না করে মারা গেলে তার সম্পদ হতে রাষ্ট্রকে যাকাত আদায় করতে হবে বলেও তিনি মত দিয়েছেন।

১.৩.৮. আল-গায্যালী

আবূ হামিদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ আল-তুসী আশ-শাফিঈ আল-গায্যালী (১০৫৫-১১১১ খ্রি.) এ উপমহাদেশে মূলত একজন ইসলামী দার্শনিক হিসেবে পরিচিত। *'ইহ্ইয়্যা উলুমিদ্দীন'* তাঁর অবিস্মরণীয় ও কালজয়ী গ্রন্থ। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাও অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি বলেন, একজন ব্যবসায়ী এমনভাবে তার দায়িত্ব পালন করবেন যাতে তার সামাজিক বাধ্যতামূলক কর্তব্য বা 'ফরয-ই-কিফায়া' পালিত হয়।

গায্যালী বলেন, শরীয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের সংরক্ষণ করা। তাঁর মতে, যা কিছু এই পাঁচটি বিষয়ের সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করে তা-ই জনস্বার্থ বলে গণ্য এবং সেটাই কাম্য।

তাঁর মতে, সাধারণভাবে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য যতটুকু আয় করা দরকার, তারচে' বেশি বা কম আয় করার চেষ্টা করা উচিত নয়। ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে থাকবে আসবাবপত্র, বিয়ে ও সন্তান পালন আর কিছু সম্পত্তি।

www.pathagar.com

রাসূল (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনধারাই ছিলো গায্যালীর কাছে আদর্শ। তাঁর মতে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন করে তা মজুদ রাখা, গরীব ভাইদের সহায়তা না করা যুলুমের নামান্তর।

ইমাম গায্যালী নাগরিকদের সাহায্য করা, তাদের প্রয়োজনের দিকে নযর দেওয়া, দুর্নীতি বন্ধ করা এবং শরীয়াহ্‌বিরোধী কর আরোপ না করার জন্য শাসকদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন। জনগণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হলে খাদ্য-বস্ত্র ছাড়াও সরকারী কোষাগার হতে আর্থিক সাহায্য দেয়ার জন্যও তিনি সরকারকে তাকীদ দেন।

শ্রম বিভাগ ও মুদ্রার ক্রমবিকাশে গায্যালীর অবদান মূল্যবান। 'রিবা আল-ফদল' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি মুদ্রার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তিনি যুক্তি দেখান যে, মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করার জন্য। মুদ্রা গচ্ছিত রাখার ফলে সেই প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

১.৩.৯. নাসিরউদ্দীন তূসী

নাসিরউদ্দীন তূসী (১২০১-১২৭৪ খ্রি.) তাঁর *'রিসালা-ই-মালিয়াত'* গ্রন্থে করের বোঝা কমানোর পরামর্শ দিয়েছেন। শরীয়ার অনুমোদন নেই এমনসব করের তিনি বিরোধিতা করেন। পেশা হিসেবে কৃষি তাঁর বিবেচনায় সবচে' বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসা ও অন্যান্য পেশার অবদান সে তুলনায় কম।

তাঁর মতে, উন্নয়নের জন্য সঞ্চয়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি স্বর্ণালঙ্কার ও আবাদযোগ্য জমি কেনার বিরোধিতা করেছেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় আড়ম্বরপূর্ণ ভোগব্যয় তথা বস্তুবাদী ও ভোগবাদী জীবনধারার কঠোর সমালোচনা করেছেন। সঠিক অর্থনৈতিক ভিত্তি অর্জন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করার মধ্যেই জনগণের সমৃদ্ধি এবং শাসকদের সাফল্য নিহিত বলে তিনি মনে করেন।

১.৩.১০. ইবনে তাইমিয়া

তাকীউদ্দীন আবূ আব্বাস আহমদ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী আল-হাম্বলী (১২৬২-১৩২৮ খ্রি.) ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত মুজাদ্দিদ বা যুগস্রষ্টা সংস্কারক। ইবনে তাইমিয়ার চিন্তা ও কাজের প্রভাব তেরো ও চৌদ্দ শতকের তাঁর সময়কে অতিক্রম করে দুনিয়ার জ্ঞানের পরিসরকে আজো আলোকিত করে চলেছে। বর্তমান বিশ্ব যে অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য অ্যাডাম স্মীথের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। অনেকের মতে অ্যাডাম স্মীথের পাঁচশ' বছর পূর্বেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া সে সম্পর্কে ধারণা পেশ করেছেন।

www.pathagar.com

ইবনে তাইমিয়ার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সমাজ। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই *'আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম'*। এ গ্রন্থে তিনি চুক্তি ও তার বাস্তবায়ন, দাম ও ন্যায্য দাম, বাজার তদারকী, সরকারী অর্থব্যবস্থা, জনগণের প্রয়োজন পূরণে সরকারের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন।

তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার এবং জবাবদিহির অনুভূতিহীন জাগতিক কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের নিন্দা করেছেন। সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করার উপায় হিসেবে তিনি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সীমানা চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, একটি সমাজ নিয়মের মধ্যে চললে সেখানে অনৈতিক কাজ বন্ধ হবে।

ইবনে তাইমিয়া অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্ণ স্বাধীনতার সুরক্ষা এবং ব্যক্তিগত সম্পদ নৈতিকভাবে ব্যবহারের তাকীদ দিয়েছেন। তিনি লেনদেনের সকল চুক্তি ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে সম্পাদনের পরামর্শ দেন। চুক্তিবদ্ধ অংশীদারগণ স্বেচ্ছায় সব শর্ত মেনে চলবেন। এ ক্ষেত্রে কোন রকম জোর-যুলুম বা জবরদস্তি থাকবে না। এরূপ নীতি মেনে চললেই বাজারদর ন্যায্য হবে এবং বাজারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। ন্যায্য বাজার-দামের ওপর ইবনে তাইমিয়াই প্রথম বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের অংশীদারিত্ব সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটি বিষয় ঃ

১. নাগরিকদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। বায়তুল মাল হতেই এই উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ ছাড়া বেকারত্ব দূর হবে না। এজন্য সরকারকে কর্মসূচী নিতে হবে।

২. রাষ্ট্র যাকাত আদায় করবে। আদায়কৃত যাকাত এবং কর ও শুল্ক থেকে জনগণের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ না হলে সরকার ধনীদের ওপর আরো কর আরোপ করবে। তাতেও ব্যয় সংকুলান না হলে তাদের কাছ থেকে ঋণ নেবে। তারপরও ঘাটতি থেকে গেলে ধনীদের উদ্বৃত্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করবে। সূরা আল-জারিয়াহ্‌র ১৯তম আয়াতে আল্লাহ তাআলা সরকারকে এই অধিকার দিয়েছেন।

৩. রাষ্ট্র তার নাগরিকদের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করতে পারবে কি-না, কোন্ অবস্থায় কতটুকু হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, তার সীমা সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন।

৪. বাজার তদারকি তথা ভোক্তার জন্য মূল্যনিয়ন্ত্রণ এবং সেইসাথে ব্যবসায়ীর ন্যায্য মুনাফা নিশ্চিত করা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বাজারে ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতা বজায় রাখার দায়িত্বও সরকারের। জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে মূল্যনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মুনাফাখোরী বন্ধ করতে হবে। সেইসাথে ব্যবসায়ীদের ন্যায্য মুনাফার দিকেও নযর রাখতে হবে।

www.pathagar.com

৫. বিশেষ অবস্থায় সরকার জনস্বার্থে ব্যক্তির কোন কোন অধিকার খর্ব বা বাতিল করারও এখতিয়ার রাখে।

৬. প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'আল-হিসবাহ'র ধারণা অর্থনীতির ইতিহাসে ইবনে তাইমিয়ার মৌলিক চিন্তার ফসল। একচেটিয়া কারবার, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, ফটকাবাজারী, ওজনে কারচুপি প্রভৃতি জনস্বার্থবিরোধী কাজ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে 'আল-হিসবাহ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 'আল-হিসবাহ' প্রতিষ্ঠান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রীর যোগান নিশ্চিত করবে, শিল্প, ব্যবসা ও অন্যান্য সেবা তদারকি করবে, দ্রব্যের মান ও পরিমাপ যাচাই করবে এবং মজুদদারী, মুনাফাখোরী, জুয়া ও সুদের কারবারসহ অর্থনৈতিক অপরাধসমূহ দমন করবে।

৭. ইবনে তাইমিয়া সম্পদের মালিকানার ধারণা সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১.৩.১১. ইবনুল কাইয়্যিম

শামসউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর ইবনুল কাইয়্যিম (১২৯২-১৩৫০ খ্রি.)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *'আল-তুরুক্ব আল-হুকমিয়্যাহ'*। তিনি ন্যায়সঙ্গত মূল্য, যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ, উপযুক্ত মজুরি এবং সঙ্গত মুনাফার প্রবক্তা ছিলেন। একচেটিয়া কারবার অথবা দুর্বল বাজার-ব্যবস্থাপনা মুকাবিলা করার উপায় নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। বাজারদর নিয়ন্ত্রণের একটি নীতিমালাও তিনি পেশ করেন। ইবনে তাইমিয়ার মতো তিনিও প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'হিসবাহ' সংস্থার সমর্থক ছিলেন।

তাঁর মতে, শরীয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জ্ঞানগত উৎকর্ষ সাধন এবং তার ইহজাগতিক ও পরকালীন কল্যাণ-সাধন। সার্বিক ন্যায়বিচার, দয়া, সমৃদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে এই কল্যাণ নিহিত। কোন সমাজে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে যুলুম, দয়ার পরিবর্তে কঠোরতা, কল্যাণের পরিবর্তে কার্পণ্য আর জ্ঞানের বদলে মূর্খতা প্রবল হলে সেখানে শরীয়ার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

তাঁর অর্থনীতি-চিন্তার প্রধান লক্ষ্য ছিলো ঃ

১. সুবিচার (আদল) প্রতিষ্ঠা করা
২. জনস্বার্থ (আল-মাসলাহা আল-আম্মাহ) সংরক্ষণ করা
৩. জনস্বার্থ ও সুবিচারবিরোধী কাজ (সাদ আল-যারি'আহ) প্রতিহত করা

তাঁর মতে, ব্যক্তি তার সম্পদ বৃহত্তর সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে রাষ্ট্র অবশ্যই তাতে হস্তক্ষেপ করবে।

www.pathagar.com

১.৩.১২. আল-শাতিবী

আবূ ইসহাক আল-শাতিবীর (মৃত্যু ১৩৮৮ খ্রি.) সর্বাধিক আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *'আল-মুওয়াফাক্বাত ফি উসুল আল-শারী'আহ'*। শরীয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য (মাক্বাসিদ আল-শরীয়াহ) কিভাবে হাসিল হবে, তার পদ্ধতি ও কর্ম-কৌশল সম্পর্কে তিনি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। শরীয়ার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের দৃষ্টিতেই তিনি রাষ্ট্রের ভূমিকা নিরূপণ করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের জন্য সবচে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারমূলক চারটি কাজ হলো ঃ

১. যাকাত প্রতিষ্ঠা করা
২. জীবনের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণ করা
৩. সম্পত্তি সংরক্ষণ, সম্পদের অপচয় রোধ ও অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করা থেকে বিরত রাখা
৪. নেশা জাতীয় যাবতীয় উপকরণ এবং বিচারবোধ বিনষ্টকারী সব দ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন ও ভোগ নিষিদ্ধ করা।

ইমাম শাতিবী মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন ঃ

১. অপরিহার্য (যরূরিয়াত)
২. প্রয়োজনীয় (হাজিয়াত)
৩. উৎকর্ষমূলক (তাহসিনিয়াত)

ইমাম শাতিবীর মতে, সকল নাগরিকের জরুরি বা অত্যাবশ্যকীয় পাঁচটি চাহিদা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সবচে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক দায়িত্ব। মানুষের এই পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজন নিশ্চিত ও হিফাযত করার মধ্যেই পার্থিব জীবনের শান্তি ও সফলতা এবং আখিরাতের মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত। এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা ও অধিকার হলো ঃ

১. বিশ্বাস (আল-দ্বীন)-এর সংরক্ষণ
২. জীবন (আল-নফস)-এর সংরক্ষণ
৩. বংশধর (আল-নসল)-এর সংরক্ষণ
৪. সম্পত্তি (আল-মাল)-এর সংরক্ষণ
৫. বুদ্ধিমত্তা (আল-আক্বল)-এর সংরক্ষণ।

www.pathagar.com

১.৩.১৩. ইবনে খালদুন

ওয়ালীউদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রী.) মূলত একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে বিশ্বখ্যাত। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর অবদান নিয়ে গবেষণাও বর্তমান যুগের একটি আকর্ষণীয় বিষয়। দীর্ঘকাল পর এখন তাঁকে অনেকেই অর্থনৈতিক চিন্তার অন্যতম আদি পিতা হিসেবে স্বীকার করছেন।

ইবনে খালদুনের সবচে বিখ্যাত গ্রন্থ *'আল মুকাদ্দিমা'*। এই বইতে তিনি ১. শ্রম বিভাজন, ২. মূল্য পদ্ধতি, ৩. উৎপাদন ও বণ্টন, ৪. মূলধন সংগঠন, ৫. চাহিদা ও যোগান, ৬. মুদ্রা, ৭. জনসংখ্যা, ৮. বাণিজ্যচক্র, ৯. সরকারী অর্থব্যবস্থা, ১০. উন্নয়নের স্তর এবং এমনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন।

শ্রমবিভাজন ও এর ইতিবাচক ফল সম্বন্ধে ইবনে খালদুনের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেখিয়েছেন, একজন গম উৎপাদনকারীকে তার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ছয় থেকে দশ ধরনের সেবা নিতে হয়। এভাবে অন্যের সেবা নিয়ে নিজ প্রয়োজনের চেয়ে তিনি বেশি উৎপাদন করেন। উদ্বৃত্ত ফসলের বিনিময়ে তিনি অন্য দ্রব্য সংগ্রহ করেন। এভাবেই পরস্পর নির্ভরতার মধ্য দিয়ে প্রাচুর্য আসে। এই দিক দিয়ে ডেভিড রিকার্ডোর Comparative Advantage Theory-কে তার সমর্থক মনে হয়।

ইবনে খালদুন বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে এবং এসব পেশার সামাজিক উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনে মানবীয় শ্রমের গুরুত্ব তিনি তুলে ধরেছেন। মানবীয় শ্রমব্যবস্থা বর্তমানে একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

দারিদ্র্যের ভিত্তি ও তার কারণ নিয়েও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এসব কারণে কোন কোন চিন্তাবিদ তাঁকে প্রুঁধো, মার্কস, এঙ্গেল্‌স প্রমুখের অগ্রবর্তী ও পূর্বসুরী মনে করেন।

ইবনে খালদুনের মতে, জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জনসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনসংখ্যা বেশি হলে শ্রমবিভাজন ও বিশেষীকরণ সহজ হয়। এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। ফলে বিলাসদ্রব্যের চাহিদা বাড়ে ও শিল্পে বৈচিত্র্য আসে। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ মডেলটি পরবর্তীতে অনেকে গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

ইবনে খালদুন মনে করেন, প্রাকৃতিক সম্পদ নয়; বরং বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকদের দক্ষতার ওপর ভিত্তি করেই শ্রমের আন্তর্জাতিক বিভাজন ঘটে। বোলাকিয়ার মতো আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণ ইবনে খালদুনের এই ধারণার প্রশংসা করেছেন।

ইবনে খালদুনের *'কিতাব আল-ইবার'* বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে বিখ্যাত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি রাজবংশের উত্থান-পতনের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করেছেন। দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যের ধরন সম্পর্কেও তিনি অন্তর্ভেদী আলোকপাত করেছেন। তিনি রাষ্ট্রসমূহের ধনী কিংবা দরিদ্র হওয়ার কারণ চিহ্নিত করারও চেষ্টা করেছেন।

ইবনে খালদুন ধনী ও গরীব দেশগুলোর মধ্যে বিনিময়ের হার, আমদানি ও রফতানির প্রবণতা, উন্নয়নের ওপর অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রভাব প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে বহু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তাঁর এসকল তত্ত্বকে কেউ কেউ আধুনিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্বের আদিসূত্র মনে করেন।

ইবনে খালদুন সোনা ও রূপাকে যে অর্থে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন এবং তা ব্যবহারের কথা বলেছেন, তার সাথে পরবর্তী যুগের বাণিজ্যবাদীদের চিন্তার মিল দেখা যায়। এ কারণে তাঁকে বাণিজ্যবাদীদের পূর্বসূরী হিসেবেও গণ্য করা হয়।

শ্রমের মূল্যতত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। কারো কারো মতে ইবনে খালদুনের শ্রমের মূল্যতত্ত্বে শ্রমিকের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। কার্ল মার্কস্ অনেক পরে এসে এ বিষয়ে কথা বলেছেন। এ দিক থেকে তাঁকে মার্কসের পূর্বসূরী বিবেচনা করা যায়। সভেৎলানা মনে করেন, অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ইবনে খালদুনই প্রথম মূল্যের রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হন।

ইবনে খালদুনের মতে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল। ইতিহাস ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের ওপর তিনিই প্রথম গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রপথিক।

ইবনে খালদুনের 'সভ্যতার চক্রতত্ত্ব'-কে স্পেঙ্গলার তুলনা করেছেন জে আর হিক্সের বাণিজ্য চক্রতত্ত্বের সাথে। কোন কোন আধুনিক অর্থনীতিবিদ ইবনে খালদুনকে কীনসের পূর্বসূরী মনে করেন। কীনসের বহু শতাব্দী আগে ইবনে খালদুন অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে ও ব্যবসায়ের মন্দা কাটিয়ে উঠতে সরকারী ব্যয়ের প্রয়োজন অনুভব করেন।

কর ও সরকারী ব্যয় সম্পর্কে ইবনে খালদুনের মত হলো, করের পরিমাণ কম হলে জনগণ সভ্যতার সুবিধাদি ভোগ করার সুযোগ পায়। ফলে তারা উৎসাহিত

www.pathagar.com

বোধ করে। এভাবে কম হারের কর সভ্যতার বিকাশে অবদান রাখে। কম হারের কর অর্থনৈতিক প্রাচুর্য আনতে ও করের ভিত্তি প্রসারে সহায়তা করে। ফলে সরকারের আয় বাড়ে। এর বিপরীতে করের উঁচু হার সরকারের আয় কমিয়ে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য গতিশীল রাখতে তাই সরকারী ব্যয় বাড়ানো এবং করের হার কমিয়ে রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত Progressive Taxation ধারণায় ইবনে খালদুনের করতত্ত্বের স্পষ্ট প্রভাব প্রতীয়মান হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইবনে খালদুনের মৌলিক অবদানের প্রতি আধুনিক অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন শ্যুমপীটার। সাম্প্রতিককালে ব্যারি গর্ডন তাঁর *'ইকনোমিক অ্যানালিসিস বিফোর অ্যাডাম স্মীথ'* নামক গ্রন্থে ইবনে খালদুনের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণী ক্ষমতার কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। জে স্পেঙ্গলার, ফ্রাঞ্জ রোজেনথাল, টি বি আরভিং ও বোলাকিয়াসহ বহু ইউরোপীয় গবেষক ইবনে খালদুনের অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার জন্য তাঁকে আধুনিক অর্থনীতির অন্যতম পুরোধা হিসেবে বিবেচনা করেন।

ইবনে খালদুনকে অর্থবিজ্ঞানের অন্যতম পিতা হিসেবে অভিহিত করে বোলাকিয়া লিখেছেন ঃ

> Ibn Khaldun discovered a great number of fundamental economic notions a few centuries before their official birth. He discovered the virtue and necessity of a division of labour before (Adam) Smith and the principle of labour value before (David) Ricardo. He elaborated a theory of population before Malthus and insisted on the role of the state in the economy before Keynes. But much more than that, Ibn Khaldun used these concepts to build a coherent dynamic system in which the economic mechanism inexorably led economic activity to long-term fluctuations.... His name should figure among the fathers of economic science. [১১]

অর্থাৎ "অর্থবিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বের প্রথাসিদ্ধ জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে ইবনে খালদুন সেগুলো আবিষ্কার করেন। শ্রমবিভাজনের নীতিগত মান ও এর বাস্তব প্রয়োজন সম্পর্কিত ধারণা তিনি উপস্থাপন করেন (অ্যাডাম) স্মীথেরও আগে। (ডেভিড) রিকার্ডোর আগেই তিনি শ্রমের মূল্যতত্ত্ব আবিষ্কার করেন। জনসংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত তত্ত্বগত ধারণা উপস্থাপনে তিনি ম্যালথাসের

www.pathagar.com

চাইতে অগ্রণী। কীনসের আগেই তিনি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছেন। তারচে বড় কথা, ইবনে খালদুন তাঁর এসব তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গতিশীল ব্যবস্থার কাঠামো দাঁড় করান, যে ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কর্মকৌশল তার অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে দীর্ঘমেয়াদী নমনীয়তার মধ্য দিয়ে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নেয়। ... ইবনে খালদুনের নাম অর্থবিজ্ঞানের জনকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

১.৩.১৪. শাহ ওয়ালীউল্লাহ

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬৩ খ্রি.) তাঁর *'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ব্যক্তিগত আচরণ ও সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি সম্পর্কে শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

তাঁর মতে, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সার্বিক কল্যাণ তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে নিহিত। বিনিময়, চুক্তি, মুনাফা, ভাগ, ভাগচাষ ইত্যাদির মাধ্যমে এই সহযোগিতা বিকশিত হয়।

সুদ ও জুয়ার মতো বিষয়গুলো সমাজে সহযোগিতার পরিবেশ নষ্ট করে। তাই এগুলো শরীয়াহ্‌বিরোধী। জনগণের অজ্ঞতা, লোভ ও আশাকে কাজে লাগিয়ে জুয়া থেকে অর্থ আয় করা হয়। এর সাথে মানবিক সহযোগিতা বা সভ্যতার সম্পর্ক নেই। সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেও তিনি একই রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তাঁর মতে, সভ্যতার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য মানবিক সহযোগিতার কাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজন। এই সহযোগিতার ক্ষেত্র রচনার জন্য সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে আবাদী জমি ভাগ করা উচিত। মসজিদের মতোই সমস্ত জমি ভ্রমণকারীদের আশ্রয়স্থল। 'আগে আসলে আগে পাবে' নীতির ভিত্তিতে সবাইকে এসব সম্পদে অংশ দিতে হবে। মালিকানার অর্থ হলো সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার।

সরকারী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর মত হলো, প্রতিটি সভ্য সমাজের জন্য একটি সরকার থাকবে। সরকার দেশরক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার কায়েম ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে। জনগণের স্বার্থে ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট ও পুল-ব্রিজ নির্মাণ করবে। এ ধরনের কাজ করার জন্য সরকারকে অবশ্যই সামর্থ্যবানদের ওপর কর আরোপ করতে হবে।

তিনি মনে করেন, বিলাসী জীবন সমাজে ধ্বংস ডেকে আনে। ইমাম শাতিবীর মতো তিনিও মানুষের চাহিদাকে প্রয়োজনীয়, আরামদায়ক ও বিলাসমূলক এই তিনটি ক্রমঅগ্রাধিকারে ভাগ করেন। তিনি বলেন, একশ্রেণীর লোকের বিলাস

www.pathagar.com

ও ভোগের চাহিদা মিটাতে পৃথিবীর সম্পদ বিলাসদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করার ফলে সাধারণ মানুষের চাহিদা উপেক্ষিত হয়।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ ভারতবর্ষে দশ জন মুঘল শাসকের শাসনকাল প্রত্যক্ষ করেন। মুঘল শাসনের পতনের জন্য তিনি প্রধান দু'টি বিষয়কে দায়ী করেন। প্রথমত অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয় এবং দ্বিতীয়ত চাষী, ব্যবসায়ী ও কারিগরদের ওপর উঁচুহারে কর আরোপ।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন সমকালীনতার প্রভাবমুক্ত একজন যুগোত্তীর্ণ চিন্তানায়ক। এই মনীষী সমসাময়িক মতবাদসমূহের বিভ্রান্তির ঊর্ধে থেকে নিজের মুক্ত চিন্তা ও বিচার-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে উম্মার প্রধান প্রধান দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ সমালোচনার মাধ্যমে উম্মার মৌলিক গলদগুলোকে স্পষ্ট করে তোলেন এবং জাতির চিন্তার পুনর্গঠনে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন।

তিনি উপলব্ধি করেন যে, ইসলামের মূল সত্য থেকে বিচ্যুতিই মুসলমানদের পতনের কারণ। তিনি ইসলামী আদর্শ, ভাবধারা ও জীবনবিধানের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করেন। মুসলিম শাসক, আমীর-ওমরাহ, সৈনিক, আলিম, সূফী, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী তথা সকল স্তর ও পেশার মানুষকে তিনি ইসলামের মূল সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ উপলব্ধি করেন যে, তাঁর সময়েই যুগের একটি স্পষ্ট বিভাজন ঘটছে। তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন যে, মধ্যযুগের অবসান হয়েছে এবং আধুনিক যুগের শুরু হতে যাচ্ছে। এ যুগে শুধু তলোয়ারের মাধ্যমে নয়, কলমের সাহায্যে মুকাবিলার কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। তাঁর এ দূরদৃষ্টিই তাঁকে আধুনিক যুগের প্রবক্তা ও একজন সাচ্চা কলম সৈনিক হিসেবে গড়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

তিনি ইসলামী জ্ঞান ও চিন্তার পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন। ইজতিহাদকে তিনি সকল যুগের জন্য 'ফরযে কিফায়া' বলে উল্লেখ করেন। ইজতিহাদের নিয়ম-বিধান ও শর্তাবলী রচনা করে এ ক্ষেত্রে তিনি একটি শৃঙ্খলার পথ-নির্দেশ করেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের জীবনব্যবস্থা ও ইসলামী জীবনদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইসলামের নৈতিক, তামুদ্দুনিক ও আইনগত ব্যবস্থাকে তিনি লিখিত আকারে পেশ করার উদ্যোগ নেন।

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা', *'ইযালাতুল খিফা'* প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ছাড়াও কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের সাথে জনগণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে তুলতে তিনি তখনকার সামাজিক ভাষা ফার্সীতে আল-কুরআন তরজমা করেন। পবিত্র কুরআন মজীদের এ তরজমা ছিল সে সময়ের জন্য একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

www.pathagar.com

তিনি হাদীসের প্রথম সংকলিত গ্রন্থ *'মুয়াত্তা ইমাম মালিক'*-এর তরজমা করেন এবং তাতে টীকা সংযোজন করেন। এভাবে কুরআন-হাদীসের শিক্ষাপদ্ধতিতে তিনি ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও তাঁর সুযোগ্য পুত্রগণের চেষ্টায় ভারতবর্ষে কুরআন ও হাদীসচর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ পারিবারিক জীবন সংগঠন, সামাজিক রীতি-নীতি, রাজনীতি, বিচার-ব্যবস্থা, কর-ব্যবস্থা, দেশ-শাসন, সামরিক সংগঠন প্রভৃতি দিক নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। সমাজ-সভ্যতার বিপর্যয় ও বিকৃতির কারণসমূহের ওপর তিনি গভীরভাবে আলোকপাত করেন। তিনি ইসলাম ও জাহিলিয়াতের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের একটা ধারণাও পেশ করেন এবং খিলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। জাহিলী রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের পার্থক্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত কোন ঈমানদারের পক্ষেই নিশ্চেষ্ট বসে থাকা সম্ভব নয়।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইসলামকে মূল-ভিত্তিক বিপ্লবী আদর্শরূপেই পেশ করেন। তাঁর মতে, একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ আদর্শ সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হওয়া উচিত। এভাবেই তিনি প্যান-ইসলামিক ধারণার বীজও বপন করেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ সমাজ-সভ্যতার বিপর্যয়ের কারণগুলো চিহ্নিত করে *'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'*য় লিখেছেন ঃ

> *'কোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সভ্যতার বিকাশধারা অব্যাহত থাকলে তাদের শিল্পকলা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। তারপর শাসকগোষ্ঠী ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ও ঐশ্বর্যের মোহে আচ্ছন্ন জীবনকে বেছে নিলে সেই আয়েশী জীবনের বোঝা তারা শ্রমিকশ্রেণীর ওপর চাপায়। ফলে সমাজের অধিকাংশ লোক মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হয়। জনগণকে অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে জীবন-যাপনে বাধ্য করলে সমাজ-জীবনের নৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়। মানুষ তখন রুজি-রুটির জন্য পশুর মতো কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। এ চরম নির্যাতন ও অর্থনৈতিক দুর্ভোগ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে আল্লাহর পক্ষ থেকে পথের নির্দেশ আসে। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা নিজেই বিপ্লবের আয়োজন করেন। জনগণের বুকের ওপর থেকে অবৈধ শাসক-চক্রের বোঝা সরানোর ব্যবস্থাও তিনি করেন। রোম ও পারস্যের শাসকরা সে যুলুমবাজির পথেই এগিয়েছিলো। তাদের ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার যোগান দিতে গিয়ে জনসাধারণকে পশুর স্তরে নেমে আসতে হয়েছিলো। এ যুলুমশাহীর প্রতিকারের জন্যই*

www.pathagar.com

আরবের জনগণের মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিলো। মিসরে ফিরাউন বা ফারাওদের ধ্বংস এবং রোম ও পারস্য সম্রাটের পতন এ নীতি অনুসারে নবুয়াতের আনুষঙ্গিক কর্তব্যরূপে তামিল হয়েছে।'

শাহ ওয়ালীউল্লাহ উপলব্ধি করেন যে, দিল্লীর সম্রাট ও আমীর-ওমরাহ এবং হিন্দুস্তানের অন্যান্য শাসকের নৈতিক দেউলিয়াত্ব পারস্য ও রোমসম্রাটদের কাছাকাছি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিলো।

শাহ ওয়ালীউল্লাহর বহুমুখী অবদানের কয়েকটি দিক ঃ

১. শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমানদের ইতিহাসের সূক্ষ্ম প্রভেদরেখাটি উম্মার সামনে স্পষ্ট করে তোলেন। তিনিই প্রথম এটা দেখান যে, মুসলিম ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস মূলত এক নয়।

২. খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার নীতিগত ও পারিভাষিক পার্থক্যকে তিনি হাদীসের আলোকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। সমকালীন রাজতান্ত্রিক সরকারকে তিনি অগ্নিউপাসক সরকারের সাথে তুলনা করে বলেন, এই দুই সরকারের মধ্যে পার্থক্য হলো মুসলিম রাজতন্ত্রী সরকারের লোকেরা নামায পড়ে, মুখে কালেমা উচ্চারণ করে।

৩. তিনি জাহিলী রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যকার পার্থক্যও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। জাহিলী রাষ্ট্র খতম করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য দায়িত্ব সম্পর্কেও তিনি উম্মাকে সতর্ক ও সচেতন করার চেষ্টা করেন।

৪. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মাযহাবী অনৈক্যকে সমকালীন মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম মৌলিক ত্রুটি ও দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, সিরীয় (উমাইয়া) শাসকদের পতনকাল পর্যন্ত কেউ নিজেকে হানাফী বা শাফিয়ী বলে দাবি করতেন না। তারা সকলেই নিজ নিজ ইমাম ও শিক্ষকদের দেখানো পদ্ধতিতে শরীয়তের প্রমাণ গ্রহণ করতেন। কিন্তু ইরাকী (আব্বাসীয়) শাসকদের সময় থেকে প্রত্যেকেই নিজের জন্য একটি মাযহাবী পরিচয় নির্দিষ্ট করে নেয়। তারা নিজ মাযহাবের বড় বড় নেতাদের অনুমোদন ছাড়া কুরআন ও সুন্নাহর দলিলের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত নিতেও রাজি হতো না। তুর্কী (ওসমানীয়) শাসনামলে লোকেরা বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা নিজ নিজ ফিক্‌হভিত্তিক মাযহাব থেকে যা কিছু স্মরণ করতে পারে, সেটাকেই দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে। আগে যেসব বিষয় কুরআন ও হাদীসের উৎস থেকে উদ্ভূত মাযহাব ছিল, এখন তা-ই স্থায়ী সুন্নতে পরিণত হয়।

৫. শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইজতিহাদকে সকল যুগের জন্য 'ফরযে কিফায়া' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি ইজতিহাদের নিয়ম-নীতি, সংবিধান ও

www.pathagar.com

শর্তাবলি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। ইজতিহাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের যমানার নির্বোধ ব্যক্তিরা ইজতিহাদের নামে ক্ষেপে ওঠেন। এদের নাকে উটের মতো দড়ি বাঁধা আছে। এরা জানেন না যে তারা কোন দিকে যাচ্ছেন।

৬. শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইসলামের সমগ্র চিন্তা, নৈতিক ব্যবস্থা, তামুদ্দুনিক ব্যবস্থা ও শরীয়ত লিপিবদ্ধ আকারে পেশ করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে ইসলামী দর্শন লিপিবদ্ধ করার ভিত্তি স্থাপন করেন। নৈতিক দর্শনের ওপর তিনি একটি সমাজ দর্শনের ইমারত নির্মাণ করেন।

৭. ভারতের তদানীন্তন সরকারের পরিবর্তে একটি স্বাধীন ইসলামী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় দীর্ঘ-মেয়াদী গণ-বিপ্লবের কর্মসূচী পেশ করেন। আল-কুরআনের ফার্সী তরজমা 'ফতহুর রহমান'-এর টীকাতে তাঁর এই কর্মসূচী অধিকতর স্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কে দু'শ বছর পর সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খ্রি.) লিখেছেন ঃ

> *'একদিকে তাঁর যমানা ও পরিবেশ এবং অন্যদিকে তাঁর অবদান সামনে রাখলে হতবাক হতে হয় যে, সে যুগে এমন গভীর দৃষ্টি, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের জন্ম কিভাবে সম্ভব হলো! ...সে অন্ধকার যুগে শিক্ষা লাভ করে এমন একজন মুক্ত বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তানায়ক ও ভাষ্যকার জনসমক্ষে আবির্ভূত হলেন, যিনি যমানা ও পরিবেশের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তা করেন। আচ্ছন্ন ও স্থবির জ্ঞান এবং শতাব্দীর জমাটবাধা বিদ্বেষের বন্ধন ছিন্ন করে প্রতিটি জীবন-সমস্যার ওপর গভীর অনুসন্ধানী ও মুজতাহিদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তিনি এমন সাহিত্য সৃষ্টি করে যান, যার ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি, চিন্তা, আদর্শ, গবেষণালব্ধ বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহের ওপর সমকালীন পরিবেশের কোন ছাপ পড়েনি। এমনকি তাঁর রচনা পাঠ করার সময় মনে এতটুকু সন্দেহেরও উদয় হয় না যে, এগুলো এমন একস্থানে বসে লেখা হয়েছে যার চারদিকে বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পূজা, হত্যা, লুটতরাজ, জুলুম, নির্যাতন, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার অবাধ রাজত্ব চলছিলো।'* [১২]

মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের ক্রান্তিকালে শাহ ওয়ালীউল্লাহর উচ্চারণ তাঁর শতবর্ষ পরের চিন্তানায়ক কার্ল মার্কসের চাইতেও অধিক বিপ্লবী মনে হয়। কিন্তু জার্মানির ইহুদি পরিবারের সন্তান কার্ল মার্কস কাজ করেছেন তাঁর সময়ের

www.pathagar.com

সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র লন্ডনে। তাঁর চিন্তাকে তিনি সে যুগের সবচে আধুনিক গণমাধ্যমের সাহায্যে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। ফলে দেশে দেশে বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে শাহ ওয়ালীউল্লাহ কাজ করেছেন একটি পতনমুখী সভ্যতার রাজধানী দিল্লীতে বসে। কোন গণমাধ্যম দূরে থাক, তাঁর আশপাশে তাঁর ধারণাকে হজম করার মতো লোকেরও যথেষ্ট অভাব ছিল। এমনকি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর প্রায় দেড়শ' বছর পর।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ আঠারো শতকে ইসলামী চিন্তা-চেতনার বিকাশে যে ভূমিকা পালন করেন, অনেক পরে হলেও তা উপমহাদেশের ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। উপমহাদেশে উনিশ শতকের জিহাদ আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, সিপাহী বিপ্লব, মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ইসলামী জাগরণকে তার চিন্তা পথ দেখিয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় কুড়ি শতকের মধ্যভাগ থেকে ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তা ও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বিকাশে উপমহাদেশের চিন্তাবিদগণ বিশিষ্ট ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আল্লামা হিফযুর রহমান, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ডক্টর ইউসুফ উদ্দীন, ডক্টর আনোয়ার ইকবাল কোরেশী, শেখ মাহমুদ আহমদ, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ডক্টর নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, ডক্টর উমর চাপরা, বিচারপতি তাক্বী উসমানীসহ উপমহাদেশীয় মনীষীগণ ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর দিগন্তকে আলোকিত করেছেন।

১.৪. মুসলিম সভ্যতার পতন ও সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার উত্থান

মধ্যযুগে পশ্চিমা দুনিয়া যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রাচ্য ছিল তখন ইসলামের আলোক-প্রভায় উদ্ভাসিত। সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে মাত্র একশ' বছরের মধ্যে ইসলাম অর্ধ পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বস্তুগত উৎকর্ষের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। চৌদ্দ ও ষোল শতকে ইউরোপে যে রেনেসাঁ সৃষ্টি হয়, তার পেছনে ছিল মুসলিম বিশ্বের স্বর্ণযুগের সাফল্যেরই প্রেরণা।

টমাস কার্লাইল, এইচ জি ওয়েলস, এইচ ল্যামেনস, ফন ক্রেমার, জর্জ বার্নাড শ', ফিলিপ কে হিট্টি, উইলিয়াম ড্রেপার, এডওয়ার্ড গিবন, এইচ আর গিব, আর্নল্ড টয়েনবিসহ বহুসংখ্যক পশ্চিমা পণ্ডিত এবং প্রাচ্যের এম এন রায়সহ বহু গবেষক বিশ্বসভ্যতায় ইসলামের এই অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের অনেকে উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার নেতৃত্ব গ্রহণে সমর্থ হয়।

www.pathagar.com

মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার ক্ষেত্রে মধ্যযুগে যে উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন, আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর আদর্শ ছিল তার ভিত্তি ও প্রেরণা। পরবর্তীতে ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবনধারার প্রধান উৎস তথা আল কুরআনের শিক্ষার সাথে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এর ফলে উদ্ভূত নানা অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে এবং বাহ্যিক আগ্রাসনের শিকার হয়ে মুসলমানগণ সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশে নেতৃত্বদানের যোগ্যতা হারান। আদর্শচ্যুত মুসলমানদের এমনি অসংহত, ক্ষয়িষ্ণু ও বিক্ষিপ্ত অবস্থার মধ্যেই তেরো শতকের মধ্যভাগে বাগদাদ ও মধ্য এশিয়া হালাকু খানের হাতে ধ্বংস হয়। বাগদাদের পর কর্ডোভা, দিল্লী, ইস্তাম্বুল ক্রমশ পতনের সম্মুখীন হয়। একের পর এক মুসলমানদের কেন্দ্রগুলির পতন ইসলামের পতন ছিল না। এ ছিল কুরআন-বিচ্যুত, সম্বিতহারা, দিকভ্রান্ত মুসলমানদের পতন।

চৌদ্দ ও ষোল শতকের ইউরোপীয় রেনেসাঁর পর পশ্চিমা নবোদ্ভূত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করে এবং কুরআনের প্রভাবমুক্ত বিকৃত আদর্শের প্রসার ঘটাতে সমর্থ হয়। মুসলমানগণ ইসলামের উদার বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা উম্মাহ্-চেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ হারিয়ে ফেলে।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ও সাবধানবাণী ঃ

> *"তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না... ।"* (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)

> *"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও পরস্পর কলহ-বিবাদ কোর না; করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে..."।* (সূরা আনফাল ঃ ৪৬)

> *"তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে।"* (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৫)

ঐক্য ও সংহতির নির্দেশ এবং বিচ্ছিন্নতা ও কলহ-বিবাদের পরিণাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের এসব সাবধানবাণীর পরও মুসলমানরা অনৈক্য ও আত্মবিধ্বংসী ঘরোয়া হানাহানির শিকার হন। ভৌগোলিক জাতীয়তার ধারণা ও ইসলামপরিপন্থী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করেন। ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম ও সাহসের ঐতিহ্য ভুলে তারা ভোগবাদী জীবনধারায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। সর্বোপরি দেশে দেশে মুসলিম শাসকগণ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুলে পরিণত হন।

www.pathagar.com

মুসলমানগণ ইসলামী আদর্শ অনুসরণের কারণেই একসময় সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু আদর্শিক বিচ্যুতি তাদের পতনের পথ প্রশস্ত করে। খিলাফতের আদর্শ ছেড়ে মুসলিম শাসকগণ রাজতন্ত্রের পথ ধরেন। এ পথে তাদের রাজনৈতিক পতন ত্বরান্বিত হয়। চিন্তার ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব নেমে আসে। ইসলামের নৈতিক প্রেরণা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে বস্তুগত উন্নতির সকল চাবিও তাদের হাতছাড়া হয়। মুসলমানদের এ পতনযুগে তাদের চারদিকে এক নতুন সভ্যতার উত্থান ঘটে। সে সভ্যতার লক্ষ্য, আদর্শ ও বাণী ছিল মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জীবনবোধ, জীবনধারা ও আদর্শিক কাঠামোর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

পশ্চিমা এ নতুন জড়বাদী ও ভোগবাদী সভ্যতার সবচে' শক্তিশালী হাতিয়ার ও শোষণযন্ত্ররূপে হাজির হলো সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা। ইহুদিরাই প্রথমে ব্যাংক ব্যবসায়ে সুদের প্রবর্তন করে। খ্রিস্টানরা গোড়াতে এর বিরোধিতা করে। কিন্তু পরে তারাও শোষণমূলক এই সুদী কারবারে জড়িয়ে পড়ে।

সুদের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের প্রবক্তা অ্যাডাম স্মীথ ও রিকার্ডো। তাদের মতে, সুদ হলো বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর নির্ধারিত হারে আয়। এই তত্ত্বে সুদের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো, জমির উপর খাজনা ধার্য করা গেলে মূলধনের উপরও সুদ থাকা উচিত।

তার বিপরীতে ইসলামী অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য হলো মূলধন বিনিয়োগ না করে শুধু টাকার উপর সুদ ধার্য করা ইনসাফের পরিপন্থী। তাদের মতে, অর্থ বিনিয়োগ না করা পর্যন্ত এর কোন ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকে না। অর্থ বিনিয়োগ করা হলেই এর সাথে অন্তর্নিহিত ঝুঁকির প্রশ্ন চলে আসে। তাই ঝুঁকিতে অংশগ্রহণ না করে শুধু অর্থের বাহ্যিক মূল্যের উপর অতিরিক্ত দাবি করা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না।

ক্ল্যাসিক্যাল থিওরিতে ধরেই নেওয়া হয় যে, ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকায় লাভবান হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এ ধারণা অবাস্তব হতে পারে। প্রত্যেক ঋণগ্রহীতাই ঋণের টাকায় মুনাফা লাভ করে না। মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে ঋণের মাধ্যমে লাভের দিকটি অবান্তর। ব্যবসায়েও সব সময় লাভ হয় না। লাভ হলেও সব সময় তার পরিমাণ সমান নয়। কিন্তু লাভ হোক বা না হোক, সুদের হার নির্দিষ্ট। লোকসান হোক কিংবা লাভ হোক, সব ক্ষেত্রে সুদ প্রায়শই অপরিবর্তিত থাকে। এজন্য এটি স্বভাব ও প্রকৃতির বিরোধী। সে কারণে তা বেইনসাফী ও যুলুমের নামান্তর।

www.pathagar.com

সুদের হার সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারক হওয়ার ধারণাটিও ভুল। কেননা, সুদের হার নয়, আয়ের পরিমাণের উপরই সঞ্চয় নির্ভরশীল। এ ছাড়া, সকল সঞ্চয় বিনিয়োগ না-ও হতে পারে। ক্লাসিক্যাল সুদতত্ত্বে মূলধনকে বাজারের অন্যান্য উপকরণের মতো বিবেচনা করা হয় এবং সরবরাহ ও চাহিদার ভিত্তিতে এর মূল্য নির্ধারণ করা হয়– যা সুদের হার বলে বিবেচনা করা হয়। এই মতবাদে সুদের হারই সঞ্চয়কে উৎসাহিত করে এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে। জন ম্যানার্ড কীন্‌স এই ধারণার বিরোধিতা করে বলেন, সুদের হার নয়, বরং আয়ের পরিমাণই সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে।

সুদের এবস্টিন্যান্স থিওরির প্রবক্তা উইলিয়াম সিনিয়র। তাঁর মতে, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে টাকা দিয়ে নিজে ভোগে বিরত থাকে বা ত্যাগ স্বীকার করে। এ কারণে ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতার সুদ দেয়া উচিত। মার্শাল বলেছেন, ঋণ দিয়ে অপেক্ষায় থাকার জন্য এ সুদ।

সুদের উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের (Productivity Theory) প্রবক্তা বহাম বেওয়ার্ক-এর মতে, মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতার জন্য সুদ দেয়া উচিত। বহাম বেওয়ার্ক-এর চিন্তাধারাপ্রসূত অস্ট্রিয়ান বা ওগিয় থিওরি অনুসারে সমকালীন উৎপাদন, যা পরবর্তী উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয় তা-ই মূলধন। সুদ হচ্ছে এই মূলধনের অন্তর্বর্তী সময়ক্ষেপণের মূল্য। ভবিষ্যতের চেয়ে বর্তমানই মানুষের অধিক পছন্দ ও ভাবনার বিষয় বলে তিনি সুদকে একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, বর্তমান পণ্য সব সময়ই ভবিষ্যত পণ্য থেকে অগ্রাধিকার প্রাপ্য। কাজেই ভবিষ্যত পণ্যকে বর্তমানে রূপান্তরের জন্য অবশ্যই একটি ধনাত্মক সুদের হার থাকা উচিত।

উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের বিপরীতে বলা হয়েছে, শ্রম ও ক্ষেত্র ছাড়া মূলধনের কোন একক উৎপাদন-ক্ষমতা নেই। সে কারণে মূলধনের জন্য নির্দিষ্ট হারে সুদ নির্ধরিণ অযৌক্তিক। সুদের প্রান্তিক তত্ত্বও সুদের হার নির্ধারণ করতে অসমর্থ। বরং মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা সুদের হার দ্বারাই নির্ণীত হয়।

এ থিওরিগুলোতে সুদের হার নির্ধারণের চাইতে সুদের কারণ সন্ধানে অধিক মনোযোগ দেয়া হয়েছে। তাই এগুলোকে অমুদ্রা তত্ত্ব (Non Monetary Theory) বলা হয়।

অন্যদিকে রয়েছে সুদের কয়েকটি মুদ্রা তত্ত্ব (Monetary Theory)। এসব তত্ত্বে সুদকে একটি প্রয়োজনীয় আর্থিক বিষয় মনে করা হয়। এগুলোর প্রতিপাদ্য সুদের অস্তিত্বের কারণ বা যৌক্তিকতা নির্ধারণ নয়; বরং সুদের হার নির্ধারণ।

www.pathagar.com

লর্ড কীন্‌সের চিন্তাধারাপুষ্ট ঋণযোগ্য তহবিল ও তারল্য অগ্রাধিকার তত্ত্ব এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কীন্‌স কখনও সুদকে ব্যবহারিক বিষয় বলেছেন। আবার কখনও মনস্তাত্ত্বিক বিষয় বলেছেন। এ দোলাচলের মধ্যে তিনি সুদের একান্ত অল্প হারের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি সুদহীন অর্থব্যবস্থার সম্ভাব্যতাও স্বীকার করেছেন। অর্থনীতিতে বিনিয়োগ সর্বাধিক করার উপায় হিসেবে তিনি সুদের শূন্য হারকে চিহ্নিত করেছেন।

ভিন্ন ভিন্ন আয়সম্পন্ন বিভিন্ন স্তরের মানুষের ভোগে বিরত থাকা, অপেক্ষা করা বা ত্যাগের পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব হয়নি বলে প্রাগ্রসর অর্থনীতিবিদদের নিকট এবস্টিন্যান্স থিওরি গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

অস্ট্রিয়ান বা ওগিয় থিওরির বিপরীতে প্রাগ্রসর অর্থনীতির প্রবক্তাদের মত হচ্ছে, অধিকাংশ লোকই শিক্ষা, বার্ধক্য বা বিয়ের জন্য ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সঞ্চয়ে উৎসাহী। সুতরাং এ মতও ভ্রান্তির ওপর ভিত্তিশীল। এ মতের প্রবক্তাগণ সুদের হার নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সুদকে ন্যায়সঙ্গত ও যৌক্তিক বলে প্রমাণ করতে পারেননি।

অমুদ্রা তত্ত্ববাদে মুদ্রাতত্ত্বে সুদকে প্রয়োজনীয় আর্থিক বিষয় মনে করা হলেও এটি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। কারণ সুদের যৌক্তিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারলে তার হার নির্ধারণের প্রশ্নও আসে না। কেননা, সুদের বিষয়টিই অর্থনীতিবিদদের কাছে মীমাংসিত নয়।

যাহোক, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চিন্তার উন্মেষযুগে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১১৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসে প্রথম আধুনিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৪০১ সালে বার্সেলোনায় দীর্ঘ প্রায় আড়াইশ' বছর পর প্রতিষ্ঠিত 'ব্যাংক অব ডিপোজিট' আধুনিক ব্যাংকের তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। স্বীকৃত প্রথম আধুনিক ব্যাংকরূপে ১৫৮৭ সালে ভেনিসে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্যাংক ডেল্লা পিজা দ্য রিয়ালটো'।[১৩]

এরপর ১৬০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ডাচ আমস্টার্ডাম ব্যাংক'। এটি ইউরোপে আধুনিক ব্যাংকিং-এর মডেল হিসেবে কাজ করেছে।[১৪]

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. খোন্দকার এ এ মাহতাবউদ্দিন, আধুনিক ব্যাংকের বিকাশ ও ইতিহাস (১৯৮৮), ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি; ইসলামী ব্যাংকিং, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড; Glyn Davis, A History of Money From Ancient Times to the Present Day, 3rd ed., Cardiff, University of Wales Press, 2002।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃষ্ঠা ২৯-৩২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল, ১৯৮৩। আফজালুর রহমান, ইকনোমিক ডকট্রিনস অব ইসলাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১; ডক্টর আহমদ আবদুল আজীজ আল নাজ্জার, মোহাম্মদ সামির ইবরাহিম ও মাহমুদ নোমান আল আনসারী, ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন?, পৃষ্ঠা-৩৪, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৮৩।

৬. শাহ আবদুল হান্নান, ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কর্মকৌশল, পৃষ্ঠা ৩২, আল আমীন প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২।

৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামী ব্যাংকিং, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. Jean David Boulakia, Ibn Khaldun : A Fourteenth Century Economist, Journal of Political Economy, Vol. 79, No. 5, September-October 1971, P.P. 1105-1118।

১২. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, শতদল প্রকাশনী লিমিটেড, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৬২।

১৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামী ব্যাংকিং, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড; Glyn Davis, A History of Money From Ancient Times to the Present Day, 3rd ed., Cardiff, University of Wales Press, 2002।

১৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

২.

ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ

২.১. সুদ একটি পুরনো সমস্যা

সুদ অর্থনীতির সবচে' পুরনো ও জটিল একটি বিষয়। মিসর, গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি এলাকায় প্রাচীনকালে সুদ সম্পর্কে আইন রচনার প্রয়োজন হয়। বেদ, তাওরাত ও ইনজিলে সুদকে একটি সমস্যা হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের মতো প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এবং হিন্দু ও ইহুদি সংস্কারকগণ সুদী কারবারের নিন্দা করেছেন। আল-কুরআনে চারটি পর্যায়ে সুদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আধুনিক অর্থনীতিতেও সুদী কারবার একটি সমস্যা। সুদের হার নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যে বিতর্ক বিদ্যমান রয়েছে, অর্থনীতির আর কোন ক্ষেত্রে এমন মতপার্থক্য দেখা যায় না। ফলে অর্থনীতিতে সুদের অস্তিত্বের বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ।

২.২. ইসলামে 'রিবা' বা সুদ

'রিবা' আরবী ভাষার শব্দ। এর অর্থ হলো বৃদ্ধি, আধিক্য, অতিরিক্ত, স্ফীতি, সম্প্রসারণ ইত্যাদি। ঋণের বিপরীতে সময়ের সাথে যেকোন বৃদ্ধিই হচ্ছে 'রিবা'। কুরআন মজীদে এ অর্থেই 'রিবা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে সুদ, যাকে ইংরেজিতে বলে Interest বা Usury।

তাফসীরে তাবারী'র তৃতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে ঃ

> *"রিবা হচ্ছে সেই বাড়তি অর্থ যার বিনিময়ে ঋণদাতা ঋণ পরিশোধের সময়টা আরো কিছু দিনের জন্য বাড়িয়ে দেয়।"*

ইবনুল আরাবী *'আহকামুল কুরআন'*-এর প্রথম খণ্ডে বলেছেন ঃ

> *"রিবা হচ্ছে সে বাড়তির দাম, যা কোন মালের বিনিময় নয়।"*[১]

২.৩. সুদী লেনদেনের বৈশিষ্ট্য

সুদের সংজ্ঞা থেকে সুদী কারবারের ৩টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় ঃ

১. ঋণের আসল বৃদ্ধি পাওয়া,

www.pathagar.com

২. সময়ের সাথে সাথে ঋণের আসল বৃদ্ধির সীমা বা পরিমাণ বা হার পরিবর্তন হওয়া,

৩. উক্ত দু'টি উপাদানকে শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা।

ঋণ সংক্রান্ত কোন লেনদেনে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলে তা সুদী লেনদেন হিসেবে চিহ্নিত হবে। ঋণের উদ্দেশ্য কিংবা ঋণগ্রহীতার আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কারণে তাতে কোন ব্যতিক্রম হবে না।

২.৪. 'রিবা'র প্রকারভেদ

ইসলামী শরীয়াহ্ অনুযায়ী 'রিবা' বা সুদ দুই ধরনের। যথা ঃ

(১) 'রিবা নাসিয়া' ও (২) 'রিবা ফদল'।

২.৪.১. রিবা নাসিয়া

সাধারণত ঋণের ক্ষেত্রে 'রিবা নাসিয়া'র উদ্ভব হয়। ঋণের ওপর সময়ের ব্যবধানের প্রেক্ষিতে পূর্বনির্ধারিত অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তা হবে 'রিবা নাসিয়া'। ঋণদাতা কোন অর্থ বা পণ্য ঋণ হিসেবে দেয়ার বিনিময়ে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সময়ের ব্যবধানে পূর্বনির্ধারিত হারে বা পরিমাণে ঋণ বাবদ দেয়া অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তাকে বলা হয় 'রিবা নাসিয়া'।

ধরা যাক, ক খ-কে ১০০ টাকা এক বছরের জন্য এই শর্তে ধার দেয় যে, এক বছর পর খ উক্ত ১০০ টাকার সাথে অতিরিক্ত আরও ২০ টাকা ফেরত দেবে। তাহলে এই অতিরিক্ত কুড়ি টাকা হবে 'রিবা নাসিয়া'। এভাবে ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতাকে ১০০ কেজি লবণ এই শর্তে ধার দেয় যে, ছয় মাস পর ঋণগ্রহীতা ১২০ কেজি লবণ ফেরত দেবে, তাহলে এই অতিরিক্ত ২০ কেজি লবণ হবে 'রিবা নাসিয়া'।

২.৪.২. রিবা ফদল

সমজাতীয় দ্রব্য হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে 'রিবা ফদল'-এর উদ্ভব হয়। কোন দ্রব্যের সাথে একই জাতীয় দ্রব্য বাড়তি পরিমাণ বিনিময় করলে দ্রব্যের উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণকে 'রিবা ফদল' বলা হয়। যেমন, এক কেজি উন্নতমানের খেজুরের সাথে দুই কেজি নিম্নমানের খেজুর বিনিময় করা হলে নিম্নমানের খেজুরের ঐ অতিরিক্ত এক কেজিই হবে 'রিবা ফদল'। এ ব্যাপারে নবী করীম (ﷺ)-এর একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ

"সোনার সাথে সোনা, রূপার সাথে রূপা, গমের সাথে গম, যবের সাথে যব, খেজুরের সাথে খেজুর এবং লবণের সাথে লবণ

www.pathagar.com

বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমান সমান এবং হাতে হাতে বিনিময় হওয়া উচিত। এরূপ বিনিময়ে যে বেশি বা কম দেয় বা নেয়, সে সুদী কারবার করে। এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান।"

হযরত আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) আরও বর্ণনা করেছেন ঃ

হযরত বিলাল (রা) একবার রাসূলে করীম (ﷺ)-এর কাছে কিছু উন্নত মানের খেজুর নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোথা থেকে এ খেজুর আনলে?' বিলাল (রা) উত্তরে বললেন, 'আমাদের খেজুর খারাপ ছিল। তাই আমি দ্বিগুণ পরিমাণ খারাপ খেজুরের পরিবর্তে ভাল খেজুর বদলিয়ে নিয়েছি।' রাসূল (ﷺ) বললেন, 'আহ! এটা তো সুদের মতই হলো, এটা তো সুদের মতই। কখনও এরূপ করো না। ভাল খেজুর পেতে চাইলে প্রথমে তোমার খেজুর বাজারে অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করবে। তারপর সে পণ্যের বিনিময়ে ভাল খেজুর কিনে নেবে।'

কোন কোন ফক্বীহর মতে, শুধুমাত্র হাদীসে উল্লেখিত ছয়টি পণ্যের ব্যাপারেই 'রিবা ফদল'-এর সীমা নির্ধারিত। কিন্তু অধিকাংশ শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞ মনে করেন হাদীসে উল্লেখিত ক'টি পণ্য উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাতে হাতে অন্য যেকোন পণ্য বদলের ক্ষেত্রে এ নীতি প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য যে, 'রিবা ফদলে'র বিষয়টি হাদীসের মাধ্যমে নিষিদ্ধ হয়েছে।

২.৫. ইসলামে সুদ শর্তহীনভাবে নিষিদ্ধ

শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণ সর্বসম্মতভাবে একমত যে, ইসলামে সব ধরনের সুদ নিষিদ্ধ। শরীয়ার পর্যালোচনা ও গভীর অনুশীলনের পর তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ ব্যাপারে ইসলামী জ্ঞান ও গবেষণা জগতের সকল স্তরের বিশেষজ্ঞদের অনুমোদন রয়েছে। শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা এ ব্যাপারে অভিন্ন ও দ্ব্যর্থহীন রায় বা ফাতওয়া দিয়েছেন। সাধারণভাবে তাঁরা সুদের সংজ্ঞায় বলেছেন, মূল ঋণের ওপর পূর্বনির্ধারিত লাভই 'সুদ'।

সুদ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ স্পষ্ট। কোন কোন মহলে অজ্ঞতার কারণে এ ব্যাপারে কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। কুরআন-হাদীসের অনুসারী বলে দাবি করার পরও যারা সুদ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন তাদের বক্তব্য মূলত দু'টি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত।

২.৫.১. সরল ও নিম্নহারের সুদ

কিছু লোকের ধারণা, সরল ও নিম্নহারের সুদের ব্যাপারে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা নেই। তাদের মতে, ইসলাম শুধু চক্রবৃদ্ধি বা উচ্চহারের সুদ নিষিদ্ধ করেছে। এই উচ্চ সুদ স্বল্প সময়ের মধ্যে মূলের ওপর দ্বিগুণ চারগুণ হারে বেড়ে যায়।

www.pathagar.com

এই যুক্তির পক্ষে তারা কুরআন মজীদের সূরা আলে ইমরানের ১৩০ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত করেন। এই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"হে ঈমানদারগণ, এই চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া ত্যাগ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর; আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।"

এই শ্রেণীর লোকেরা আল-কুরআনের একখানা মাত্র আয়াত উদ্ধৃত না করে সমগ্র কুরআন সামনে রাখলে দেখবেন, মক্কা ও মদীনা মুনাওয়ারায় সময়ের ব্যবধানে চারটি স্তরে সুদ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছে। প্রতিটি সময়ের একটি তাৎপর্য রয়েছে। প্রতিবার আয়াত নাযিলের রয়েছে স্বতন্ত্র পটভূমি ও প্রেক্ষাপট। সামগ্রিক বিষয় একসাথে না দেখে, কুরআন থেকে বিধান অনুসরণের সঠিক নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ না করে বিচ্ছিন্নভাবে কোন আয়াত বা তার অংশ উদ্ধৃত করলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। সুদ সম্পর্কিত সকল আয়াত সামনে রাখলে তারা এ ধরনের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। এছাড়া উদ্ধৃত আয়াত দ্বারাও এ কথা প্রমাণ করা যাবে না যে সরল সুদকে এখানে বৈধ করা হয়েছে। কোন মদখোরকে কেউ যদি বলেন মদের মধ্যে ডুবে থেকো না, তার অর্থ এই নয় যে মদের ওপর ভেসে থাকা যাবে।

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

"...কিন্তু পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য (বৈধ)।"
(সূরা নিসা ঃ ২৯)

...অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল ও সুদ হারাম করেছেন।..."
(সূরা বাকারা ঃ ২৭৫)

এ আয়াত চক্রবৃদ্ধি প্রাসঙ্গিক নয়; বরং সাধারণভাবে সুদের নিষিদ্ধতা ঘোষক। সুতরাং এটাই সুদ হারামের ভিত্তি এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ তো ভয়াবহ শোষণ ও বৈষম্যের নির্মাতা হিসেবে আরো ঘৃণ্য, পরিত্যাজ্য।

২.৫.২. ভোগ্য ঋণের সুদ বনাম উৎপাদন ঋণের সুদ

কেউ কেউ একথা বলতে চান যে, ব্যবহার্য পণ্য সংগ্রহ বা ভোগ্য ঋণের বেলায় সুদ পুরোপুরি নিষিদ্ধ হলেও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ঋণ গ্রহণ বা উৎপাদন ঋণের বেলায় সুদ নিষিদ্ধ নয়। এই ধারণার পেছনে তাদের যুক্তি হলো, প্রথমত বাণিজ্যিক ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা দিয়ে ব্যবসা করেন লাভের উদ্দেশ্যে। কাজেই তার উপার্জিত লাভ থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়াতে আপত্তির কারণ নেই। তাদের দ্বিতীয় যুক্তি হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে মূলত ভোগ-ব্যয়ের উদ্দেশ্যেই ঋণের লেনদেন হতো। বর্তমান যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নেয়া ঋণের বেলায় সুদ গ্রহণ ও প্রদান তাই তাদের মতে অবৈধ না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ব্যবসায়িক সুদ বা ব্যাংকিং সুদকে তারা বৈধ বলতে চান।

www.pathagar.com

তাদের এ যুক্তি সঠিক নয় এ জন্য যে, ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনার পাশাপাশি লোকসানেরও ঝুঁকিও থাকে। সুদের কারবারে লোকসানের ঝুঁকি পুরোটাই উদ্যোক্তার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে মূলধনের যোগানদাতা পূর্বনির্ধারিত নিশ্চিত লাভের সুযোগ ভোগ করেন; এটা ন্যায় বিচার হতে পারে না।

২.৬. কুরআন মজীদে সুদ প্রসঙ্গ

সুদ সম্পর্কে কুরআন মজীদের **প্রথম আয়াত** নাযিল হয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মক্কী যুগে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে। এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

> *"মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে না, কিন্তু যে যাকাত তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দিয়ে থাকো, তা-ই বৃদ্ধি পায়; তারাই সমৃদ্ধিশালী।"* (সূরা রূম ঃ ৩৯)

এ আয়াতে সুদ ও যাকাত সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণার ওপর আঘাত করা হয়েছে। সেকালে সুদখোর পুঁজিপতিরা মনে করত যে, সুদের মাধ্যমে তাদের সম্পদ বাড়ছে এবং যাকাত দিলে বা দান-খয়রাত করলে তাদের সম্পদ কমে যাবে। ঋণগ্রহীতারা মনে করত যে, তাদের কাছ থেকে সুদ খেয়ে ধনীরা তাদের সম্পদ বাড়াচ্ছে। উপরের আয়াতে সুদ ও যাকাত সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াত

চতুর্থ হিজরী সন বা তার কাছাকাছি সময়ে ইহুদিদের অতীত কীর্তিকলাপ উল্লেখ প্রসঙ্গে নিষ্ঠুর অর্থলোভী ইহুদিদের সুদখোরীর কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

> *"এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য, আর আমি তাদের মধ্যে অবিশ্বাসীদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি তৈরি রেখেছি।"* (সূরা নিসা ঃ ১৬১)

তৃতীয় আয়াত

সুদ সম্পর্কে অন্য বিধান নাযিল হয় সূরা আলে ইমরানে। রাসূলে করীম (ﷺ)-এর মাদানী যুগে উহুদ যুদ্ধের পর এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

> *"হে ঈমানদারগণ, তোমরা এই চক্রবৃদ্ধি সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"*
>
> (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩০)

www.pathagar.com

লক্ষ করার বিষয়, সুদ সংক্রান্ত প্রথম আয়াত নাযিলের প্রায় এগার বছর পর এ সম্পর্কে উপর্যুক্ত তৃতীয় আয়াত নাযিল হয়। এ সময় মদীনার নাগরিকদের সহযোগিতায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়েছে। ইসলামী সমাজের উপযোগী আইন-কানুন, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্তবায়নের কাজ তখন শুরু হয়েছে।

সর্বশেষ আয়াত

সুদ সম্পর্কে আল-কুরআনের সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয় মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন মিশন যখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে, সে সময়। উমর (রা) রিবা সংক্রান্ত সূরা বাকারার আয়াতকে রাসূল (ﷺ)-এর ওপর নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু আব্বাস বলেন, "শেষ যে আয়াত রাসূল (ﷺ)-এর ওপর নাযিল হয়েছিল তা ছিল আয়াতে রিবা।"[২]

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"যারা সুদ খায়, তারা সেই ব্যক্তিরই মত দাঁড়াবে যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে : ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার কাছে তার রবের এ নির্দেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা আবার আরম্ভ করবে, তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"

(সূরা বাকারা ঃ ২৭৫)

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।"

(সূরা বাকারা ঃ ২৭৬)

"যারা ঈমান আনে, নেক কাজ করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই ও তারা দুঃখিতও হবে না।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৭)

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আর সুদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।"

(সূরা বাকারা ঃ ২৭৮)

"যদি তোমরা না ছাড়ো, তবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৯)

www.pathagar.com

এভাবে একটি অতি পুরনো ও জটিল অসুখ থেকে সমাজকে মুক্ত করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও সহজ পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন।

২.৭. সুদ সম্পর্কে মহানবী (ﷺ)-এর কয়েকটি হাদীস

- ❐ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সুদদাতা ও সুদগ্রহীতা–উভয়ের ওপর লা'নত দিয়েছেন।
  (মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

- ❐ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের চুক্তিপত্রের লেখক ও সাক্ষী সকলের ওপর লা'নত দিয়েছেন এবং বলেছেন, তারা সকলে সমান অপরাধী। (মুসলিম)

- ❐ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সুদভিত্তিক মুদ্রা ব্যবসায়ীদের জাহান্নামের খবর পৌঁছে দিও।
  (তাবারানী)

- ❐ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সুদের ৭০টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের অপরাধের পরিমাণ হলো মায়ের সাথে জেনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হওয়া।
  (ইবনে মাজা)

- ❐ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ(ﷺ) বলেছেন, তোমরা ৭টি নিশ্চিত ধ্বংসকারী বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করবে। তার মধ্যে তৃতীয়টি হলো সুদ। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী)

২.৮. সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন যুগের মনীষীদের অভিমত

সুদ হচ্ছে অর্থনীতির সবচেয়ে প্রাচীন ও জটিল সমস্যা। সুদ শোষণের হাতিয়ার, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মেরুদণ্ড। মানব জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির পথে সুদ প্রধান বাধা। সুদের অভিশাপ থেকে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে মুক্ত করা এবং বিকল্প ব্যবস্থার প্রবর্তন ইসলামী ব্যাংকের প্রধান নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৌশল।

সুদের বিরুদ্ধে ইসলামী ব্যাংকের সংগ্রাম নতুন কোন ব্যাপার নয়। মানুষের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সূচনাকাল থেকেই এ লড়াই চালু রয়েছে। মিসর, গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষের মত প্রাচীন সভ্য দেশগুলোতে বহুকাল আগেই সুদ বিষয়ক আইন-কানুন প্রণীত হয়। দুনিয়ার সকল প্রধান ধর্মে সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বেদ, তাওরাত, ইনজিল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে সুদ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। রোমান আইনশাস্ত্রে এবং হিন্দু ধর্ম-দর্শনে সুদের নিন্দা করা হয়েছে।[৩]

www.pathagar.com

ইহুদী সংস্কারকগণ সুদকে নিষিদ্ধ মনে করতেন।[৪] ঈসায়ী ধর্মবেত্তা ও পাদ্রীগণ তাওরাত ও যাবূরের বিধান অনুসারে সুদ নিষিদ্ধ করেছেন।[৫] সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের মতো প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ সুদকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন। অর্থকে পণ্যের মতো বেচাকেনা করাকে তাঁরা কৃত্রিম জালিয়াতি কারবার বলে নিন্দা করেছেন।[৬]

আরবের জাহিলী যুগেও সুদের অর্থকে সাধারণভাবে অপবিত্র মনে করা হতো। ইউরোপীয় দেশগুলোতে ধর্ম ও আইনের চোখে সুদ নিষিদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ গণ্য হতো। লন্ডনের অধিবাসীরা সুদখোর ইহুদিদের শোষণে ক্ষিপ্ত হয়ে মধ্যযুগে বহু ইহুদিকে হত্যা করেছিল। জনগণের চাপে বাধ্য হয়ে প্রথম এডওয়ার্ড ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন থেকে ইহুদিদের বিতাড়িত করেছিলেন। সেই সাথে সুদের ব্যবসাকে তিনি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছিলেন।[৭]

আধুনিককালের একটি নতুন অর্থনৈতিক দর্শনের স্রষ্টা কার্ল মার্কস সুদের ব্যবসায়ীকে 'বিকট শয়তান' নামে অভিহিত করেছেন।[৮] সুদখোরকে তিনি তুলনা করেছেন ডাকাত ও সিঁদেল চোরের সাথে। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে সুদ 'শ্রমিক সমাজের ওপর একটি অসহনীয় বোঝা'। এটি ধনীকে আরো ধনী এবং গরীবকে আরো গরীবে পরিণত করে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা লর্ড কীনস ১৯৩৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দা মুকাবিলার জন্য সুদের হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার প্রস্তাব করেন।[৯] এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করে তিনি বলেছেন, এভাবেই পুঁজিবাদী সমাজের অনেক দোষ-ত্রুটি দূর করা সম্ভব। সুদভিত্তিক বিনিয়োগের পরিবর্তে উৎপাদনমুখী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

এ উপমহাদেশে সুদী কারবারের মন্দ প্রভাব সম্পর্কে ভারতের একটি সরকারী কমিশনের (বালুহ কমিশন) রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে ঃ

> *"অধিকাংশ মানুষ ঋণী হয়ে জন্মায়, ঋণগ্রস্ত অবস্থায় জীবন কাটায় এবং ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েই পরপারে পাড়ি জমায়। এমনকি মৃত্যুর পরও উত্তরাধিকারীদের মাথায় সে ঋণের বোঝা চাপিয়ে রাখে।"*[১০]

বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহ্যগতভাবেই সুদের বিরোধী। সুদের বিরুদ্ধে তারা যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম করেছে। সুদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ও ঘৃণার পরিচয় এদেশের নানা পুরাণ ও উপাখ্যানে প্রকাশ পেয়েছে। এদেশের নানা লৌকিক বিশ্বাস ও আচরণে জনগণের সুদবিরোধী মনোভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এদেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ বিশ্বাস করেন যে, সাত জন সুদখোরের নাম লিখে গরুর গলায় ঝুলিয়ে দিলে সে গরুর ঘায়ের পোকা পড়ে যায়।[১১]

www.pathagar.com

সন্দেহ নেই, সুদ সম্পর্কে জনগণের এরূপ মনোভাব তাদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। সুদের হিংস্র থাবা তাদেরকে বারবার ক্ষত-বিক্ষত, রিক্ত-নিঃস্ব ও বিপন্ন করেছে। এ অভিজ্ঞতা সুদ সম্পর্কে তাদের বোধ ও বিশ্বাসের শিকড় দৃঢ় করেছে। এদেশের বহু জননায়ক মহাজনী সুদের বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে জনগণের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আধুনিককালের প্রাতিষ্ঠানিক সুদের বিরুদ্ধে এবং সুদভিত্তিক লেনদেনের ব্যাপারে এদেশের মানুষের নেতিবাচক মনোভাব স্থায়ী ও অবিচল।

সুদের অভিশাপে পৃথিবীর মানুষ আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আধুনিক দুনিয়ার শক্তিশালী ব্যাংকব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সুদ সমাজে আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যকে দ্রুত বাড়িয়ে তুলছে। সম্পদ ও দায়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টিতে সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা পালন করছে দক্ষ ও কুশলী ভূমিকা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সুদের গুরুভার কঠিন দুরবস্থার সৃষ্টি করেছে। সুদের এ অভিশাপ মুকাবিলায় বিশ্বব্যাংক ও তার অঙ্গসংগঠনগুলো বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাচ্ছে। ১৯৮৪ সালে ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বীকার করা হয়েছে যে, সুদের উচ্চহারই বিশ্বের সর্বত্র উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে।

আধুনিক পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের বিকাশের অনেক আগে ইসলাম সুদের অপকারিতা সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন বলিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থিত করেছে। সুদকে আল-কুরআনে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে উচ্চারণ করা হয়েছে যুদ্ধের ঘোষণা।[১২]

সুদ নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে ইসলাম আর্থিক কায়-কারবারের হালাল বিকল্প-ব্যবস্থা তুলে ধরেছে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামের এ নির্দেশনার আলোকে আর্থিক ক্ষেত্রে সুদের বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করছে। ইসলামী ব্যাংক তার কোন লেনদেনে সুদ গ্রহণ বা প্রদান করে না। সুদের বিকল্প হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-লোকসান অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে সুদমুক্ত করার লক্ষ্যে সুদের বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তন ইসলামী ব্যাংকের একটি প্রধান নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থার ফলে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় লাভ-লোকসান বিবেচনা করা হয় না। পূর্ব-নির্ধারিত হারে সুদ আদায় করা হয়। সুদসহ আসল আদায় না হওয়া পর্যন্ত তা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় ঋণগ্রহীতা সুদের জালে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে। এভাবে সে রিক্ত, নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়।

www.pathagar.com

সুদভিত্তিক পদ্ধতি সমাজের আয়ের ক্ষেত্রে অসমতা সৃষ্টি করে। সম্পদ-বণ্টন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করে বিশৃঙ্খলা। সম্পদ ও দায়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা বাড়িয়ে তোলে। সামাজিক অগ্রগতির ধারাকে করে তোলে বিপর্যস্ত। জনগণের স্বভাব-প্রকৃতি, চাহিদা, তাদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের পরিপন্থী এ ব্যবস্থা মানবজাতির জন্য বহু অকল্যাণের জন্ম দিয়েছে। এ অবস্থার মুকাবিলায় ইসলামী ব্যাংক সুদ সম্পূর্ণ বিলোপ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

২.৯ এক নজরে সুদ ও মুনাফার পার্থক্য

সুদ	মুনাফা
সংজ্ঞা	
সময়ের সাথে ঋণের অতিরিক্ত কোন কিছু গ্রহণ করলে তা হয় সুদ।	ব্যবসায় মূলধন খাটানোর মাধ্যমে মূলধনের অতিরিক্ত আয় হলো মুনাফা।
উপাদান	
সুদের উপাদান হলো সময়, সুদের হার ও ঋণের পরিমাণ।	মুনাফা নির্ভর করে ব্যয়-সাশ্রয় ও অনুকূল বাজার-চাহিদার উপর।
উৎস	
সুদের উৎপত্তি হয় ঋণ থেকে। ঋণ সুদমুক্তও হতে পারে। তবে ঋণ ছাড়া সুদের উৎপত্তি অসম্ভব।	মুনাফার উৎস সৃষ্টি হয় ব্যবসায়ে সরাসরি মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে ।
মূলধন বিনিয়োগে ঝুঁকি	
সুদের লগ্নীতে ঋণদাতা পুঁজি হারানোর ঝুঁকি বহন করে না।	মুনাফার কারবারে মূলধনী ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। পুঁজির যোগানদার এ ঝুঁকি বহন করে।
তহবিল ব্যবহারকারীর ঝুঁকি	
মূলধনী তহবিলে ঋণের পরিমাণ বেশি হলে প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি বাড়ে।	লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বিনিয়োগে পরিমাণ বাড়ার আর্থিক ঝুঁকি পদ্ধতিতে নত
ফলাফল	
সুদের ফল ঋণদাতা একা ভোগ করে।	মুনাফা ব্যবহারক

www.pathagar.com

সুদ	মুনাফা
নিশ্চয়তা	
সুদের হার এবং সুদ ও আসল ফেরত দেয়ার সময় আগে থেকে নির্ধারিত। ফলে সুদের লগ্নীতে অনিশ্চয়তার কোন উপাদান থাকে না।	বিনিয়োগ থেকে মুনাফা পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। বরং এ ক্ষেত্রে মূলধন কমে যাওয়ার আশংকাও থাকে।
ক্রমবৃদ্ধি	
একই ঋণচুক্তির বিপরীতে ঋণদাতা নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ বারবার পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধিরও সুযোগ থাকে।	কেনা-বেচার কারবারে কোন পণ্যের দাম একবার নির্ধারিত হয়। সে কেনা-বেচা থেকে মুনাফা একবারই পাওয়া যায়। কোন কারণে সময় বেড়ে গেলেও মুনাফা বাড়ে না।
সুদ ও মুনাফা নির্ধারণের কৌশল	
আসল ও সুদ যোগ করে সুদ-আসল নির্ধারণ করা হয়। সময় বৃদ্ধির সাথে সুদ চক্রাকারে বেড়ে যায়।	মোট বিক্রয়মূল্য থেকে যাবতীয় খরচ বাদ দিলে মুনাফা বের হয়।
দাম ও মুদ্রাস্ফীতির উপর প্রভাব	
সুদ একটি নির্ধারিত ব্যয় হিসেবে মূল্যস্তর ফাঁপিয়ে তোলে এবং মূল্যস্ফীতির সুযোগ সৃষ্টি করে।	মুনাফা হচ্ছে ব্যবসায়ের খরচের অতিরিক্ত আয়। ফলে এ ক্ষেত্রে মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটার সুযোগ নেই।
শরীয়াহর অনুমোদন	
ইসলামে সুদ চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ। কোন ধরনের সুদের ব্যবসায়ে শরীয়ার অনুমোদন নেই।	মুনাফা ইসলামে অনুমোদিত। স্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে কারবার পরিচালনাকে ইসলাম উৎসাহিত করে।
মূলধনে সুরক্ষা	
ঋণদী কারবারে মূলধন সর্বাবস্থায় সুরক্ষিত ক।	ব্যবসায়ে লোকসান হলে মূলধন কমে যায়।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৩৬।

২. সহীস বুখারী, তাফসীরে তাবারী।

৩. ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ ২৯-৩২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল, ১৯৮৩; আফজালুর রহমান, ইকনোমিক ডকট্রিনস অব ইসলাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১; ডক্টর আহমদ আবদুল আজীজ আল নাজ্জার, মোহাম্মদ সামির ইবরাহিম ও মাহমুদ নোমান আল আনসারী, ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন?, পৃ ৩৩-৩৪, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৮৩।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. এরিস্টটল, পলিটিক্স; ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ২৯-৩২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল, ১৯৮৩;, ডক্টর আহমদ আবদুল আজীজ আল নাজ্জার, মোহাম্মদ সামির ইবরাহিম ও মাহমুদ নোমান আল আনসারী, ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন?, পৃষ্ঠা-৩৩, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৮৩।

৭. ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ ২৩-৩২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল, ১৯৮৩; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামী ব্যাংকিং, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, London, Macmillan, P-166, 334, 351; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি, পৃ ৭, ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯২

১০. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা, মাসিক দারুস সালাম, ইসলামী ব্যাংকিং সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

১১. বর্তমান লেখক একজন সাংবাদিক হিসেবে এবং পরবর্তীতে ইসলামী ব্যাংকের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে দেশের প্রত্যন্ত এলাকা সফরকালে সুদকে ঘিরে এ ধরনের অনেক লৌকিক বিশ্বাসের সাথে পরিচিত হয়েছেন।

১২. আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত নম্বর ২৭৯।

www.pathagar.com

৩.
ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন

ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের ইতিহাসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে এ আন্দোলন কেবল চিন্তা ও তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে এ ব্যবস্থা কোথাও বেসরকারী উদ্যোগে এবং কোথাও আবার রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ নেয়।

পরাধীন মুসলিম দেশগুলোতে মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দাবির সাথে তাদের বিশ্বাসভিত্তিক নিজস্ব বিধি-বিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা যুক্ত ছিল। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ পুনর্গঠনের এই আকাঙ্ক্ষা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে অধিকতর সংহত রূপ লাভ করে। এ শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ রচনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের চিন্তার রাজ্যে ঝড় তোলেন আল্লামা ইকবাল, হাসান আল বান্না ও মওদূদীর মতো কয়েকজন বিশ্ববরেণ্য মনীষী। চল্লিশের দশকে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং আযাদী হাসিলের ফলে বিভিন্ন মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি উচ্চকিত হতে থাকে। পঞ্চাশের দশকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চিন্তা ও গবেষণা কার্যক্রম অধিকতর জোরদার হয়।

কুড়ি শতকের কতিপয় বিখ্যাত ইসলামী মনীষী ও অর্থনীতিবিদের দীর্ঘ গবেষণার মধ্য দিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং বাস্তবতা লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে হিমালয়ান উপমহাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা হিফযুর রহমান ও সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী চল্লিশের দশকের শুরুর দিকে প্রকাশিত তাঁদের গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেন। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আনোয়ার ইকবাল কোরেশী ইসলামী ব্যাংকিং-এর একটি কাঠামোগত ধারণা পেশ করেন। ১৯৫২ সালে শেখ মাহমুদ আহমদ তাঁর 'Economics of Islam' নামক প্রবন্ধে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয় উত্থাপন করেন। ১৯৫৫ সালে মোহাম্মদ উজায়ের তাঁর 'An outline of interestless banking' শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামী ব্যাংকের কর্মপদ্ধতিতে মুদারাবা মূলনীতি সংযুক্ত করার কথা বলেন।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আল-আরাবী (১৯৬৬) ও এস এ ইরশাদ (১৯৬৪) ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশল হিসেবে মুদারাবা নীতি অনুসরণের পরামর্শ দেন।

১৯৬৮ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দ্বি-স্তর বিশিষ্ট মডেল উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি মুশারাকা নীতি অন্তর্ভুক্ত করে ফান্ড ব্যবস্থাপনার দ্বি-স্তর বিশিষ্ট মডেল অধিকতর সম্প্রসারণের প্রস্তাব করেন। ১৯৮২ সালে এম মোহসিন আধুনিক পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে একটি বিস্তৃত কাঠামোগত ধারণা উপস্থাপন করেন।

৩.১. ষাটের দশক ঃ ভোরের আভাস

ষাটের দশকের শুরুতে ১৯৬১ সালে মিসরে ইসলামী গবেষণার সর্বোচ্চ কেন্দ্ররূপে 'কলেজ অব ইসলামিক রিসার্চ' কায়েম করা হয়।[১] ১৯৬৪ সালের ৭ মার্চ এ কলেজের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৪০টিরও বেশি মুসলিম দেশের শতাধিক নেতৃস্থানীয় ইসলামবিশেষজ্ঞ যোগদান করেন। তাঁরা সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার বিকল্পরূপে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি গড়ে তোলার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সম্মেলনে সর্বসম্মত অভিমত ঘোষণা করা হয় যে, ভোগ বা উৎপাদন যেকোন উদ্দেশ্যে ঋণের ওপর ধার্যকৃত বাড়তি অর্থ, পরিমাণে কম হোক বা বেশি হোক, তা নিষিদ্ধ 'রিবা'র পর্যায়ভুক্ত। সম্মেলনে ব্যাংকিং কার্যক্রমের কতিপয় ইসলামী পদ্ধতিও অনুমোদন করা হয়। অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আরো কতিপয় বিষয় গ্রহণ করা হয়। এ সম্মেলনে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার ইসলামী বিকল্প উদ্ভাবনের ব্যাপারে মুসলিম মনীষী ও অর্থনীতিবিদগণের মতামত আহ্বান করা হয়।[২]

১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় কিস্তিতে হজ্জের অর্থ জমা গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'পিলগ্রিমস সেভিংস কর্পোরেশন' নামে সুদমুক্ত একটি সংস্থা কায়েম করা হয়।[৩] এরপর ১৯৬৩ সালে ডক্টর আহমদ আল নাজ্জারের উদ্যোগে মিসরের কায়রো থেকে একশ' কিলোমিটার দূরে 'মিটগামার' নামক এক গ্রামে আধুনিক বিশ্বের প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪]

১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে আইন পাস করে ইসলামী শরীয়াহ্ভিত্তিক সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানরূপে 'তাবুং হাজী' প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৫] সরকারী পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার এ উদ্যোগ ইসলামী ব্যাংকিং-এর জন্য এক ধাপ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হয়। এভাবে ষাটের দশক ইসলামী ব্যাংকিং-এর বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার দশকরূপে চিহ্নিত হয়।

www.pathagar.com

৩.২. সত্তরের দশক ঃ নতুন সূর্যোদয়

১৯৭৪ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থাভুক্ত দেশগুলো শরীয়াহ্ভিত্তিক ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সনদ স্বাক্ষর করে।[৬] এ উপলক্ষে সদস্য দেশসমূহের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে এক আবেগপূর্ণ ভাষণে সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ ফয়সল বিন আবদুল আযীয মুসলমানদের অবস্থাকে মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া সেই উটের সাথে তুলনা করেন, যার পিঠে মশকভর্তি পানি থাকা সত্ত্বেও সে উট পিপাসার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।[৭]

মুসলিম উম্মাহর প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র নিয়ে ১৯৭৫ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) যাত্রা শুরু করে। আইডিবি প্রতিষ্ঠার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে সত্তরের দশকের শেষ নাগাদ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে কুড়িটিরও বেশি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৮] তার মধ্যে শেখ সাঈদ আহমদ লুতাহ-এর উদ্যোগে 'দুবাই ইসলামিক ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে। মিসর ও সুদানে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক' নামে ১৯৭৭ সালে আরো দু'টি বেসরকারী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর কুয়েতে শেখ আহমদ বা'জি আল ইয়াসিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ'।

বিভিন্ন মুসলিম দেশ ছাড়াও ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যাণ্ড ও যুক্তরাজ্যে এ সময় কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে সত্তর দশক ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার দশকরূপে চিহ্নিত হয়।

৩.৩. আশির দশক ঃ সংহত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ

হিজরী চৌদ্দ শতককে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে আশির দশকের সূচনা হয়। নতুন হিজরী শতক মুসলিম উম্মার জন্য নতুন আশা আর তাজা উদ্যম নিয়ে হাজির হয়। মুসলিম দুনিয়া এ শতাব্দীকে ইসলামী রেনেসাঁর শতাব্দীরূপেও চিহ্নিত করে। এ পটভূমিতে আশির দশকের শুরু থেকে বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গতি ও আবেগ সঞ্চারিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে এ দশকে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোরদার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এ ব্যবস্থার পরিচালনগত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে এ সময় নানামুখী বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

১৯৮০ সালের মে মাসে ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একাদশ সম্মেলন ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর মুহাম্মদ শামস-উল-হক এ সম্মেলনে ইসলামী আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান, যার শাখা সকল সদস্য দেশে সম্প্রসারিত হবে। তিনি ইসলামিক কমন মার্কেট প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব করেন।[৯]

www.pathagar.com

১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে মক্কা ও তায়েফে তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে মুসলমানদের 'নিজস্ব ও স্বতন্ত্র' ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন ঃ

> 'The Islamic countries should develop a separate banking system of their own in order to facilitate their trade and commerce.'[১০]

১৯৭৯ সালে ইরানে রাজতন্ত্রের উৎখাত করে আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবার পর ১৯৮১ সাল থেকে সেদেশের গোটা ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৯৮১ সালে পাকিস্তানও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী ব্যাংকিং চালুর সিদ্ধান্ত নেয়।[১১]

১৯৮১ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রধানদের খার্তুমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি সর্বসম্মত কাঠামো উদ্ভাবনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১২]

১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়ায় ও তুরস্কে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাস করা হয়।[১৩]

১৯৮৪ সাল থেকে ইরান তার সার্বিক ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী শরীয়ার আলোকে পুনর্গঠন করে।[১৪]

পাকিস্তানের সার্বিক ব্যাংকিং খাত পর্যায়ক্রমিকভাবে পুনর্গঠনের সিদ্ধান্তও এ সময়ই গৃহীত হয়। ১৯৮৫ সালের ১ জুলাই থেকে পাকিস্তানে সুদভিত্তিক ব্যাংকিং লেনদেন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। সুদানের ব্যাংকব্যবস্থা শরীয়ার আলোকে পুনর্গঠনের জন্যও এ সময় উদ্যোগ নেয়া হয়।[১৫]

আশির দশকের প্রথম সাত বছরে নতুন ৫৬টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আশির দশকের শেষ নাগাদ একশ'টির বেশি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৬]

বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকের শাখা সংখ্যা এ সময় দশহাজারের কোঠা ছাড়িয়ে যায়।

৩.৪. নব্বই দশক ঃ দৃঢ় ভিত্তি

নব্বই দশকে সারাবিশ্বে ইসলামী ব্যাংকগুলো দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। এ সকল ব্যাংকের পরিচালনগত সাফল্য ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি বিশ্বের ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। ফলে দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংক তথা সুদবিহীন ব্যাংকের প্রসার বৃদ্ধি পায়। ইরান, পাকিস্তান ও সুদানের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণসহ সারাবিশ্বে কুড়ি শতকের শেষ নাগাদ তিনশ'র বেশি ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব

www.pathagar.com

লাভ করে।[১৭] ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) ও ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস্ (আইএআইবি)-র উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা এ সময় বৃদ্ধি পায়। নীতি ও পদ্ধতিগত বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক সমন্বয় ও সংযোগ দৃঢ়তর হয়।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক রূপলাভে সক্ষম হয়েছে। শুধু তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোতেই নয়, অনেক স্বল্পোন্নত দেশেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া মুসলিমবিশ্বের বাইরেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ যাবত তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশসমূহে যে কয়টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারচেয়ে বেশি সংখ্যক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্যান্য দেশে। উদাহরণস্বরূপ সুদান, মিসর, পাকিস্তান, জর্দান, লুক্সেমবার্গ, যুক্তরাজ্য এমনকি বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্য ও বৈসাদৃশ্য। এ থেকেই এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী ব্যাংকিং মডেল সার্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতা লাভে সমর্থ হয়েছে।

একাডেমিক গবেষণা ও অধ্যয়নের দিক থেকেও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে ইতোমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ব্যাংকিং এখন একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পঠিত হচ্ছে। এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা ও ডিপ্লোমা সনদ প্রদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.৫. একনজরে ইসলামী ব্যাংকিং বিকাশের ক্রমধারা

- ❐ ইসলামী নীতিমালার আলোকে ১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় 'Pilgrims Savings Corporation' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ❐ মিসরের মিটগামারে ১৯৬৩ সালে 'সেভিংস ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ❐ ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ায় 'তাবুং হাজী' নামে একটি বিশেষায়িত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ❐ ১৯৭০ সালে ওআইসি দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
- ❐ ১৯৭১ সালে মিসরের কায়রোতে 'নাসের স্যোসাল ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ❐ ১৯৭৩ সালে ওআইসি দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
- ❐ ১৯৭৪ সালে ওআইসি দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষর করেন।
- ❐ ১৯৭৫ সালে জেদ্দায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

- ১৯৭৫ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'দুবাই ইসলামী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে সুদানে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে কুয়েতে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে সৌদি আরবে 'International Association of Islamic Banks' (IAIB) গঠিত হয়।
- ১৯৭৮ সালে জর্দানে 'জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৮ সালে পাকিস্তান তার সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের ঘোষণা দেয়।
- পাকিস্তানে ১৯৭৮ সালে সামগ্রিক ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়।[১৮] এ লক্ষ্যে–

  ক. প্রাথমিকভাবে তিনটি সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত করা হয়। সেগুলো হলো, The House Building Corporation of Pakistan, National Investment Trust এবং Mutual Trust Funds of Investment Corporation of Pakistan.

  খ. 'লাভ-লোকসান' অংশীদারিত্বেরভিত্তিতে (Profit-Loss Sharing বা PLS) জমা গ্রহণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে আলাদা কাউন্টার খোলা হয়।

  গ. আমদানি-রফতানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদমুক্ত বিনিয়োগ প্রদানের অনুমতি দিয়ে 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান'-এর পক্ষ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ধারাবাহিকভাবে কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়।

  ঘ. ১৯৮৪ সালের এক ঘোষণার মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার এক বছরের মধ্যে দেশে দুই ধারার ব্যাংকিং-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়।

  ঙ. ব্যাংকারগণ দীর্ঘদিন সুদভিত্তিক গতানুগতিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে অভ্যস্ত থাকায় সরকার কর্তৃক আনীত এসব পরিবর্তন মেনে নিতে মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর ব্যাপারে ধারণাগত ও মানসিক প্রস্তুতির অভাবের কারণে উপর থেকে আরোপিত এ নতুন ব্যবস্থার প্রতি ব্যাংকারদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

www.pathagar.com

- ইরান সরকার ১৯৭৯ সাল থেকে তার সামগ্রিক ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে তারা তিনটি ধাপে অগ্রসর হয়।[১৯]

  ক. প্রথম ধাপ - ১৯৭৯-১৯৮২ ঃ গোটা ব্যাংকিং ব্যবস্থা জাতীয়করণ, কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন।

  খ. দ্বিতীয় ধাপ - ১৯৮২-১৯৮৬ ঃ এ পর্বে ইসলামী ব্যাংকিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন কাঠামো তৈরি করা হয় এবং এ নতুন সিস্টেমকে ধারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়।

  গ. তৃতীয় ধাপ - ১৯৮৬ সাল থেকে ইসলামী সরকারের অবিচ্ছেদ্য দায়িত্ব হিসেবে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে ব্যাংকসমূহের ভূমিকা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ হিসেবে এ খাতে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস করা হয়।

- ব্যাংকিং কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে ইরান সরকার সেবা ও ভোগ খাত থেকে আর্থিক সম্পদসমূহ উৎপাদন খাতে স্থানান্তরের জন্য চারটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যথা ঃ

  ১. স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ সম্প্রসারণ স্থগিত এবং মধ্যমেয়াদী বিনিয়োগের আকৃতি কমিয়ে আনা।

  ২. কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বীজ, সার, কৃষিসরঞ্জাম ও শস্যবীমা চালু করার ক্ষেত্রে সরকারী ভর্তুকি প্রদানসহ কৃষিখাতে ব্যাংকের বিনিয়োগ সম্প্রসারণ।

  ৩. কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সমবায় খাতকে উৎসাহিত করতে ব্যাংক-ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো।

  ৪. সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বড় শিল্প ও সামাজিক খাতে বিনিয়োগে ব্যাংকসমূহের অংশগ্রহণ।

- ১৯৮৩ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম ইসলামী ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়।

- ১৯৮৩ সালে তুরস্ক ও মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

- ১৯৯১ সালের ২৭ মার্চ বাহরাইনে 'The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions' (AAOIFI) বা 'আওইফি' একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়। এর আগে ১৯৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আলজিয়ার্সে

www.pathagar.com

স্বাক্ষরিত চুক্তি মুতাবেক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অ্যাকাউন্টিং, অডিটিং, গভর্নেন্স, ইথিকস্ এবং শরীয়াহ্ বিষয়ক স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের লক্ষ্যে 'আওইফি' প্রতিষ্ঠিত হয়।[২০]

- শরীয়াহ মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিদ্যমান আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড চালু এবং নতুন নতুন স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দূরদর্শী ও স্বচ্ছ ইসলামী আর্থিক সেবাশিল্পের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় International Financial Services Board বা IFSB। আইডিবি, আইএমএফ এবং আওইফি'র সহযোগিতায় বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ও মনিটারি অথরিটির শীর্ষ নির্বাহীবৃন্দের উদ্যোগে ২০০২ সালের ৩ নভেম্বর কুয়ালালামপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে IFSB যাত্রা শুরু করে।[২১]

- বিশ্বব্যাপী জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদানে সক্ষম 'নলেজ লিডার' তৈরি করার লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া'র পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৬ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন ইন ইসলামিক ফাইন্যান্স বা 'ইনসেইফ' (INCEIF)। মালয়েশিয়ার ১৯তম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাপ্রাপ্ত ইনসেইফ শিক্ষার্থীদের ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানদানের পাশাপাশি মাস্টার্স এবং পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।[২২]

৩.৬. এ পর্যন্ত যেসকল দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

১. আফগানিস্তান, ২. আলজেরিয়া, ৩. আলবেনিয়া, ৪. আর্জেন্টিনা, ৫. অস্ট্রেলিয়া, ৬. বাহামা, ৭. বাহরাইন, ৮. বাংলাদেশ, ৯. ব্রুনেই, ১০. কেইমান দ্বীপপুঞ্জ, ১১. সাইপ্রাস, ১২. ডেনমার্ক, ১৩. জিবুতি, ১৪. মিসর, ১৫. জার্মানি, ১৬. গিনি, ১৭. গাম্বিয়া, ১৮. ভারত, ১৯. ইন্দোনেশিয়া, ২০. ইরান, ২১. ইরাক, ২২. জর্দান, ২৩. কাজাকিস্তান, ২৪. কিবরিজ তুর্কী প্রজাতন্ত্র, ২৫. কুয়েত, ২৬. লেবানন, ২৭. লিচটেনস্টিন, ২৮. লুক্সেমবার্গ, ২৯. মালয়েশিয়া, ৩০. মৌরিতানিয়া, ৩১. মরক্কো, ৩২. নাইজার, ৩৩. পাকিস্তান, ৩৪. প্যালেস্টাইন, ৩৫. ফিলিপাইন, ৩৬. কাতার, ৩৭. রাশিয়া, ৩৮. সৌদি আরব, ৩৯. সেনেগাল, ৪০. দক্ষিণ আফ্রিকা, ৪১. সুদান, ৪২. সুইজারল্যান্ড, ৪৩. থাইল্যান্ড, ৪৪. তিউনিসিয়া, ৪৫. তুরস্ক, ৪৬. সংযুক্ত আরব আমিরাত, ৪৭. যুক্তরাজ্য, ৪৮. যুক্তরাষ্ট্র, ৪৯. ইয়েমেন এবং ৫০. বসনিয়া।

www.pathagar.com

৩.৭. আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল্যায়ন

সাইপ্রাসভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থা 'ক্যাপিটাল ইন্টেলিজেন্স' এক গবেষণা জরিপে এভাবে উপসংহার টেনেছে যে, সাম্প্রতিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থা ক্রমশ অধিকতর ক্রেডিবিলিটি অর্জন করে চলেছে। বহু দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে এ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও ব্যাপকতর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।[২৩]

লন্ডনের 'ফিনান্সিয়াল টাইমস'-এর সিন্ডিকেশন সার্ভিসের প্রতিবেদক মার্ক হাসবেন্ড এক মূল্যায়নে দেখিয়েছেন, বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ মূলধনের শতকরা ৫৬ ভাগ যোগান দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ। তার মধ্যে উপসাগরীয় দেশসমূহের অংশীদারিত্ব ১৮%। এরপরই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অংশীদারিত্ব ১৪%, ইউরোপ ৭%, আফ্রিকা ৩% এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ২%।[২৪]

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে বহু সুদভিত্তিক আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানও ইতোমধ্যে ইসলামী পদ্ধতির প্রতি ঝুঁকেছে। বিশ্বের কর্তৃত্বশীল সিটি গ্রুপের 'গ্লোবাল ইসলামিক ফিন্যান্স গ্রুপ', দি ইউএস গ্রুপ-এর 'ইসলামিক ফান্ড', এইচএসবিসি-এর 'গ্লোবাল ইসলামিক ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট' তাদের গ্রাহকদের সামনে শরীয়াহ্ অনুমোদিত নানা পদ্ধতি ও সেবা হাজির করে চলেছে।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামী ব্যাংকিং, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. অধুনালুপ্ত 'ঢাকা ডাইজেস্ট'-এর প্রধান সম্পাদক, ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর অন্যতম সংগঠক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অন্যতম উদ্যোক্তা জনাব এম এ রশীদ চৌধুরী এক সাক্ষাতকারে বর্তমান লেখককে এ তথ্য জানান। এ তথ্য অধিকতর যাচাই-এর সুযোগ হয়নি।

৮. The International Association of Islamic Banks : Directory of Islamic Banks and Financial Institutions-1997; Bankers' Almanac : Directory of Islamic Banks and Financial Institutions

৯. M. Azizul Huq (Editor), Readings in Islamic Banking, Bangladesh Islamic Bankers Association (BIBA), Vol-1, 1983 & 1984

১০. প্রাগুক্ত।

১১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামী ব্যাংকিং, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড; M. Kabir Hasan Ph.D (Chief Editor), Text Book on Islamic Banking, Islamic Economics Research Bureau, 2003

১২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামী ব্যাংকিং, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. প্রাগুক্ত।

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামী ব্যাংকিং, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড; The International Association of Islamic Banks : Directory of Islamic Banks and Financial Institutions-1997

১৭. List published in the Diary of Islami Bank Bangladesh Limited in 2003 referring to the sources of IAIB & Bankers Almanac

১৮. M. Kabir Hasan Ph.D (Chief Editor), Text Book on Islamic Banking, IERB, 2003

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. 'ইসলামিক ফাইন্যান্স', সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০০৫, পৃষ্ঠা ৬।

২১. ওয়েবসাইট ঃ http//:www.ifsb.org

২২. 'ইসলামিক ফাইন্যান্স', সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, পঞ্চম সংখ্যা, জুলাই ২০০৮, পৃষ্ঠা ১০-১১। ওয়েবসাইট ঃ http//:www.inceif.org

২৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা, মাসিক দারুস সালাম, ইসলামী ব্যাংকিং সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।

২৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

৪.
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং

৪.১. ঐতিহাসিক পটভূমি

বর্তমান বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর মানচিত্রে এমন এক স্বাধীন রাষ্ট্র, যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ নব্বই বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কলোনীরূপে শাসিত হয়েছে এবং তারও আগে পুরো একশ' বছর এ ভূখণ্ড 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' নামক একটি বিলাতি ব্যবসায়ী কোম্পানী ও তাদের কলকাতাকেন্দ্রিক দালাল সহযোগী শ্রেণীর মিলিত শোষণ ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্র ছিল। এ সময় সুদখোর মহাজনদের নিষ্ঠুর নির্যাতন এ অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের নিত্যদিনের ভাগ্যলিপিতে পরিণত হয়।

এদেশের মানুষ দীর্ঘদিন উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এবং তাদের দেশীয় লুটেরা সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাদের এ লড়াই-এ রাজনৈতিক আযাদী হাসিলের আকাঙ্ক্ষার সাথে জড়িয়ে ছিল তাদের বোধ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার স্বপ্ন। বিশ্বাসগত কারণে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমূলক মনোভাব গড়ে উঠেছে। সুদের বিরুদ্ধে তারা যুগ-যুগ ধরে সংগ্রাম করেছেন। বাংলাদেশের ফকীর বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, ফরায়েযী আন্দোলন এবং শেরে বাংলা ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির আন্দোলনে সুদ উচ্ছেদের দাবি ছিল সমুচ্চারিত।[১]

সুদের বিরুদ্ধে জনগণের ঐতিহ্যগত ক্ষোভ ও ঘৃণার পরিচয় এদেশের নানা কাহিনী ও উপাখ্যানে প্রকাশ পেয়েছে। সুদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণার কারণে এদেশে এ বিশ্বাস প্রচলিত হয়েছে যে, সাতজন সুদখোরের নাম লিখে গরুর গলায় ঝুলিয়ে দিলে সে গরুর ঘায়ের পোকা পড়ে যায়। মহাজনী সুদের মতো প্রাতিষ্ঠানিক সুদের ব্যাপারেও জনগণের মনোভাব অভিন্ন।

সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা তাই এদেশের মানুষের বহু পুরনো প্রত্যাশা। সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ শাসনাধীন

www.pathagar.com

বাংলাদেশের কক্সবাজার ও যশোরসহ একাধিক এলাকায় সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। কিন্তু তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে সেসব উদ্যোগ স্থায়ী ভিত্তি অর্জন করতে পারেনি।[২]

৪.২. পাকিস্তান আমল

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা ছিন্ন করে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই এ ভূখণ্ডটিতে মেজরিটি জনগণের আদর্শিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে তাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ক্রমশ সংহত ও জোরদার হয়ে ওঠে।

১৯৪৮ সালের ১ জুলাই স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের প্রথম গভর্নর জনাব জাহিদ হোসেন দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে শরীয়ার নীতিমালার ভিত্তিতে পুনর্গঠনের আহ্বান জানান। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে মত দেন।[৩]

১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের জন্য কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক 'আদর্শিক মূলনীতি প্রস্তাব' গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবে দেশের অর্থব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের উভয় অংশের ৩১ জন বিশিষ্ট আলিম করাচিতে চার দিনের সম্মেলন শেষে সর্বসম্মতভাবে ইসলামী শাসনতন্ত্রের জন্য ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি প্রণয়ন করেন। এর চতুর্থ দফায় 'কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক মারূফ (সৎ) কার্যাবলি জারি করা, নিষিদ্ধ কার্যাবলি রহিতকরণ, ইসলামী রীতি-প্রথা ও আচার-আচরণের পুনরুজ্জীবন ... ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য' বলে উল্লেখ করা হয়।[৪]

পাকিস্তান আমলের প্রায় সবটুকু সময় জুড়েই শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক অব্যাহত থাকে। এই সময় ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়নের দাবি ক্রমশ জোরদার হয়। সুদমুক্ত অর্থনীতি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি তার অংশ ছিল। একাডেমিক ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ডক্টর এম এন হুদা, প্রফেসর ডক্টর কে টি হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ডক্টর হাসান জামান, ভাষা সৈনিক প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম প্রমুখ এক্ষেত্রে সমধিক সোচ্চার ছিলেন। রাজনীতির ময়দানে খেলাফতে রব্বানী পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি সংগঠন ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপারে জনগণের দাবিকে জোরেশোরে উচ্চারণ করে।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর *'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং'*, *'ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ'* প্রভৃতি বই বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার ফলে এ ব্যাপারে সুধী জনগণের মনোযোগ অধিকতর আকৃষ্ট হয়। এসব বই ছাড়াও মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমের লেখা *'ইসলামী অর্থনীতি'* এদেশে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং আন্দোলনের তত্ত্বীয় ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ভিত্তির উপরই এক্ষেত্রে লেখালেখি, আলোচনা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম প্রভৃতির মাধ্যমে জনসচেতনতা ক্রমশঃ জোরদার হয়ে ওঠে। উলামায়ে কিরামের মধ্যে এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী ও শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪.৩. বাংলাদেশ আমল ঃ প্রস্তুতির পথে

মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন শক্তিশালী হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে।

১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক বা আইডিবি'র চার্টারে স্বাক্ষর করে এবং নিজ দেশে ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে।

১৯৭৬ সালে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তানায়ক মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমের নেতৃত্বে ঢাকায় 'ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠন বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ ও ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে।

১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত ইসলামিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশ এ সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে এ সুপারিশ অনুমোদন করে।[৫]

১৯৭৯ সালের নভেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ মহসিন দুবাই ইসলামী ব্যাংকের অনুরূপ বাংলাদেশে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য পররাষ্ট্র সচিবের কাছে লেখা এক চিঠিতে সুপারিশ করেন।[৬] এর পরপরই ডিসেম্বর মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং উইং বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিমত জানতে চায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে তৎকালীন গবেষণা পরিচালক জনাব এ এস এম ফখরুল আহসান ১৯৮০ সালে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য দুবাই ইসলামী ব্যাংক, মিসরের ফয়সল ইসলামী ব্যাংক, নাসের সোশ্যাল ব্যাংক এবং ইন্টারন্যাশনাল

www.pathagar.com

এসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস-এর কায়রো অফিস পরিদর্শন করেন। ১৯৮১ সালে তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।[৭]

১৯৮০ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক সদস্য দেশসমূহের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন।[৮]

১৯৮০ সালের ১৫-১৭ ডিসেম্বর ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরোর উদ্যোগে ঢাকায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর জনাব নূরুল ইসলাম উক্ত সেমিনার উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বাংলাদেশে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।[৯]

১৯৮১ সালের মার্চে ওআইসি দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের গভর্নরদের সম্মেলন সুদানের খার্তুমে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পেশকৃত এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জানান যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।[১০]

১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে লেখা এক পত্রে পাকিস্তানের অনুরূপ বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের সকল শাখায়ও পরীক্ষামূলকভাবে পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং কাউন্টার চালু করে এ জন্য পৃথক লেজার রাখার পরামর্শ দেয়া হয়।[১১]

১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে 'মক্কা' এবং 'তায়েফে' অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সুপারিশ করেন ঃ 'মুসলিম দেশসমূহের উচিত তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার করা।'[১২] এ ঘোষণা বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক ও সক্রিয় মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

১৯৮১ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর এক মাস স্থায়ী এক সার্বক্ষণিক আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক, বিআইবিএম ও প্রস্তাবিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক অব ঢাকা লিমিটেড (বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড)-এর ৩৭ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল এম আযীযুল হক এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।[১৩]

www.pathagar.com

১৯৮২ সালের ১৮ জানুয়ারী থেকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।[১৪]

সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হলো, ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ইসলামী ব্যাংকিং ইন বাংলাদেশ, বায়তুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইত্যাদি।

হিজরী চৌদ্দ শতকের সূচনালগ্নে মুহররম মাসের ১ তারিখে (২২ নভেম্বর ১৯৭৯) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর আলহাজ্ব এম খালেদের নেতৃত্বে ঢাকায় বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন (বিবা) কাজ শুরু করে। ইতোপূর্বে সোনালী ব্যাংক স্টাফ ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যাংকের ব্যাংকারদের অনেকে বিবা-এর কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৮২ সালে এ সংগঠন ব্যাংকার, আইনজীবী, সাংবাদিক, বাণিজ্যিক উদ্যোক্তাসহ বিভিন্ন স্তরের লোকদের জন্য পাঁচটি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে।

১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় তাঁরা বাংলাদেশে বেসরকারী খাতে যৌথ উদ্যোগে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় আইডিবি'র অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রতিনিধি দল সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর প্রচুর কাজ হয়েছে এবং শীঘ্রই এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং চালু করার ব্যাপারে প্রক্রিয়া চলছে।[১৫]

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ব্যাপারে 'ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো' (আইইআরবি) এবং 'বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন' (বিবা) অগ্রণী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিতব্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য দক্ষ ব্যাংকারের শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদকে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এছাড়া এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর পক্ষে জনমত গঠন ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। মুসলিম বিজনেসমেন এসোসিয়েশন (বর্তমানে মুসলিম ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস অ্যান্ড বিজনেসমেন এসোসিয়েশন) ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোক্তা-মূলধন সংগ্রহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

www.pathagar.com

৪.৪. বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী ব্যাংক উদ্বোধন

বহুমাত্রিক দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফসলরূপে ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এক্ষেত্রে ১৯ জন বাংলাদেশী ব্যক্তিত্ব, ৪টি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান এবং আইডিবিসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের ১১টি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সংস্থা এবং সৌদি আরবের দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তারূপে এগিয়ে আসেন।

১৯৮৩ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ব্যাংক অব ঢাকা লিমিটেড' নামে বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকের প্রস্তুতিমূলক কাজ করা হয় এবং এই নামেই তখন পর্যন্ত ব্যাংকের সাইনবোর্ড ও প্রচার পুস্তিকা ব্যবহার করা হয়। আলহাজ্জ মফিজুর রহমান ২৯ মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকের প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। এরপর এ ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' নামে কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকের একটি চমৎকার মনোগ্রাম তৈরি করে দেন দেশের খ্যাতিমান শিল্পী ও ক্যালিগ্রাফার জনাব সবিহউল আলম।

১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ বুধবার সকাল নয়টায় অনাড়ম্বর পরিবেশে লাইসেন্সের শর্ত পূরণের জন্য ৭৫ নং মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় ব্যাংকের রেজিস্টার্ড অফিসে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'-এর কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। ব্যাংকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে কোন আনুষ্ঠানিক দাওয়াতপত্র ছাপা হয়নি। শুধু পত্রিকায় খবর দেখে অনেক লোক এ অনুষ্ঠানে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বায়তুশ শরফ-এর পীর সাহেব মাওলানা আব্দুল জব্বার, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ডাইরেক্টর জেনারেল জনাব এএফএম ইয়াহিয়া, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের নির্বাহী সহ-সভাপতি জনাব কফিলউদ্দীন মাহমুদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা পরিচালক জনাব এএসএম ফখরুল আহসান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর জনাব এম খালেদ, ঢাকার কালেক্টর অব কাস্টমস জনাব শাহ আব্দুল হান্নান, 'দৈনিক দেশ'-এর সম্পাদক জনাব সানাউল্লাহ নূরী এবং দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক জনাব আখতার-উল-আলমসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ্জ আব্দুর রাজ্জাক লস্করের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জনাব এএফএম ইয়াহিয়া, জনাব এএসএম ফখরুল আহসান, জনাব কফিলউদ্দীন মাহমুদ, ব্যাংকের সাবেক প্রকল্প পরিচালক ও ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্জ মফিজুর রহমান বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠান

www.pathagar.com

উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট ও প্রথম প্রধান নির্বাহী জনাব এম আযীযুল হক।

৩০ মার্চ ব্যাংকের অনানুষ্ঠানিক উদ্বোধনী দিনে ৪৮টি হিসাব খোলা হয় এবং তাতে জমার পরিমাণ ছিল ৩৫ লাখ টাকা। ব্যাংকের প্রথম হিসাবটি খোলা হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর নামে। ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব এএফএম ইয়াহিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষে পঁচিশ লাখ টাকা জমা দিয়ে বাংলাদেশে ইসলামী শরীয়াহ্ মুতাবেক প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকে আল-ওয়াদিয়া নীতির ভিত্তিতে প্রথম হিসাবটি খোলার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন।

৩০ মার্চ থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত শুধু আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাবে টাকা জমা নেয়া হয়। এরপর ১৯৮৩ সালের ১২ আগস্ট সকালে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার প্রধান সড়কে বিশাল প্যান্ডেলের নিচে ব্যাংকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১২ আগস্ট থেকে চলতি হিসাব ছাড়াও মুদারাবা পদ্ধতিতে প্রফিট-লস শেয়ারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট বা পিএলএস সঞ্চয়ী হিসাব খোলা শুরু হয়।

৪.৫. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বাস্তবায়ন

'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'-এর সফল অগ্রযাত্রার পথ ধরে পরবর্তীতে এদেশে আরও কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

- ১৯৮৭ সালে 'আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে 'ওরিয়েন্টাল ব্যাংক' এবং বর্তমানে 'আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড' নামে ব্যাংকটি পরিচালিত হচ্ছে।
- ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে 'আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' এবং 'সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এর নাম হয় 'শামিল ব্যাংক অব বাহ্রেইন' (ইসলামী ব্যাংকার্স)। বর্তমানে এদেশে এই ইসলামী ব্যাংকটির কার্যক্রম নেই।
- ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড'।
- ২০০৪ সালের ১ জুলাই থেকে সুদভিত্তিক 'এক্সিম ব্যাংক' তার কার্যক্রম ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে।
- ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পরিহার করে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়ে 'ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' নাম ধারণ করে।
- উল্লিখিত ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ছাড়াও ৯টি সুদভিত্তিক ব্যাংকের মোট ২০টি পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বর্তমানে কাজ করছে।[১৬]

www.pathagar.com

এক নজরে ইসলামী ব্যাংকিং শাখাধারী কনভেনশনাল ব্যাংকের শাখা সংক্রান্ত তথ্য

ব্যাংকের নাম	মোট শাখার সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০০৯)	ইসলামী ব্যাংকিং শাখার সংখ্যা	ইসলামী ব্যাংকিং শুরু
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	৮৪	০৫	১৯৯৫
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	৫০	০২	২০০৩
সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৫৬	০৫	২০০৩
দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	৩৮	০২	২০০৩
যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	৫৪	০২	২০০৩
দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	৯৭	০১	২০০৩
এবি ব্যাংক লিমিটেড	৭৭	০১	২০০৪
এইচএসবিসি	১০	০১	২০০৪
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	২৭	০১	২০০৪
মোট শাখার সংখ্যা ঃ	**২৫০২**	**২০**	

❐ ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং শাখার পরিবর্তে কনভেনশনাল শাখার মধ্যেই 'ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো' খোলার লাইসেন্স প্রদান শুরু করে।

এক নজরে ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোধারী কনভেনশনাল ব্যাংকের তথ্য

ব্যাংকের নাম	মোট শাখার সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০০৯)	ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো সংখ্যা	ইসলামী ব্যাংকিং শুরু
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৪	০৫	২৯ জুন ২০১০
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	৮৬৭	০৫	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	৩৮৬	০২	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	৪১	০২	১৫ ডিসেম্বর ২০০৯
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	৪১	০৪	২৪ ডিসেম্বর ২০০৮
দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৪২	০৫	০২ জুলাই ২০০৮
মোট সংখ্যা ঃ	**২৫৬১**	**২৩**	

সফলভাবে ইসলামী ব্যাংকিং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় ইসলামী ব্যাংকগুলো সম্মিলিতভাবে ২০০১ সালের ১৬ আগস্ট প্রতিষ্ঠা করে *'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ'*।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ গত ০৯ নভেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী তারিখে শরী'আহ্ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য *'গাইডলাইন্স ফর ইসলামিক ব্যাংকিং'* শীর্ষক বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫/২০০৯ জারি করে। বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠিত হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ হতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য প্রদত্ত এটাই প্রথম গাইডলাইন।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা, দ্বিতীয় সংস্করণ, দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮।

২. কুড়ি শতকের গোড়ার দিকে কক্সবাজারে সুদমুক্ত একটি স্বল্পকালস্থায়ী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। কক্সবাজারের দায়রা জজ আদালতের প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমদ চৌধুরী ইসলামী ব্যাংক কক্সবাজার শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে ১৯৮৬ সালের ২৬ আগস্ট তারিখে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতায় এ তথ্য উল্লেখ করেন। কুড়ি শতকের শুরুর দিকে যশোরের দড়াটানা মোড়ে (যেখানে মুন্সী মেহেরুল্লাহর দর্জির দোকান ছিল, তার পাশে) একটি স্বল্পকালস্থায়ী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে এ লেখককে ১৯৮৯ সালে জানান যশোরের প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব জনাব ওয়াহেদ আলী আনসারী।

৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামী ব্যাংকিং, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

৪. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামী ব্যাংকিং, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড; স্মারকগ্রন্থ, এপ্রিল ২০০৩, ওলামা-মাশায়েখ প্রতিনিধি সম্মেলন-২০০৩, কেন্দ্রীয় ওলামা-মাশায়েখ কমিটি, ৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামী ব্যাংকিং, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. M. Azizul Huq (Editor), Readings in Islamic Banking, BIBA, Vol-1, 1983 & 1984

৯. Thoughts on Islamic Economics, IERB, Special Issue on Banking, February, 1982

১০. M. Azizul Huq (Editor), Readings in Islamic Banking, BIBA, Vol-1, 1983 & 1984

১১. প্রাগুক্ত।

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. এম কামালউদ্দীন চৌধুরী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি উপলক্ষে দৈনিক সংগ্রামে ২৩ জুলাই ২০০৪ তারিখে প্রকাশিত সাক্ষাতকার।

১৪. প্রাগুক্ত।

১৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামী ব্যাংকিং, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড; Also see Islami Bank : 18 Years of Progress, Public Relations Department, Islami Bank Bangladesh Ltd., 2001.

১৬. ব্যাংকসমূহ থেকে সংগৃহীত ও সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত পরিসংখ্যান।

www.pathagar.com

৫.
ইসলামী ব্যাংকের পরিচয়

৫.১. ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা

'ইসলামী ব্যাংক' এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালার বাস্তবায়ন করা।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) ইসলামী ব্যাংকের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছে ঃ

> 'Islami Bank is a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations.' [১]

অর্থাৎ 'ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার উদ্দেশ্য, মূলনীতি এবং কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরীয়াহর সকল নীতিমালা মেনে চলে এবং তার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে।'

মালয়েশিয়ার *ইসলামী ব্যাংকিং আইন ১৯৮৩* অনুসারে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা ঃ

> 'Islamic Bank is a company which carries on Islamic Banking business... Islamic Banking business means banking business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the religion Islam.' [২]

অর্থাৎ 'ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি কোম্পানি যা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত; ... ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসা হচ্ছে এমন এক ধরনের ব্যবসা যার লক্ষ্য এবং কার্যক্রমের কোথাও এমন কোন উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করেনি।'

International Association of Islamic Banks তাদের সংজ্ঞায় বলেছে ঃ

> 'The Islamic Bank basically implements a new banking concept, in that it adheres strictly to the ruling of the Islamic Shariah in the fields of finance and other dealings.

www.pathagar.com

> Moreover, the bank which is functioning in this way must reflect Islamic principles in real life. The bank should work towards the establishment of an Islamic Society; hence, one of its primary goals is the deepening of the religious spirit among the people.'

অর্থাৎ 'ইসলামী ব্যাংক মূলত একটি নতুন ব্যাংকিং ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেয়, যাতে তা ফাইন্যান্স এবং অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ার বিধিবিধান কঠোরভাবে মেনে চলে। অধিকন্তু, ইসলামী ব্যাংক এভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধিবিধানকে অবশ্যই প্রতিবিম্বিত করবে। ব্যাংককে একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত এবং সে জন্য এর অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য হলো জনগণের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা গভীরভাবে প্রোথিত করা।'

ডক্টর শাওকী ইসমাঈল সাহতা ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বলেন ঃ

> 'It is therefore,... imperative for an Islamic bank to incorporate in its functions and practices commercial investment and social activities, as an institution designed to promote the civilized mission of an Islamic economy.'

অর্থাৎ "কাজেই ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম ও প্রয়োগ রীতিতে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ এবং সামাজিক কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরি, যেন এটি (ইসলামী ব্যাংক) ইসলামী অর্থনীতির সুশীল লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি প্রতিষ্ঠান রূপে কাজ করতে পারে।"

ডক্টর জিয়াউদ্দীন আহমদ-এর মতে ঃ

> 'Islamic banking is essentially a normative concept and could be defined as conduct of banking in consonance with the ethos of the value system of Islam.'

অর্থাৎ "ইসলামী ব্যাংকিং হলো একটি নীতিগত ধারণা এবং এটিকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকিং হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।"

উপরের সংজ্ঞাসমূহ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলামী ব্যাংকিং আর্থিক মধ্যস্থতার এমন একটি পদ্ধতি যা তার লেনদেনে সুদ গ্রহণ ও প্রদান করে না এবং এর কার্যাবলী এমনভাবে পরিচালনা করে যাতে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয়। এটি এমন এক ব্যাংকিং পদ্ধতি যা লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই লেনদেনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

www.pathagar.com

৫.২. ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রধান দু'টি দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। প্রথমত আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ব্যবসাকে 'হালাল' আর সুদকে 'হারাম' ঘোষণা করেছেন। কোন মুসলমান একথা জানার পর তার পক্ষে সুদভিত্তিক লেনদেনের সাথে জড়িত থাকা ঈমানের পরিপন্থী। মিথ্যা বলা যেমন হারাম, শূকরের গোশত খাওয়া যেমন হারাম, খুন-জখম যেমন হারাম, সুদ তেমনি হারাম। সুতরাং সুদভিত্তিক লেনদেনের বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা একটি ঈমানী দায়িত্বের প্রতিফলন।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো সুদভিত্তিক ব্যাংকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি। সুদনির্ভর প্রতিষ্ঠান সুদের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে শোষণ করে। সুদের কারণে ব্যবসায়ীর নৈতিকতা নষ্ট হয়। পণ্যের ওপর সুদের বাড়তি মূল্য যোগ হওয়ায় বাজারে পণ্যের দাম বেড়ে যায়। ফলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমে যায়। এ সকল অব্যবস্থার মুকাবিলায় ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম।

৫.৩. ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামের আর্থ-সামাজিক মূলনীতির আলোকে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার তাকীদ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। প্রচলিত ধারার ব্যাংক-ব্যবস্থার সাথে এ ব্যাংকের পার্থক্য নীতিগত। এ ব্যাংকের কর্মধারাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলামী শরীয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত এ ব্যাংকের সকল লেনদেন সুদমুক্ত। ন্যায়ানুগ মুনাফা এ ব্যাংকের আর্থিক লেনদেনের ভিত্তি। আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েম এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

ইসলামী ব্যাংক অর্থনীতি, আর্থিক লেনদেন ও সম্পদ বণ্টনে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে বৈষম্য দূরীকরণ, ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা এবং আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণ এবং ইসলামে অনুমোদিত অন্যান্য পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুদকে সর্বতোভাবে পরিহার করে, যা সকল শোষণের উৎস এবং ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের জন্য দায়ী।

ইসলামী ব্যাংক তার নীতি, কর্মসূচী ও কর্মধারার মাধ্যমে যেসব মৌলিক আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য হাসিল করতে চায় ঃ

১. সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যায়, অবিচার, যুলুম, শোষণ ও বৈষম্য দূর করা।

২. অর্থনীতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও লেনদেনের অন্য সব ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য আনয়ন।

www.pathagar.com

৩. মানব সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, তাদের দুঃখ মোচন ও জীবন-মানের উন্নয়ন।

৪. সুদের সর্বনাশা কুফল থেকে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে মুক্ত করা এবং আয়ের উৎস হিসেবে শ্রমের মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা।

৫. ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক ভাবধারার মূলোৎপাটন করে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক কল্যাণের আদর্শ কায়েম।

৫.৪. ইসলামী ব্যাংকের কর্মনীতি

১. শরীয়াহ্ মুতাবেক সকল কাজ পরিচালনা করা।

২. আর্থিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে সুদমুক্ত করা।

৩. ব্যাংকিং কার্যক্রমকে জনকল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত করা।

৪. বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী নীতির অনুসরণ করার কারণে কেবলমাত্র মুনাফাকে অগ্রাধিকার দানের পরিবর্তে সমাজের সাধারণ চাহিদার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ খাতের অগ্রাধিকার নিরূপণ করা।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।

৬. স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

৭. মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৮. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

৯. ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

তথ্যসূত্র

১. Definition by the General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference accepted in the Foreign Ministers Conference held in Dakar in 1978; cited in many books & journals including in different publications of IBBL & in the Text Book on Islamic Banking, IERB, 2003

২. Islamic Banking Act 1983 of Malaysia (Act No. 272); cited in many books & journals including the Text Book on Islamic Banking : IERB, 2004

www.pathagar.com

৬.
ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি

'ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার মৌলিক বিধান ও কর্ম-পদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং কর্মকাণ্ডের সকল পর্যায়ে সুদকে বর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' ইসলামী সম্মেলন সংস্থার গৃহীত এই সংজ্ঞা পৃথিবীর সকল দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের ভিত্তি। এই সংজ্ঞার মধ্যে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পরিচয়ও সম্যকরূপে বিধৃত।

ইসলামের আর্থ-সামাজিক মূলনীতির আলোকে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার চেতনা ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রেরণারূপে কাজ করেছে। ইসলামী শরীয়ার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে এ ব্যাংকের সকল লেনদেন সুদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত এবং সেইসাথে আর্থ-সামাজিক সুবিচার ও মানুষের সার্বিক উন্নয়ন এ ব্যাংক ব্যবস্থার লক্ষ্য।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার পার্থক্য নীতিগত এবং মৌলিক। ইসলামী ব্যাংকের কর্মধারাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র লক্ষ্য ও অনন্য কর্মকৌশলের মধ্য দিয়ে এ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ ঘটে এবং শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় ফুটে ওঠে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক কয়েকটি দিক এখানে প্রচলিত ধারার ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা হলো।

৬.১. ব্যক্তিস্বার্থ নয়, সামাজিক কল্যাণের আদর্শ

ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক কর্মকাণ্ডে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়ভিত্তিক একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক কাজ করে। ব্যক্তিস্বার্থ নয়, সামাজিক কল্যাণ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল কথা। শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের আদর্শ। শুধু আয়ের সৃষ্টি নয়, সে আয়ের সুষম বণ্টনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম নীতি। ইসলামী ব্যাংকের এ নীতির মূলে রয়েছে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ, "...যাতে করে ধনসম্পদ শুধু বিত্তবানদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না থাকে (আবর্তিত না হয়)।" (সূরা হাশর ঃ ৭)

www.pathagar.com

মুষ্টিমেয় মানুষের মাঝেই শুধু ধনসম্পদ যাতে আবর্তিত না হয়, অর্থসম্পদ কুক্ষিগত হতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে দরিদ্র, স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীনদের জন্য বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং এভাবে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য।

ইসলামী ব্যাংক সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মেধা ও কর্মক্ষমতা কাজে লাগিয়ে তাদেরকে উৎপাদনে জড়িত করে। তাদের জন্য আয়-রোজগারের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে যেকোন মূল্যে মুনাফা অর্জন ও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করাই সুদভিত্তিক ব্যবস্থার সারকথা।

৬.২ সামাজিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয়

ইসলামী ব্যাংক শুধু একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়, ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার সহায়ক একটি সামাজিক আন্দোলন। উন্নয়ন সম্পর্কে ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব ধারণা রয়েছে। প্রচলিত অর্থনৈতিক ধারণার তুলনায় তা ব্যাপকতর অর্থ বহন করে। ইসলামী ব্যাংক 'উন্নয়ন' বলতে শুধু মুষ্টিমেয় মানুষের উন্নয়ন মনে করে না। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও এ ব্যাংক মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন বলে গণ্য করে না। মানুষের সার্বিক উন্নয়ন এ ব্যাংকের আদর্শ। সেই উন্নয়ন মূল্যবোধ সমন্বিত, বহুমুখী ও গতিশীল। উন্নয়নের এই সমন্বিত লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ নির্মাণ সম্ভব। এই লক্ষ্যেই ইসলামী ব্যাংক কাজ করে।

ইসলামী ব্যাংকের বিবেচনায় সামাজিক উন্নয়নই হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি। সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইসলামী ব্যাংক তাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের দুই ধারাকে সমন্বিত করতে চায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক–এই উভয় পরিসরে এ ব্যাংক কাজ করে। ইসলামী ব্যাংক এভাবেই সামাজিক স্বার্থ ও ন্যায়বিচারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। অন্যদিকে সুদনির্ভর ব্যাংক ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিগত মুনাফার প্রশ্নটিই শুধু বিবেচনা করে।

৬.৩. অর্থনীতিতে নৈতিক শৃঙ্খলার বিধান অনুসরণ

অর্থসম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ও আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েম ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য। এ লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে অর্থনীতিতে মানবকল্যাণের একটি বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে ইসলাম। এই নৈতিক বাধ্যবাধকতা বা নৈতিক শৃঙ্খলা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভিত্তি। অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থসম্পদ, মানব সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিক শৃঙ্খলার বিধান অনুপস্থিত। ফলে অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা দেখা দেয়। সমাজে অনাচার ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এভাবে সমাজের

www.pathagar.com

সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। অনেক পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদও স্বীকার করেছেন যে, নৈতিকতাহীন অর্থনীতি অশান্ত সাগরের বুকে হালবিহীন জাহাজের মতই বিপন্ন।

ইসলামী ব্যবস্থার উদ্দেশ্য শুধু একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান কায়েম করা নয়, এটি মাধ্যম বটে। সামাজিক কল্যাণের আদর্শের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠাও এই ব্যবস্থার লক্ষ্য। ইসলামী অর্থনীতির নৈতিক বিধান অনুসরণ করে ইসলামী ব্যাংক তার আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। ইসলামী অর্থব্যবস্থার নৈতিক বিধানের সারকথা হলো ঃ

ক) সকল সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক আল্লাহ। মানুষ ট্রাস্টি হিসেবে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের অনুবর্তী হয়ে সে সম্পদ অর্জন ও ব্যবহার করবে।

আল্লাহ্‌র মালিকানা সম্পর্কে কুরআন মজীদের ঘোষণা ঃ

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সমস্ত আল্লাহরই।"

(সূরা বাকারা ঃ ২৮৪)

"...আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই।"

(সূরা হাদীদ ঃ ১০)

"আল্লাহ–আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা তাঁরই।"

(সূরা ইবরাহীম ঃ ২)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা তাঁরই..."।

(সূরা হজ্জ ঃ ৬৪)

"...আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮০)

"আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।"

(সূরা কাসাস ঃ ৫৮)

"...যমীন তো আল্লাহ্‌রই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁর উত্তরাধিকারী করেন...।" (সূরা আরাফ ঃ ১২৮)

আল্লাহর মালিকানা আসলে মানুষেরই জন্য। 'সৃষ্ট জীবে'র মধ্যে সুষম বণ্টনের মাধ্যমে কল্যাণের লক্ষ্যে ঃ

"তিনি পৃথিবী স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য।"

(সূরা রাহমান ঃ ১০)

"তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন...।"

(সূরা বাকারা ঃ ২৯)

www.pathagar.com

খ. মানুষ সম্পদ ব্যবহার করবে ইহকালীন ও পরকালীন 'হাসানাহ' বা সুন্দর এবং 'ফালাহ' বা কল্যাণকে আহরণ করার জন্য।

সম্পদের ব্যয় ও ব্যবহার সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

"...আর আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় করো (শরীয়ার বিধান অনুসারে)। ..."(সূরা হাদীদ ঃ ৭)

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী (র) বলেছেন, আল্লাহই নিরঙ্কুশ মালিক এবং বান্দার শুধু ব্যয়-ব্যবহারের অধিকার।

"তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও।"
(সূরা বাকারা ঃ ৪৩)

"তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও।"
(সূরা বাকারা ঃ ১১০)

"পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ মুমিনদের জন্য যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়....।" (সূরা নামল ঃ ২-৩)

"হে মুমিনগণ, আমি যা তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে তোমরা ব্যয় কর।" (সূরা বাকারা ঃ ২৫৪)

"...আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান করবে..." (সূরা নূর ঃ ৩৩)

"হে মুমিনগণ, তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই, তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর...।" (সূরা বাকারা ঃ ২৬৭)

"আল্লাহ যা কিছু তোমাকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো...।" (সূরা কাসাস ঃ ৭৭)

"...আর ফসল তোলার দিন তার হক প্রদান করবে...।"
(সূরা আনআম ঃ ১৪১)

"তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবে না?.." (সূরা হাদীদ ঃ ১০)

"কে আছে যে আল্লাহ তা'আলাকে দেবে উত্তম ঋণ? ..."
(সূরা হাদীদ ঃ ১১)

"তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা যা ভালবাসো তা থেকে ব্যয় না করো।..." (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২)

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।"
(সূরা বাকারা ঃ ১৯৫)

www.pathagar.com

"আমি তোমাদের যে রিযক দিয়েছি, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে তা থেকে ব্যয় করবে।" (সূরা মুনাফিকুন ঃ ১০)

"লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে। বলুন যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৫)

গ. 'আদল' বা ন্যায়বিচার এবং 'ইহসান' বা দয়া প্রতিষ্ঠা ইসলামের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যম।

ইহসান এবং আদল বা ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মজীদ ঃ

"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ .....।" (সূরা নিসা ঃ ১৩৫)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকাজ পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে ...।" (সূরা নিসা ঃ ৫৮)

"নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা চুক্তি ভঙ্গকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আনফাল ঃ ৫৮)

"...আর যদি বিচার-নিষ্পত্তি কর, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।" (সূরা মায়িদা ঃ ৪২)

"...আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম।" (সূরা মায়িদা ঃ ৪৫)

"...আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসিক।" (সূরা মায়িদা ঃ ৪৭)

"তারা বলবে, আমরা মুসল্লীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, আমরা মিসকীনকে খাবার দান করতাম না।.." (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৪৩-৪৪)

"...অতএব আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করবেন না।" (সূরা দুহা ঃ ৯-১০)

"সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং মিসকীনকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না।" (সূরা মাউন ঃ ২-৩)

"...সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ছিল না এবং মিসকীনকে অন্নদানে উৎসাহিত করতো না।" (সূরা হাক্কা ঃ ৩৩-৩৪)

www.pathagar.com

"তুমি কি জানো বন্ধুর গিরিপথটি কি? এটা হচ্ছে দাসমুক্তি বা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্যদান–ইয়াতীম আত্মীয়কে বা দারিদ্র্য নিষ্পেষিত মিসকীনকে।" (সূরা বালাদ ঃ ১২-১৬)

"এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্যদানে বিরত থাকে।" (সূরা মাউন ঃ ৭)

"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ এবং একে অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।" (সূরা নিসা ঃ ২৯)

"....এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।" (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

"...সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা একে অপরের সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সাহায্য করবে না।" (সূরা মায়িদা ঃ ২)

অর্থনৈতিক সুষম বণ্টন হবে আদল ও ইহসানের ধারায়। ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী ও অন্য ধর্মের অনুসারীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়নে প্রশাসন হবে সার্বজনীন পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে রয়েছে সর্বমানবিক দৃষ্টিকোণ ঃ

"আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে, তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌কেও গালি দিবে।..." (সূরা আন'আম ঃ ১০৮)

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর...।" (সূরা মায়িদা ঃ ৮)

মানবিকতা ও সততা সম্পর্কে রাসূল (ﷺ)-এর বাণী ঃ

"বিধবা ও মিসকীনের সাহায্যের কাজে চেষ্টাকারী ও উদ্যোগ গ্রহণকারী এবং ব্যবস্থাকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তির সমমর্যাদাসম্পন্ন।" (বুখারী ও মুসলিম)

"সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের হাশর হবে সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে।" (তিরমিযী)

www.pathagar.com

ঘ. তারা 'মা'রূফ' বা কল্যাণমূলক ইনস্টিটিউশন কায়েম করবে এবং নিজেদের জীবনকে 'মুনকার' বা সকল বোঝা-বন্ধন ও কষ্ট-যাতনার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে। মানুষের জীবনকে ভারমুক্ত ও সহজ করে তোলা ইসলামী ব্যবস্থার লক্ষ্য।

মা'রূফ ও মুনকার সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।"
(সূরা হাক্কা ঃ ৪৮)

"এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।" (সূরা তাকভীর ঃ ২৭)

"তুমি মানুষকে তোমার প্রভুর দিকে আহবান জানাও হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে সংলাপ (মতবিনিময়) কর উত্তম পন্থায়।" (সূরা নাহল ঃ ১২৫)

"তাদেরকে উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, ...।" (সূরা আনআম ঃ ৭০)

"...উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয়, তবে উপদেশ দাও।"
(সূরা আ'লা ঃ ৯)

"অতএব আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো একজন উপদেশদাতা"। (সূরা গাশিয়া ঃ ২১)

"...রাসূলগণের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেওয়া।"
(সূরা নাহল ঃ ৩৫)

"অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দেওয়া।" (সূরা নাহল ঃ ৮২)

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ-তে বিশ্বাস কর।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

"....তবে উপদেশ দেওয়া তাদের কর্তব্য যাতে তারাও তাকওয়া অবলম্বন করে।" (সূরা আনআম ঃ ৬৯)

এ নৈতিক বিধানের আলোকে বিশ্ব-অর্থব্যবস্থাকে মানবীয় কল্যাণাদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠনের জন্য ইসলামী ব্যাংক কাজ করছে। প্রচলিত সুদনির্ভর ব্যাংক ব্যবস্থা এই নৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ফলে তার পক্ষে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিধান করা সম্ভব নয়। সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে তোলা ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধিতেই সহায়তা করছে।

www.pathagar.com

৬.৪. বিনিয়োগ কার্যক্রমে অংশীদারিত্বের নীতি

ইসলামী ব্যাংক 'মুশারাকা' বা লাভ-লোকসান অংশীদারিত্ব নীতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে। এ ধরনের ব্যবসায়ে লাভ হলে ব্যাংক তার অংশ পায়। লোকসান হলে তার অংশও ব্যাংক বহন করে। বর্তমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এবং ব্যাংকিং ক্ষেত্রে এটি একটি বৈপ্লবিক চিন্তা। এর ফলে ব্যাংক গ্রাহকের সাথে একাত্ম হয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালায়। এধরনের কারবারে ব্যাংক গ্রাহকের সাফল্যকে তার নিজের সাফল্য মনে করে। গ্রাহকের ব্যর্থতাও ব্যাংকের ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য হয়। গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার এই একাত্মতা ইসলামী ব্যাংকিং-এর একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। অংশীদারী ভিত্তিক ও উন্নয়নমুখী কল্যাণধর্মী এ ব্যবস্থা প্রচলিত সুদনির্ভর পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

৬.৫. টাকার কারবার নয়–পণ্যের ব্যবসা

মুশারাকা পদ্ধতি ছাড়াও মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জল, বাই-সালাম, ইজারা, ভাড়ায় ক্রয় প্রভৃতি পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করে থাকে। সুদমুক্ত এসব পদ্ধতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, ব্যাংক কাউকে সরাসরি টাকা লগ্নি করে না। পণ্যের মাধ্যমে ব্যাংক এসব বিনিয়োগ পরিচালনা করে। টাকা লগ্নি করে বিনিময়ে বাড়তি টাকা গ্রহণ সুদের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করে যে অর্থ অর্জিত হয়, তা লাভ। টাকার নিজস্ব কোন উৎপাদন ক্ষমতা নাই। মানুষের কোন প্রয়োজনেই টাকা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে না। এটি একটি মাধ্যম, একটি পরিমাপ, একটি মানদণ্ড এবং একটি ভাণ্ডারের ভূমিকা পালন করে মাত্র। তাই ইসলাম অর্থকে পণ্য হিসেবে গণ্য করে না। টাকার বিনিময়ে টাকা বেশি বা কম গ্রহণ-প্রদানকেও ইসলাম অনুমোদন করে না।

সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর আসল পরিচয় হলো, তারা টাকার ব্যবসায়ী। টাকাকেই তারা পণ্যের মতো বেচা-কেনা করে। তাদের এই কার্যক্রমকে সক্রেটিস আখ্যা দিয়েছেন 'জালিয়াতি'। আর কার্ল মার্কস-এর ভাষায় এ ধরনের ব্যাংকাররা হলো 'ডাকাত', 'সিঁদেল চোর', 'বিকট শয়তান'। ব্যাংকিং ব্যবসায়ের নামে পরিচালিত এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক জালিয়াতি ও চৌর্যবৃত্তির মূলোৎপাটনের জন্য ইসলামী ব্যাংক আপোসহীন যুদ্ধে লিপ্ত।

৬.৬. মুদ্রাস্ফীতির কারণ দূর করা

'মুদ্রাস্ফীতি' আধুনিক অর্থনীতির একটি প্রধান সমস্যা। মুদ্রাস্ফীতি সামাজিক সুবিচার ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার বিরোধী। অর্থের মূল্যমান স্থিতিশীল রাখা তাই ইসলামের অর্থনৈতিক নীতিমালার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

প্রধান তিনটি কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে ঃ

ক. অর্থের ক্রমবৃদ্ধির সাথে উৎপাদন প্রবৃদ্ধির অসামঞ্জস্য;
খ. অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধি;
গ. সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি।

সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় পণ্যের সাথে টাকার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় অর্থনৈতিক কার্যক্রম ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট হারে মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ঘটতে পারে। ফলে মুদ্রার সামগ্রিক সোপান বেড়ে গিয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। সুদনির্ভর অর্থলগ্নির ফলে বাজারে অর্থের সরবরাহ বেড়ে যায়। সে অর্থ উৎপাদনে নিয়োজিত না হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে বাধ্য।

ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম নানা উপায়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। প্রথমত ইসলামী ব্যাংক অর্থের লগ্নি করে না। পণ্যের বেচাকেনাই ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির মূল ভিত্তি। উৎপাদনের সাথে এ পণ্য প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। পণ্যভিত্তিক এই বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির কারণ দূর হয়। লগ্নিকৃত টাকা অনেক সময় নির্ধারিত খাতের বাইরে সরিয়ে নেয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে ব্যাংকের ঋণ প্রদানের উৎপাদনমূলক লক্ষ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। পণ্যভিত্তিক বিনিয়োগ এ ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

দ্বিতীয়ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অত্যাবশ্যকীয়, উৎপাদনমূলক, শ্রমের সাথে যুক্ত, সামাজিকভাবে লাভজনক এবং বৈধ খাতে বিনিয়োগ করা হয়। এ বিনিয়োগনীতি সমাজের মানুষের চাহিদার সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। এ নীতি মুদ্রাস্ফীতির সবক'টি কারণ দূর করতে সহায়তা করে।

তৃতীয়ত ইসলামী ব্যাংক মানুষকে শুধু ব্যাংকিং-এর প্রতি আকৃষ্ট করে না, সামাজিক দায়িত্ব পালনেও তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সমাজে অবৈধ আয়কে নিরুৎসাহিত করে। সম্পদের সুবিচারমূলক বণ্টন এবং ন্যায়নিষ্ঠ লেনদেনের সুযোগ প্রসারিত করে। ইসলামী ব্যবস্থায় নৈতিক শৃংখলার নীতি প্রাধান্য পায়। ফলে সম্পদের অপরিমিত ব্যবহার ও অপচয় নিরুৎসাহিত হয়। এ ব্যবস্থা কার্যকরী হবার ফলে অপ্রয়োজনীয় ও অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হ্রাস পায়। বর্ধিত সরকারী ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনও কমে আসে।

৬.৭ বেকারত্ব দূরীকরণ ও অধিক কর্মসংস্থান

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য, নীতি ও কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের সাথে যুক্ত। উৎপাদনমূলক কার্যক্রম কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করে। ইসলামী ব্যাংক শুধু সম্পদশালী লোকদের মাঝে তার বিনিয়োগ সীমিত রাখে না। সমাজের স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীন লোকদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। এটি ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের একটি অপরিহার্য কর্মকৌশল।

www.pathagar.com

অন্যদিকে কর্মসংস্থানে সুদের ভূমিকা নেতিবাচক। কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত করতে সুদ শক্তিশালী উপাদানরূপে কাজ করে। সুদের ইতিবাচক হার পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা রাখতে ব্যর্থ হয়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা এ দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বেকারত্ব দূরীকরণে ও অধিক কর্মসংস্থানে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা ইতিবাচক, প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়।

৬.৮. সম্পদ সৃষ্টি ও বণ্টনে জনকল্যাণের আদর্শ

সঞ্চয় সংগ্রহ এবং তা বিনিয়োগের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকের নীতি ও কর্মপন্থা সুদভিত্তিক ব্যাংক থেকে আলাদা। জনগণের কাছ থেকে সঞ্চয় সংগ্রহ করে তা তাদেরই ভাগ্যোন্নয়নের কাজে খাটানো ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ নীতি ইসলামী ব্যাংকের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যদিকে অর্থলগ্নির মাধ্যমে সম্পদ কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যেই সুদভিত্তিক ব্যাংকের জন্ম। ফলে প্রধানত অর্থশালী লোকেরাই সুদভিত্তিক ব্যাংকের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। আবার বিত্তবান সকল লোকের গুরুত্ব এসব ব্যাংকের কাছে সমান নয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকের নজর বড় বড় সঞ্চয়ের প্রতি নিবদ্ধ। কমসংখ্যক লোকের কাছ থেকে বেশি সঞ্চয় সংগ্রহ করা তাদের কাছে বেশি লাভজনক ও কম ঝামেলাপূর্ণ। এসব সঞ্চয়কারীর টাকা লগ্নি করা হয় অধিকতর সম্পদশালী মুষ্টিমেয় লোকদের মাঝে। তেলা মাথায় তেল দেয়াই তাদের এ কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য। এটাই তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুবিধাজনক। এভাবে সুদভিত্তিক ব্যবস্থা সমাজের অর্থ-সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত করার একটি প্রক্রিয়ারূপে কাজ করে। এ প্রক্রিয়ায় সমাজে ধনবৈষম্য বেড়ে যায়, সামাজিক ভারসাম্য ভেঙ্গে পড়ে।

ইসলামী ব্যাংকের অবস্থা এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ ব্যাংক সমাজের সার্বিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে থাকে। সমাজের সকল স্তরের মানুষকে ব্যাংক তার কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করে এবং জনগণকে ইসলামী সঞ্চয় নীতির প্রতি আকৃষ্ট করাই বেশি জরুরি গণ্য করে।

ইসলাম অর্থের মজুদ বৃদ্ধি নিরুৎসাহিত করেছে, কিন্তু সঞ্চয় সৃষ্টি করে তা উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করতে উৎসাহ দিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক তাই জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে তা নিজস্ব পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে। এসব ক্ষুদ্র আমানত গ্রহণের ফলে হিসাব রক্ষা সংক্রান্ত কাজের চাপ এবং প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। তা সত্ত্বেও এ সঞ্চয়নীতি অনুসরণকে ইসলামী ব্যাংক সমাজের জন্য লাভজনক এবং ব্যাংকের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য বিবেচনা করে। সমাজ-সংগঠন-প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশীদার ইসলামী ব্যাংক জাতির প্রতিটি সদস্যকে সঞ্চয়ের কাজে অভ্যস্ত করে তুলতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী। সঞ্চয়ের এ অভ্যাসকে ইসলামী ব্যাংক সমাজের সকল সদস্যের মজ্জাগত অভ্যাসরূপে গড়ে

www.pathagar.com

তুলতে চায়। সমাজে সঞ্চয়ের অভ্যাস বাড়লে সম্পদ সৃষ্টির জন্য তা সহায়ক হবে, আর সম্পদ সৃষ্টির সফলতার উপরই দেশের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। সমাজে সঞ্চয়ের অভ্যাস যত বেশি হবে, তা সম্পদ তৈরিতেও সহায়ক হবে। সমাজে ইসলামের দাবি পূরণে সমর্থ লোকদের সংখ্যাও সে অনুপাতে বেড়ে যাবে।

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য শুধু সম্পদ তৈরিতে সাহায্য করা নয়, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করাও ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। অন্যথায় সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে তা সমাজে বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতাকে প্রকট করে তুলবে। ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সে উৎপাদনের সুষম বণ্টনের সাথে যুক্ত। এ প্রক্রিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং সে আয়ের বণ্টন নিশ্চিত করার সহায়ক। জনগণের সঞ্চয়কৃত অর্থ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত না করে স্বল্পবিত্ত এবং বিত্তহীনদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া ইসলামী ব্যাংকের আদর্শ। এভাবে উৎপাদনক্ষম জনশক্তির সাথে বিনিয়োগের সম্মিলন ঘটিয়ে সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করা সম্ভব। এ নীতি সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দেশের প্রকৃত উন্নতি ও সমৃদ্ধির সহায়ক। ইসলামী ব্যাংকের নীতি হলো অল্প টাকা বেশি লোকের কল্যাণে নিয়োজিত করা। অন্যদিকে বেশি লোকের টাকা অল্প লোকের স্বার্থে ব্যবহার করা সুদভিত্তিক ব্যাংকের লক্ষ্য।

৬.৯. গ্রাহকদের সাথে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক

সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থায় সঞ্চয়কারী, ব্যাংকার ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক। ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়িক লাভক্ষতির অবস্থা যাই হোক, সুদের হার পূর্বনির্ধারিত। তার লাভক্ষতির সাথে ব্যাংকের স্বার্থ জড়িত নয়। সঞ্চয়কারীর সুদের হারও পূর্বনির্ধারিত। ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের ভালোমন্দের সাথে তার লাভ-ক্ষতির কোন সম্পর্ক নেই।

এভাবে দেখা যায়, এ ব্যবস্থায় কোন পক্ষই অন্যের ভালোমন্দের সাথে যুক্ত নয়। কেউ কারো দায়িত্ব বহন করেন না। সকল পক্ষ পূর্বনির্ধারিত সুদ গ্রহণ বা প্রদান করার কারণে তাদের মাঝে পারস্পরিক সমস্বার্থবোধ বা একাত্মতা গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে না।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সঞ্চয়কারীদের লাভ-লোকসান ব্যাংকের লাভ-লোকসানের সাথে যুক্ত। আবার ব্যাংকের লাভ-লোকসান বিনিয়োগগ্রহীতাদের ব্যবসায়িক ফলাফলের উপর নির্ভরশীল। ফলে এক্ষেত্রে সঞ্চয়কারী, ব্যাংকার ও বিনিয়োগ-গ্রহীতা পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ। এখানে পারস্পরিক সম্পর্ক অংশীদারিত্বের, দাতা-গ্রহীতার নয়। তাই ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সকল পক্ষ তাদের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে সমন্বিত করে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হন। গ্রাহক সম্পৃক্ততার এই আদর্শ ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে বিবেচিত।

www.pathagar.com

৬.১০. শরীয়ার নীতি অনুসরণ

ইসলামী ব্যাংক তার জমা গ্রহণ ও বিনিয়োগ কার্যক্রমে এবং অন্য সকল কর্মকাণ্ডে শরীয়ার নীতি অনুসরণ করে। এ ব্যাংক সুদ গ্রহণ কিংবা প্রদান করে না। সুদের উচ্ছেদ এবং প্রকৃত ব্যবসায়ের প্রচলন এ ব্যাংকের অন্যতম মূলনীতি। এ ব্যাংক শ্রমকে আয়ের উৎসরূপে বিবেচনা করে। ইসলামী ব্যাংক শরীয়ার দৃষ্টিতে বৈধ লেনদেনেই শুধু অংশ নেয়। মুনাফা নয়, সামাজিক লাভের প্রশ্নটিকে বিনিয়োগ কার্যক্রমে অগ্রাধিকার দেয়।

আর্থিকভাবে লাভজনক কোন ব্যবসা সামাজিক বিবেচনায় অকল্যাণকর হলে ইসলামী ব্যাংক তাতে অংশ নেয় না। শরীয়ার দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ কোন খাতে লেনদেন থেকে এ ব্যাংক বিরত থাকে। ইসলামী ব্যাংক টাকার ব্যবসা করে না, পণ্যের কারবারে নিয়োজিত থাকে।

শরীয়ার আল-ওয়াদিয়া নীতির ভিত্তিতে চলতি হিসাব পরিচালিত হয়। লাভ-লোকসান অংশীদারী জমা হিসাব (সঞ্চয়ী হিসাবের বিকল্প) ও লাভ-লোকসান অংশীদারী মেয়াদী জমা হিসাব (স্থায়ী জমা হিসাবের বিকল্প) পরিচালিত হয় মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে। ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগ কার্যক্রমে শরীয়ার মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল, বাই-সালাম, শিরকাত-উল-মিলক প্রভৃতি নীতি অনুসরণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সুদভিত্তিক অন্যান্য ব্যাংকের সাথে এমনকি আন্তর্জাতিক সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহের সাথে লেনদেনেও ইসলামী ব্যাংক সুদ পরিহার করে। জনগণকে ব্যাংকিং লেনদেনে ইসলামী শরীয়ার নীতি অনুসরণে ইসলামী ব্যাংক উদ্বুদ্ধ ও সাহায্য করে।

ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম শরীয়ার বিধান মুতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কি না তা তদারক করার জন্য রয়েছে শরীয়াহ্ কাউন্সিল। প্রখ্যাত আলিম, ফকীহ, অর্থনীতিবিদ ও আইনজীবীগণের সমন্বয়ে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এই শরীয়াহ্ কাউন্সিল গঠন করা হয়। বিশ্বের প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ্ কাউন্সিলের তদারকির অধীন।

ব্যাংকের সকল প্রকার চুক্তি সম্পাদন ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে শরীয়াহ্ কাউন্সিলের অনুমোদন নিতে হয়। শরীয়াহ্ কাউন্সিল ব্যাংকের সকল কার্যক্রমে ইসলামী শরীয়াহ্ সংক্রান্ত যথার্থতা তদারক করে এবং এ ব্যাপারে নিয়মিত পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামী ব্যাংক শরীয়ার নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য শরীয়াহ্ কাউন্সিল সরাসরিভাবে নিরীক্ষা কার্যক্রম (অডিট) পরিচালনা করে। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোতে প্রথমত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিজস্ব অডিট টীম নিরীক্ষা পরিচালনা করে। দ্বিতীয়ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অডিট টীমের মাধ্যমে নিরীক্ষা

www.pathagar.com

করে। এ দু'ধরনের অডিটের অতিরিক্ত ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমে সুদ অন্য কোন হারাম উপাদান যুক্ত হয়েছে কি না, অথবা ব্যাংকের লাভের সাথে কোন না কোনভাবে সুদ বা সন্দেহজনক আয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে কি না, শরীয়াহ্ কাউন্সিল তীক্ষ্ণভাবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে। শরীয়াহ্ কাউন্সিলের প্রত্যয়নপত্র ছাড়া ইসলামী ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে পারে না। ব্যাংকের সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের প্রতিবেদনের পাশাপাশি তাদের প্রত্যয়নপত্র বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

শরীয়ার মূলনীতিসমূহ মানুষের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উৎসারিত। ফলে এ ব্যবস্থা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক চাহিদার সাথে পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ এবং মানুষের পারস্পরিক আর্থ-সামাজিক আচরণের ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা বিধানে পূর্ণরূপে সক্ষম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্যদিকে সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার জন্ম ও বিকাশ ঘটেছে মানব-মস্তিস্ক-প্রসূত ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তার ভিত্তিতে, যেখানে এক দল কর্তৃক আরেক গোষ্ঠীকে শোষণের ফন্দি উদ্ভাবনই কাজ করছে মূল চেতনারূপে।

৬.১১. বঞ্চিত ও অভাবী মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন

ইসলামী ব্যাংক সমাজবিচ্ছিন্ন কোন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে ভাবার উর্ধ্বে। সমাজের সাথে সুদৃঢ় সংযোগ-সম্পর্ক রক্ষা করে সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্যে সমাজের অভাবী লোকদের আর্থিক উন্নতির প্রতিও ইসলামী ব্যাংক বিশেষ মনোযোগী। জনগণের অব্যাহত উন্নতি ও সামাজিক সাম্য অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বিভিন্নমুখী পরিকল্পিত জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে।

এ উদ্দেশ্যে সাধারণত যাকাত ও সাধারণ দানের অর্থে পৃথক হিসাবের ভিত্তিতে ব্যাংকের জনকল্যাণমূলক তহবিল গঠিত হয়। এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব দেয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও...।"

(সূরা বাকারা ঃ ৪৩)

"কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাকো তা-ই বৃদ্ধি পায়; তারাই সমৃদ্ধিশালী।"(সূরা রূম ঃ ৩৯)

"যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদের কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।" (সূরা তওবা ঃ ৩৪)

"...লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলুন, যা উদ্বৃত্ত।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৯)

www.pathagar.com

যাকাতের আটটি খাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

"সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও (সংগ্রহ ও বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট) কর্মচারিদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবা ঃ ৬০)

"তা ধনী লোকদের নিকট থেকে আদায় ও গ্রহণ করা হবে এবং তা সেই সমাজেরই দরিদ্র লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।" (বুখারী)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান। তুমি (আমার অভাগা বান্দাদের জন্য) খরচ কর। আমি তোমার ওপর খরচ করবো।" (বুখারী, মুসলিম)

ইসলামী ব্যাংকের এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতিয়ারে রূপান্তরের পক্ষে খুবই সহায়ক। অভাবী অথচ যোগ্যতাসম্পন্ন পরিবারগুলো যাতে স্থায়ী ও স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে–এ তহবিলের অর্থ প্রধানত সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ব্যয় করা হয়।

অতি দারিদ্র্য পীড়িত আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে সীমিত সংখ্যক শাখা নিয়ে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো গত কয়েক বছরে জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সমাজের নিঃস্ব ও বঞ্চিত মানুষের মাঝে তাদের এ কার্যক্রমের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। এদেশের সার্বিক ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হলে এবং হাজার হাজার শাখা নিয়ে গঠিত এদেশের বিরাট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক দেশের অভাবী মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত ও নিবেদিত হলে দেশের আর্থ-সামাজিক দেহ থেকে অসুস্থতার সকল চিহ্ন খুবই দ্রুত মুছে ফেলা সম্ভব, এটা বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম থেকে স্পষ্ট।

সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী নেই। ব্যাংকিং লেনদেনের আওতাবহির্ভূত সমাজের সিংহভাগ মানুষের সাথে সংযোগ-সম্পর্ক রক্ষা বা তাদের প্রতি কোনরূপ দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন তারা অনুভব করে না।

উপরের এই সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ, নীতি, পদ্ধতি, কর্মকৌশল ও কর্মধারার যেকোন বিবেচনায়ই

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা অন্য যেকোন ব্যাংক-ব্যবস্থার তুলনায় শ্রেষ্ঠ। ইসলামী ব্যাংক ন্যায়ানুগ, সুষম, ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ-নির্মাণের হাতিয়ার এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এই হাতিয়ারটি অধিকতর দক্ষতার গুণের অধিকারী। ইসলামী ব্যাংক স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার সমন্বয় সাধনে সক্ষম উদার বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ব্যবস্থা।

আধুনিককালের জাতিসংঘ সনদ বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সনদে উন্নয়ন বলতে একটু ভালো থাকার সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে 'মানস জগতের উন্নতি'–সমন্বিত যে সার্বিক উন্নতির ধারণা পেশ করা হয়েছে, তা কেবলমাত্র ইসলামের উন্নয়ন ধারণারই নিকটবর্তী। ইসলাম ব্যক্তির ওপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু ব্যক্তির উৎকর্ষের সাথে সামাজিক অনুশাসনের সংযোগ সাধন করে ভারসাম্য ও শৃংখলার বিধান আরোপ করেছে; যা সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। মানুষ তার অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের নীতিকে নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত না করলে ভারসাম্যহীনতা ও অস্থিতিশীলতা দূর করা যাবে না। ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থা নৈতিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠার সেই 'ফিল্টার মেকানিজম' প্রয়োগ করছে।

পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থার মোটিভেশনের মূল কথা হলো, ব্যক্তিস্বার্থই ব্যক্তিকে সর্বাধিক দক্ষভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে ইসলামের মোটিভেশন হলো, মানুষের লক্ষ্য হতে হবে শুধু এ পৃথিবীতে তার অবস্থা ভালো করা নয়; বরং পরকালীন জীবনকে সুন্দর করার মধ্যেও তার ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত। সামাজিক স্বার্থ বিঘ্নিত করে ব্যক্তিস্বার্থ অর্জন করা ইসলামের দৃষ্টিতে সীমা লংঘনের পর্যায়ভুক্ত।

> *"ঈমান আনো আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর ব্যয় করো সেই ধনসম্পদ থেকে, যাতে তিনি তোমাদের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছেন। ..."* (সূরা হাদীদ ঃ ৭-৮)

আল-কুরআনের উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, আল্লাহই নিরঙ্কুশ মালিক এবং বান্দার শুধু ব্যয় ব্যবহারে অধিকার। আল্লাহ্‌র মালিকানা, মানুষের আমানাতদারী ও প্রতিনিধিত্ব এবং সমাজকল্যাণে কার্য পরিচালনাই এ বিধানের বার্তা।

এ প্রসঙ্গে আলোকনোভ বলেছেন, যে সমাজ শুধু মুনাফা নিয়ে ব্যস্ত, তার পতন ঘটবে। অর্থই সাফল্যের একমাত্র নিয়ামক বিবেচিত হলে সে সমাজে দুর্নীতি বহু গুণে বেড়ে যাবে।

www.pathagar.com

যোশেফ সুমপিটার বলেছেন, প্রতিটি মানুষ যদি তার একপেশে স্বল্পমেয়াদী স্বার্থ দ্বারাই পরিচালিত হয়, তবে কোন সমাজই চলতে পারে না।

সন্দেহ নেই, মানবরচিত মতবাদসমূহ বিশ্বমানবতাকে এক অচলায়তনে বন্দী করে রেখেছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সেসব সনাতনী ধ্যান-ধারণার ভিত্তিমূলে আঘাত করে বৈপ্লবিক চিন্তা উপস্থিত করেছে। এ ধারণা আধুনিক বিশ্বের মানসজগতে আলোড়ন ও বিপ্লব সৃষ্টি করতে সক্ষম। বস্তুত মানুষের যিনি স্রষ্টা ও প্রতিপালক, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা তাঁর বিধান থেকেই উৎসারিত। সে কারণে এ ব্যবস্থা মানবীয় চিন্তার অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত। ইসলামী ব্যাংক তার সম্পূর্ণতা ও সম্পন্নতা নিয়ে মাত্র আড়াই দশকের মধ্যে বিশ্ব অর্থবাজারে এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সার্বিক অর্থনৈতিক ধারায় তার ইতিবাচক ও সহায়ক অবস্থানকে সংহত করে নিতে সক্ষম হয়েছে। অতি অল্প সময়ে ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়েছে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বল্প মূলধনী দেশগুলোতে, মিসর ও সুদানে এবং তার পাশে আফ্রিকার শৃঙ্গবর্তী দেশসমূহে এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের রাজধানী বলে কথিত ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি এলাকায়। যেকোন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে ইসলামী ব্যাংক কাজ করতে সক্ষম–এই আন্তর্জাতিক উপযোগিতা প্রমাণে এ ব্যবস্থা ইতোমধ্যে সমর্থ হয়েছে। গত কয়েক দশকের উপর্যুপরি অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও উপসাগরীয় অঞ্চলের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সর্বত্র বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রচলিত পদ্ধতির ব্যাংকসমূহের তুলনায় অধিকতর পারদর্শিতা দেখিয়েছে।

এশীয় দেশসমূহের মধ্যে পাকিস্তান ও ইরান নিজ নিজ দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ইসলামী শরীয়ার নীতির ভিত্তিতে পুনর্গঠন করে প্রমাণ করেছে যে, একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা ইসলামী নীতির মাধ্যমে পরিচালনা করা এবং জনগণের কাছে অধিকতর সুফল পৌঁছে দেয়া সম্ভব। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যর্থতার পটভূমিতে আজ একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়, একুশ শতকের পৃথিবী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছে।

www.pathagar.com

৭.
সুদভিত্তিক ব্যাংক বনাম ইসলামী ব্যাংক

শরীয়ার নীতি অনুসরণ করার কারণে ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি এবং কাজের ফলাফল সুদভিত্তিক ব্যাংক থেকে স্বতন্ত্র। ইসলামী ব্যাংক শুধু মুনাফা অর্জনের জন্য কাজ করে না, অর্থনৈতিক সুবিচার ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। একটি কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংক অর্থনৈতিক শোষণ, বৈষম্য ও অবিচার থেকে মানবতাকে মুক্তিদান এবং মানুষের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ অবদান রাখতে সচেষ্ট।

সুদী ব্যাংকের মূল কাজ টাকার কেনাবেচা করা। সুদভিত্তিক ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে জমা গ্রহণের নামে তাদের কাছ থেকে পূর্বনির্ধারিত সুদের ভিত্তিতে কম দামে টাকা কিনে পুনরায় পূর্বনির্ধারিত সুদের ভিত্তিতে সেই টাকা তথাকথিত ঋণগ্রহীতাদের কাছে বেশি দামে বিক্রয় করে। এক্ষেত্রে সুদভিত্তিক ব্যাংকের সাথে তার গ্রাহকের সম্পর্ক খাতক ও মহাজন বা দাতা ও গ্রহীতার।

অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক টাকাকে কেনাবেচার পণ্য গণ্য করে না। টাকা নিজে কোন পণ্য নয়। টাকার ভূমিকা হলো বিনিময়ের মাধ্যম, পরিমাণ, মান ও ভাণ্ডারের। ইসলামী ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে ব্যবসায়ে অংশীদারিত্বের নীতির ভিত্তিতে মুদারাবা পদ্ধতিতে জমা গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংকের মুনাফার সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে। মুনাফা হলো বিক্রেতার পুঁজি, শ্রম ও সময় বিনিয়োগের ফল। মুনাফা অনির্ধারিত ও অনিশ্চিত; কিন্তু সুদ পূর্বনির্ধারিত ও নির্দিষ্ট। এতে একপক্ষের লাভ নিশ্চিত, কিন্তু অন্যপক্ষের লাভের কোন নিশ্চয়তা থাকে না। মুনাফায় লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয়, কিন্তু সুদে কোন ঝুঁকি নেই।

সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা সমাজের বিপুলসংখ্যক স্বল্পবিত্ত মানুষের সম্পদ মুষ্টিমেয় হাতে পুঞ্জীভূত করে। পরিশেষে আরো কম সংখ্যক মানুষের কাছে সেই সম্পদের সুফল কেন্দ্রীভূত হয়। অপর দিকে ইসলামী ব্যাংকের সামনে

www.pathagar.com

রয়েছে সম্পদ আবর্তনের ব্যাপারে সুরা হাশরের ৭ম আয়াতের সেই মূলনীতি, যেখানে বলা হয়েছে, "সম্পদ যেন শুধু তোমাদের ধনীদের মাঝে আবর্তিত না হয়"। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো যেকোন মূল্যে আর্থিক মুনাফা আহরণকেই তাদের সকল কার্যক্রমের লক্ষ্য বানায়। অপর দিকে ইসলামী ব্যাংক সম্পদের সামাজিক বণ্টনের নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে।

সুদভিত্তিক ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মৌলিক পার্থক্য এবং এর স্বতন্ত্র কর্মধারার কয়েকটি দিক ঃ

১. ব্যক্তিস্বার্থ নয়, সামাজিক কল্যাণ ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমের সার কথা। শুধু সম্পদের উৎপাদন নয়, তার সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম নীতি। অন্যদিকে যেকোন মূল্যে মুনাফা অর্জন ও স্বার্থচরিতার্থ করা সুদভিত্তিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

২. ইসলামী ব্যাংক শুধু একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়, ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার সহায়ক একটি সামাজিক আন্দোলন। ইসলামী ব্যাংক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের দুই ধারাকে সমন্বিত করতে চায়।

৩. নৈতিকতাহীন অর্থনীতি অশান্ত সাগরের বুকে হালবিহীন জাহাজের মতোই বিপন্ন। ইসলামী ব্যবস্থার উদ্দেশ্য শুধু একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান কায়েম নয়, সামাজিক কল্যাণের আদর্শের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাও এ ব্যবস্থার লক্ষ্য।

একনজরে
ইসলামী ব্যাংক বনাম সুদভিত্তিক ব্যাংক

ইসলামী ব্যাংক	সুদভিত্তিক ব্যাংক
উৎস	
ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।	সুদভিত্তিক ব্যাংক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বাই-প্রোডাক্ট।
উদ্দেশ্য	
মাক্বাসিদ আল-শরীয়াহ্ অর্থাৎ ইসলামের আর্থ-সামাজিক সুবিচার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য।	শরীয়ার উদ্দেশ্য অর্জনে এ ব্যাংক-ব্যবস্থার কোন চিন্তা, উদ্যোগ বা কর্মসূচী নেই। ব্যাংকের মালিকদের পুঁজি বাড়ানোই সুদভিত্তিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক	সুদভিত্তিক ব্যাংক
সম্পদের প্রবাহ	
সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দিকে সম্পদের প্রবাহ ধাবিত করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম কর্মকৌশল।	সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় সম্পদের প্রবাহ পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের দিকে ধাবিত হয়।
অগ্রাধিকার	
আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমানো এবং সকল স্তরের মানুষের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ করে।	সুদভিত্তিক ব্যাংক বিত্তবানদের স্বার্থে সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। অর্থায়নের জন্য প্রকল্প নির্বাচনে কোন নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের মানদণ্ড কাজ করে না। ফলে সুদভিত্তিক ব্যাংকের কার্যক্রম আয় ও সম্পদের বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে।
শরীয়ার বিধি-নিষেধ	
ইসলামী ব্যাংক হালাল পদ্ধতিতে জমা সংগ্রহ করে এবং হালাল খাতে ও হালাল পদ্ধতিতে সে তহবিল বিনিয়োগ করে।	সুদভিত্তিক ব্যাংকের জমা সংগ্রহ ও লগ্নিসহ কোন কার্যক্রমে হালাল-হারামের বিধান অনুসরণ করা হয় না।
ঝুঁকি গ্রহণ	
ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা পদ্ধতিতে জমাকারীগণ বিনিয়োগের ঝুঁকি বহন করে।	সুদী ব্যাংকে জমাকারী কোন ঝুঁকি বহন করে না। মূল জমা পূর্বনির্ধারিত সুদসহ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা ভোগ করে।
পুঁজির বিকাশ	
ইসলামী ব্যাংক তার সঞ্চয় ও জমা গ্রহণের নীতি এবং বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে পুঁজির স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করে।	এই ব্যবস্থায় পূর্বনির্ধারিত সুদ পুঁজির স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে এবং অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।
সামাজিক দায়বদ্ধতা	
ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থায় ব্যবসায়ের নীতি ও কর্মকৌশলে অনগ্রসর সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রাধান্য পায়।	ব্যবসায়ের সামগ্রিক আয়োজন কতিপয় পুঁজিদারের মুনাফা বাড়ানোর লক্ষ্যে নিবেদিত।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক	সুদভিত্তিক ব্যাংক
ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্ক	
ইসলামী ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক মুদারিব ও সাহিবুল মাল, মুয়াদ্দা ইলাইহি ও মুয়াদ্দি, ক্রেতা ও বিক্রেতা, কারবারের অংশীদার কিংবা ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতা হিসেবে গড়ে ওঠে।	সুদী ব্যাংকে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যকার সম্পর্ক হলো ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার।
শরীয়াহ্ বোর্ড	
ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম শরীয়াহসম্মত ভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি-না তা তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করার জন্য শরীয়াহ্ বোর্ড থাকে।	কোন ধরনের শরীয়াহ্ বোর্ডের প্রয়োজন অনুভব বা স্বীকার করা হয় না।
নৈতিকতা	
ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বমূলক। ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।	ব্যাংকার-গ্রাহক বা ক্রেডিটর ও ডেটর-এর মধ্যকার সম্পর্ক পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার অনুভূতি সৃষ্টি করে না। একে অন্যের দুঃসময়ে সহযোগিতার হাত বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করে না। পরস্পর অনাস্থা ও বিশ্বাসহীনতার জন্ম দেয়।
যাকাত প্রদান	
ইসলামী ব্যাংক তার নিজস্ব অবস্টনযোগ্য তহবিলের ওপর বার্ষিক ২.৫৮% হারে যাকাত দেয়। গ্রাহকদেরকেও ব্যাংক যাকাত প্রদানে উৎসাহিত করে।	যাকাত প্রদানের কোন অনুভূতি বা ব্যবস্থা সুদভিত্তিক ব্যাংকিং-এ নেই।
উৎপাদনশীলতা	
ইসলামী ব্যাংক অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে এবং উৎপাদনকে উৎসাহিত করে। ফলে এ ক্ষেত্রে বাজারের স্বাভাবিক চাহিদা ও সরবরাহের আন্তঃপ্রক্রিয়ায় লাভ-লোকসান নির্ধারিত হয়।	সুদী ব্যাংক সুদ পাওয়াকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। প্রকল্পের উৎপাদন-সামর্থ্য বা এর ফলে সামাজিক চাহিদা পূরণের বিষয় এখানে কম গুরুত্ব পায়।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক	সুদভিত্তিক ব্যাংক
বিনিয়োগ পদ্ধতির বহুমুখিতা	
ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থায় বহুমুখী বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে। ইজতিহাদের ফলে ক্রমশ এর সংখ্যা বাড়ছে।	সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতি সীমিত। এক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের সুযোগ কম।
প্রকল্প মূল্যায়ন	
কোন প্রকল্প কতটা সফল ও লাভজনক হবে তা মূল্যায়ন করার ওপর ইসলামী ব্যাংক বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।	সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় প্রকল্প বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নের চাইতে সহায়ক জামানতের ওপর বেশি জোর দেয়া হয়।
মূলধনের অপব্যবহার	
ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি সরাসরি পণ্যের সাথে যুক্ত এবং এ পদ্ধতিতে ব্যাংকের তদারকি বেশি। ফলে এক খাতের মূলধন অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার সুযোগ কম। ফলে পাওনা অনাদায়ী হওয়ার আশংকা কম।	সুদভিত্তিক ব্যাংকে টাকা বেচা-কেনার পদ্ধতিতে টাকার লেনদেন হয়। এক খাতের লগ্নির টাকা অন্য খাতে সরিয়ে নেয়ার সুযোগ অবারিত হয়। ফলে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ বেড়ে যায়।
ব্যবসায়ীর নৈতিকতার গুরুত্ব	
ইসলামী ব্যাংক সমাজের কল্যাণকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রাহকের ব্যক্তি-চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা এবং তার সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর জোর দেয়। ভালো মানুষদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা বাড়লে সমাজ সংহত হবে বলে মনে করে এবং এ লক্ষ্যে এ ব্যাংক কাজ করে।	প্রচলিত ব্যাংক গ্রাহক কর্তৃক সুদ ফেরত দেয়ার সামর্থের দিকেই লক্ষ্য রাখে। তেলা মাথায় আরো তেল ঢালে। উদ্যোক্তা বা গ্রাহকের নীতি-নৈতিকতা, সামাজিক বা ধর্মীয় মূল্যবোধ বিবেচনা করে না।
আয়	
শরীয়াহ্ অননুমোদিত খাত থেকে পাওয়া কোন অর্থ ইসলামী ব্যাংকের আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। শরীয়াহ্ কাউন্সিল/বোর্ডের পরামর্শক্রমে তা ব্যয় করা হয়।	যেকোনভাবে বা যেকোন উৎস থেকে পাওয়া অর্থ ব্যাংকের আয়ের অংশ হয়। এখানে হালাল-হারাম বা বৈধ-অবৈধের কোন বাছ-বিচার নেই।

www.pathagar.com

৮.

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী ব্যাংক

একটি উন্নততর ও স্বতন্ত্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সৌন্দর্য ও আবেদন বুঝতে হলে মূলত ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তা এবং এর লক্ষ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ আবশ্যক। একটি পূর্ণাঙ্গ ও গতিশীল জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের ব্যাপ্তি জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে স্পর্শ করে এবং জীবনের একটি ব্যাপক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। এ অবস্থান থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করে।

যেকোন জীবনদর্শনের একটি বড় আয়োজন হলো মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে। এ লক্ষ্য অর্জনে মানুষের প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে গড়ে উঠেছে নানা অর্থনৈতিক মতবাদ। অধিকাংশ মতবাদের মূল বক্তব্য প্রান্তিকতায় আচ্ছন্ন, একদেশদর্শী ও মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনসীমার বাইরে অবস্থান করে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিধিবিধান করতে সচেষ্ট। এজন্য ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের পর থেকে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বিকাশ ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ অর্থব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক আবেদনের কোন গুরুত্ব নেই। খুব সহজভাবে বলা যায়, অর্থনৈতিক বিষয়াদি থেকে দয়া, ভালবাসা, সহমর্মিতা, পরোপকার ইত্যাদি মানবীয় ও নৈতিক বিষয়গুলো পরিত্যাগ করলেই তার ফলস্বরূপ পুঁজিতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা পাওয়া যায়। এ অর্থব্যবস্থার নামকরণ করা হয়েছে তথাকথিত positive economics হিসেবে। এ অর্থব্যবস্থার বিকাশ ও পরিপুষ্টিতে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা নিরন্তর শক্তি যুগিয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বাই-প্রোডাক্ট হলো সুদী ব্যাংক ব্যবস্থা।

অন্যদিকে, সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মানবতাকে উদ্ধার করতে যেয়ে নিজেই পরবর্তীতে এক দানবাকৃতির পুঁজিবাদ কায়েম করে এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আবার তথাকথিত নমনীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে মিশে গেছে।

এ দুই প্রান্তিক অর্থব্যবস্থার মাঝে ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শন ব্যক্তি ও মানুষের কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এক ব্যাপক, ভিন্নধর্মী ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা পেশ করে। ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শনের মূল কথা হলো

www.pathagar.com

মানুষ উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্ট কোন প্রাণীবিশেষ নয়, বরং বিশ্বজাহানের মহান মালিকের এক সম্মানিত প্রতিনিধি বা খলীফা। এ খলীফা পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত। তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণও এ উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

ইসলামী ব্যাংক-এর সকল প্রচেষ্টা মূলত ইসলামী অর্থনীতির এ উদ্দেশ্য অর্জনে নিবেদিত। ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্যকে ডক্টর ওমর চাপরা সংজ্ঞায়িত করেছেন 'মাক্বাসিদ আল শরী'আহ' হিসেবে। যা শরীয়তের সীমার মধ্য থেকে 'ফালাহ' বা কল্যাণ আহরণ এবং 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বা পবিত্র জীবন বাস্তবায়নের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তার সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইমাম গায্যালীর মতে মাক্বাসিদ হচ্ছে ঈমান, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধর ও সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবই।[১]

জীবনের মাক্বাসিদের মধ্যেই মূলত অর্থনৈতিক দর্শনসমূহের ভিত্তি প্রোথিত। পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক দর্শন মূলত মানুষের অভাব ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে সচেষ্ট। অন্যদিকে ইসলামী অর্থ-দর্শনের প্রবক্তাদের বক্তব্য হলো, ঈমান হচ্ছে মানুষের সর্বপ্রধান মৌলিক প্রয়োজন। ফলে পাশ্চাত্যের ক্রমবিবর্তিত অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনার সাথে ইসলামী অর্থনীতির পার্থক্যটি মৌলিক ও নীতিগত। ইসলামী অর্থনীতির বিশ্ব-দর্শন ও কর্মকৌশলের সাথে সম্পৃক্ত মৌলিক বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

৮.১. বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব

মানবজাতির প্রত্যেক সদস্যই আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা হিসেবে বিশ্ব মানবমণ্ডলীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার পরিচয় কোন দেশ, দল বা বিশেষ কোন জাতির সদস্য বা কোন বিশেষ সুবিধাভোগীশ্রেণীর সদস্য হিসেবে নয়। প্রত্যেকেই আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমার মধ্যে স্বাধীন। একের ওপর অন্যের মর্যাদার মানদণ্ড ধন-সম্পদ বা প্রাচুর্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'গোটা সৃষ্টিকুল আল্লাহর পরিবার। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে সে আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি।'[২] ভ্রাতৃত্বের এ ধারণাগত কাঠামোর আওতায় অন্যান্য মানবসত্তার সাথে দরদী আচরণ ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ আবর্তনের অন্যতম মাধ্যম ও অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

৮.২. সম্পদ একটি আমানত

সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত ইসলামী 'আকীদা অনুযায়ী সমস্ত সম্পদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। মানুষ এ সম্পদের আমানতদার মাত্র। এ আমানতদারীর অর্থ হলো মানুষ তার আওতাধীন সকল উপায়-উপকরণ আল্লাহর বিধিবদ্ধ নিয়মে ব্যয় ও ভোগের কাজে ব্যবহার

www.pathagar.com

করবে। সম্পদ এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে যেন তা মুষ্টিমেয় লোকের নয় বরং সকলের উপকারে আসে। অন্যদিকে যাবতীয় আয়-উপার্জনও হতে হবে বৈধ। বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদও আমানতের শর্তের বাইরে ব্যয় বা ব্যবহার করা যাবে না।

৮.৩. সরল ও বিনীত জীবনযাপন

সরল ও বিনীত জীবনাচরণ ইসলামী মাকাসিদের একটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মানুষকে পৃথিবীতে অবস্থান ও আচরণ করতে হবে বিনীতভাবে। কোন প্রকার ঔদ্ধত্য, জাঁকজমক, আড়ম্বর ও অনৈতিক চালচলন ইসলাম অনুমোদন করে না। এমন কোন জীবন-যাপন পদ্ধতি অনুসরণ করা যাবে না, যা অপচয় ও অপব্যয়কে উৎসাহিত করে।

ইমাম শাতিবী (র) মানুষের চাহিদা পূরণকে তিনটি অগ্রাধিকারের অধীনে ভাগ করেছেন ঃ[৩]

ক. যরূরিয়াত
খ. হাজিয়াত
গ. তাহসিনিয়াত

পৃথিবীর সকল মানুষের জরুরি প্রয়োজন (যরূরিয়াত) পূরণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সকলের জরুরি প্রয়োজন পূরণ নিশ্চিত হবার পরই লোকেরা তাদের নিজেদের হাজিয়াত বা আরাম বর্ধনমূলক চাহিদা পূরণের কাজে অগ্রসর হবে। এর পরবর্তী পর্যায়ে তাহসিনিয়াত বা সৌন্দর্যবর্ধনমূলক চাহিদা পূরণ করা যাবে।

৮.৪. মানুষের স্বাধীনতা

মানুষের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ, একচ্ছত্র বা অবাধ নয়। শরীয়ার বিধিবদ্ধ নিয়মের মধ্যে থেকে একজন মানুষ তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে যাবতীয় উপায়-উপকরণের সমাবেশ করবে। এ ক্ষেত্রে সে স্বাধীন। শরীয়ার লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেককে সুশৃংখল জীবনের অধীন করে সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করা। এভাবেই প্রত্যেকের মধ্যে জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে। ফলে প্রত্যেকেই তার যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে অবদান রাখতে সমর্থ হবে।

৮.৫. চাহিদা পূরণ

সম্পদ যাতে প্রত্যেকের চাহিদা পূরণে অবদান রাখতে পারে সে লক্ষ্যে সম্পদের বণ্টন ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। চাহিদা পূরণ অবশ্যই এমন হওয়া চাই যা সহজ, সরল ও বিনীত জীবন-যাপনে সাহায্য করে। এজন্য ইসলাম যেকোনো চাহিদাকে 'চাহিদা' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না।

www.pathagar.com

ইসলামী শরীয়ায় মদের ব্যবহার, উৎপাদন ও বিপণন নিষিদ্ধ। এ কারণে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে মদের কোন চাহিদাই সৃষ্টি হতে পারে না। অর্থাৎ চাহিদা জাগ্রত হওয়ার আগেই ইসলাম একটি Moral filter বা নৈতিক ছাঁকুনিপদ্ধতি অবলম্বন করে, যাতে প্রত্যেকের চাহিদা প্রকৃত চাহিদা হিসেবে অর্থনৈতিক বিবেচনায় আসে।[৪]

৮.৬. সম্মানজনক উপার্জনের উৎস

প্রত্যেক ব্যক্তি তার যোগ্যতা অনুযায়ী চাহিদা পূরণে নিজের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাবে। নিজের ও পরিবারের জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা প্রত্যেক মানুষের জন্য 'ফরযে আইন'। ইসলামী অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, যোগ্যতা ও উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রত্যেকের জন্য এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। এতদসত্ত্বেও সমাজের কিছু লোক থাকেন যারা শারীরিক অক্ষমতার কারণে নিজস্ব উদ্যোগে আয় করতে পারেন না। এ জাতীয় লোক যাতে কোনরকম বঞ্চনার শিকার না হন এবং অর্থনৈতিক দীনতায় না ভোগেন, তা নিশ্চিত করা সকলের ইসলাম-নির্দেশিত সামাজিক দায়িত্ব।

৮.৭. আয় ও সম্পদের সমতাভিত্তিক বণ্টন

মুসলিম সমাজে সম্পদের সমতাভিত্তিক বণ্টন অপরিহার্য। কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন, *'সম্পদ যেন শুধুমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।'* (সূরা হাশর ঃ ৭) *'তোমাদের সম্পদে অধিকার রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের'* (সূরা যারিয়াত ঃ ১৯)। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, 'চাষবিহীন অবস্থায় কোন জমি অনধিক তিন বছর ফেলে রাখা যাবে না।' যাকাত ও উশর আদায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ অসহায় দরিদ্র লোকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইসলামী অর্থনীতির যেসব বিধান রয়েছে, দুনিয়ার অন্যকোন অর্থনৈতিক মতাদর্শে এর কোন উল্লেখ নেই। ফলে সেসব মতাদর্শে অনুরূপ বিধানের কথা চিন্তাই করা যায় না।

উল্লেখিত অর্থনৈতিক দর্শনের আলোকে সমাজের আর্থিক লেনদেন ঢেলে সাজাতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এজন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল কার্যক্রম ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমন্বিত হতে হবে।

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম একটি অঙ্গ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম শুধু বিত্তবানদের আয়-উন্নতির সাথে সম্পর্কিত নয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংক সমাজের সকল মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

www.pathagar.com

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাট-এর দশক পর্যন্ত অর্থনীতিবিদগণ উন্নয়ন বলতে 'জাতীয় অর্থনীতির সামর্থ্য'কেই বুঝাতেন। আর এ সামর্থ্য বিবেচনা করা হতো জাতীয় মাথাপিছু গড় আয়ের নিরিখে। অর্থাৎ সমাজের দশতলা আর গাছতলার লোকদের মাথাপিছু গড় আয়ের ভিত্তিতে উন্নয়নের একটা অবাস্তব ধারণা লাভ করা হতো। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ সেই ধারণা থেকে সরে এসে বলছেন ঃ

> *"সম্পদ কতটুকু উৎপাদিত হলো সেটাই শেষ কথা নয়। সেই সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হলেই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।"*

দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের কারণ ব্যাখ্যা করে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন ঃ

> *"দুর্ভিক্ষের জন্য সম্পদের সীমাবদ্ধতা দায়ী নয়। সম্পদের উপর মানুষের অধিকারহীনতাই দুর্ভিক্ষের কারণ।"* [৫]

সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো সম্পদ বণ্টনের প্রক্রিয়াকে শুধু ব্যাহত করছে না, সম্পদকে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের হাতে পুঞ্জীভূত করার এক সর্বাত্মক সাঁড়াশি-যন্ত্ররূপে ভূমিকা পালন করেছে।

বিশিষ্ট অর্থনৈতিক গবেষক অ্যান্ড্রু হেকার দেখিয়েছেন, পৃথিবীর মাত্র কয়েকশ' বৃহদায়তন কর্পোরেশন এখন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান ও বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের সিংহভাগ সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ৮০% আর্থিক কাজ-কারবার নিয়ন্ত্রণ করছে সেদেশের মাত্র ১০ ভাগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। আয় ও সম্পদ বণ্টনের এ আকাশ-পাতাল পার্থক্যের কারণে পৃথিবীর বিরাট সংখ্যক মানুষ এখন প্রকট দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। [৬]

সিংহভাগ মানুষকে দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করার এ পরিস্থিতি সম্পর্কে একজন দার্শনিক বলেছেন ঃ [৭]

> *"বেসরকারী পুঁজিপতিদের ঋণদানের ক্ষমতা তাদের হাতে এত বেশি সম্পদ ও ক্ষমতা তুলে দেয় যে, তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অবশিষ্ট জনগণের স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে।"*

মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে সুদভিত্তিক ব্যাংক-ব্যবস্থা। একচেটিয়া পুঁজির সৃষ্টি হচ্ছে সুদভিত্তিক ব্যাংকিংকে অবলম্বন করে। পৃথিবীর বড় বড় ব্যাংকিং গ্রুপ বা ব্যাংক-ব্যবসায়ীরা একচেটিয়া পুঁজির মালিক হয়ে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদের দেশে জগৎশেঠ-উর্মিচাঁদরা অতীতে যেভাবে পুঁজির মালিক হয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ামক শক্তিরূপে ভূমিকা পালন করেছে, এখনকার প্রাতিষ্ঠানিক সুদী কারবারীরা তার থেকে অনেক বেশি সংগঠিত।

www.pathagar.com

সুদ ব্যক্তি-ব্যবসায়ীদের হাতেই হোক বা সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংকের মাধ্যমেই হোক, জনগণের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। বাংলাদেশে সুদভিত্তিক ব্যাংকের 'ডাল-পালা' যত বিস্তৃত হয়েছে দেশের দারিদ্র্যের রূপ ততই প্রকট হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে একধরনের দোযখরূপে অভিহিত করেছেন অর্থনীতিবিদ ডেনিশ গলেট। তাঁর মতে, এই দোযখ থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য অবলম্বন করতে হবে একটি 'বহুমুখী প্রক্রিয়া', যা বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোর খোল-নলচে পাল্টে দেবে, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন আনবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন নিশ্চিত করবে।[৮]

ইসলামের অর্থনীতিই ডেনিশ গলেটের এ 'বিপ্লবী প্রত্যাশা' পূরণ করতে পারে। ইসলামী অর্থনীতির নৈতিক শৃংখলা বা 'ফিল্টার মেকানিজম'-এর বিধান সম্পদে হালাল-হারামের সীমা নির্ধারণ এবং অপচয় ও অপব্যয় রোধের মাধ্যমে মানুষের 'অসীম চাহিদা'র ধারণাকে পাল্টে দেয়। ইসলাম একচেটিয়া কর্তৃত্ব এবং সম্পদ জমা করে রাখার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং সম্পদ বণ্টন ও বিকেন্দ্রীকরণকে যাকাত, উশর, সাদাকা, কাফফারা ও ওয়াকফসহ বিভিন্ন 'ট্রান্সফার পেমেন্ট' ও অন্যান্য আর্থিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিশ্চিত করে। পরার্থে আত্মদানের জন্য ইসলামের যে মোটিভেশন, তা মানুষকে গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজের সম্পদ অন্যের প্রয়োজনে বিলিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে মানুষের জীবনকে বোঝা-বন্ধন থেকে মুক্ত করা ইসলামী অর্থনীতির একটি লক্ষ্য। এজন্য সামাজিক কাঠামোর পুনর্গঠন করার লক্ষ্যে ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম সুদের কোন আর্থিক ভূমিকা স্বীকারই করে না। 'রিবা' বা সুদের বিলোপ আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের শুধু ইঙ্গিতই করে না, বরং মৌলিকভাবে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শের ছাঁচে পুনর্গঠন বুঝায়। সুদের বিলোপ সাধনের পাশাপাশি ইসলাম যাকাত ও অন্যান্য ট্রান্সফার পেমেন্টের মাধ্যমে সম্পদ জনগণের মাঝে সঞ্চালিত ও প্রবাহিত করার যে ব্যবস্থা করেছে, তার মুকাবিলায় এমন আরেকটি ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্যকোন মতবাদ, চিন্তা বা দর্শনে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থা সুদের বিলোপ সাধন, যাকাতব্যবস্থার মডেল স্থাপন এবং সম্পদ বণ্টনের এমন একটি প্রক্রিয়া, যা বিশ্ববাসীর সামনে এক অসামান্য সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করেছে। ইসলামী ব্যাংকিং হলো বিশ্ববাসীর জন্য ইসলামের কল্যাণের মাঝে প্রবেশ করার একটি সদর দরোজা। ইসলামী ব্যাংক বিশ্ববাসীর জন্য এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক চিন্তাবিদদের জন্য এমন একটি মঞ্চ, যেখানে দাঁড়িয়ে তারা বিশ্ববাসীকে 'দারিদ্র্য সংস্কৃতি' ও 'দারিদ্র্যের দোযখ' থেকে মুক্তির লক্ষ্যে নিশ্চিত আশ্বাস ও আশার বাণী শোনাতে পারেন।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. এম. উমর চাপরা, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, পৃ ৩৩, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা–১০০০।

২. বায়হাকী।

৩. ইমাম আশ্ শাতিবী, আল মাকাসিদুশ্ শরীয়াহ বেদুইল কিতাবে ওয়া সুন্নাহ্ (Objectives of Islamic Shariah translated by Akram Khan & Fahim Khan); মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী অর্থনীতি: একটি উন্নয়ন মডেল, অর্থনীতি গবেষণা, জুলাই ২০০৩।

৪. এম. উমর চাপরা, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, পৃ ৩৩, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা–১০০০।

৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা, মাসিক দারুস সালাম, ইসলামী ব্যাংকিং সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

৯.
ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশল

সুদভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শত শত বছরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। ফলে এর সেবার ক্ষেত্র ও পরিসর ক্রমশঃ বিস্তৃত, সম্প্রসারিত ও ব্যাপকতর হয়েছে। বহুমাত্রিক কার্যক্রমের কারণে এই ব্যাংকব্যবস্থা 'ব্যাংকিং সুপার মার্কেট' বা '৩৬০ ডিগ্রি ব্যাংক'-রূপে খ্যাতি অর্জন করেছে।

অন্যদিকে ভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও কর্মকৌশল নিয়ে গত কয়েক দশকে বেড়ে ওঠা ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম সুদভিত্তিক ব্যাংকের চাইতেও ব্যাপকতর। সর্বোপরি ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম স্বভাবসম্মত, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব। ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ্ অনুমোদিত পদ্ধতিতে জমা গ্রহণ ও বিনিয়োগ করে। সেইসাথে ইসলামী ব্যাংক সকল প্রকার ব্যক্তিগত, সেবামূলক, অর্থনৈতিক ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সুদভিত্তিক ব্যাংকের কার্যক্রমের মুকাবিলায় ইসলামী ব্যাংক সুস্পষ্টভাবে ব্যতিক্রর্মী কল্যাণমুখী বিকল্পধারা নির্মাণ করেছে। ইসলামী ব্যাংক তার গ্রাহকদের চাহিদা সামনে রেখে ইসলামী শরীয়ার সীমার মধ্যে নতুন নতুন প্রোডাক্ট উন্নয়ন করছে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বিকাশের সাথে সাথে এক্ষেত্রে ইজতিহাদ তথা গবেষণার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন প্রোডাক্ট উন্নয়ন হচ্ছে।

৯.১. ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার কর্মকৌশল

৯.১.১. জমা গ্রহণ

গ্রাহকের কাছ থেকে জমা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংকের তহবিল গড়ে ওঠে। ব্যাংক সে তহবিল বিনিয়োগ করে। জমা গ্রহণ ও বিনিয়োগ এই উভয় ক্ষেত্রেই সুদভিত্তিক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক। সুদী ব্যাংক চলতি হিসেবে জমা গ্রহণ করে সে টাকা সুদে খাটায়। এছাড়া পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ দেয়ার আগাম অঙ্গীকারের ভিত্তিতে সঞ্চয়ী, স্বল্পমেয়াদী, স্থায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জমা গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ্ অনুমোদিত *আল-ওয়াদিয়া* পদ্ধতিতে চলতি হিসাবে জমা নেয়। এছাড়া শরীয়াহ্ভিত্তিক মুদারাবা পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের লাভ-লোকসান অংশীদারী জমা গ্রহণ করে। এ দুই পদ্ধতির সাথে সুদের কোন সম্পর্ক নেই।

ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের জমা আকৃষ্ট করার জন্য শরীয়াহ্ অনুমোদিত নীতি ও পদ্ধতির ভিত্তিতে জমার ধরন ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র আনে। বৈচিত্রপূর্ণ প্রোডাক্ট উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করে। ইসলামী ব্যাংকের তহবিল ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত পদ্ধতিতে শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করা হয়। বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত লাভ মুদারাবা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বণ্টিত হয়।

৯.১.২. ঋণ বনাম বিনিয়োগ

সনাতন পদ্ধতির ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে (তাদের পরিভাষায়) ঋণ ও আগাম (Loans & Advances) প্রদান করে। এসব লগ্নী কারবারের মধ্যে সবচে' চালু পদ্ধতিগুলো হলো নগদ ঋণসুবিধা (Cash Credit বা CC), ওভার ড্রাফ্ট (Over Draft বা OD), বন্ধকী ঋণ (Pledge), হাইপোথিকেশন (Hyphothecation) ইত্যাদি। লগ্নীর ধরন অনুযায়ী এসব ঋণ ও আগাম বিভিন্ন রকম হয়। যেমন ভোক্তা-ঋণ (Consumer Credit), ব্যবসায়িক ঋণ (Commercial Credit), শিল্প ঋণ (Industrial Loan) ইত্যাদি। ঋণের ধরন, মেয়াদ ও প্রকৃতিতে পার্থক্য সত্ত্বেও সুদ আহরণই সুদী ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য।

ঋণের বিপরীতে সুদ নেয়ার সুযোগ ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থায় নেই। ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদেরকে ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়। ইসলামী ব্যাংকের তহবিল বিনিয়োগের জন্য শরীয়াহ্ অনুমোদিত অনেক পদ্ধতি রয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে ক. *মুদারাবা* ও *মুশারাকা*ভিত্তিক অংশীদারি পদ্ধতি, খ. *মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল* ইত্যাদি বেচা-কেনা পদ্ধতি এবং গ. *ইজারা ও লীজিংসহ* শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতি।

ইসলামী ব্যাংক টাকাকে পণ্যের মতো বেচা-কেনা করে না। ক. প্রকৃত দ্রব্যের বেচা-কেনা করে। খ. গ্রাহকের সাথে অংশীদারি পদ্ধতিতে ব্যবসা করে। গ. গ্রাহকদের কাছে কল-কারখানা, যানবাহন, বাড়ি ইত্যাদি ভাড়া দিয়ে তা থেকে ভাড়া বাবদ আয় করে।

এ ধরনের বিনিয়োগ কার্যক্রমের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক তার সামর্থ অনুযায়ী কোন গ্রাহককে সীমিত পর্যায়ে বিনা সুদে ঋণ প্রদান করতে পারে। সুদমুক্ত ঋণ 'কর্জে হাসানা' নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

৯.১.৩. ঋণপত্র (Letter of Credit বা L.C.) খোলা

আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলা ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ঋণপত্রের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে অর্থ-লগ্নী করে সুদী ব্যাংক সুদ নেয়। ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের ক্ষেত্রে বিলম্বে বিল পরিশোধের জন্যও সুদী ব্যাংক নির্ধারিত হারে সুদ আদায় করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার নীতি মেনে ঋণপত্র খুলে আন্তর্জাতিক লেনদেনে অংশ নেয়। ঋণপত্রের বিপরীতে আমদানি করা পণ্য ব্যাংক শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতির অধীনে গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে অথবা ভাড়া দেয় কিংবা গ্রাহকের সাথে অংশীদারি কারবারে নিয়োজিত হয়।

বিলম্বে বিল প্রদান কিংবা রফতানি বিল ডিসকাউন্টিং-এর মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে এবং তাতে সুদ যুক্ত হলে ইসলামী ব্যাংক সে সুদ তার আয়ের মধ্যে সামিল করে না। যেকোন ধরনের অবৈধ বা সন্দেহজনক আয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী অন্যকোন কাজে ব্যয় করা হয়।

৯.১.৪. বৈদেশিক মুদ্রা বেচা-কেনা

বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচা সুদভিত্তিক ব্যাংকের একটি স্বাভাবিক কাজ। নগদ ও আগাম ফরমায়েশের (Forward Booking) মাধ্যমে এ জাতীয় লেনদেন হয়। ঝুঁকি এড়াতে ও আয়ের পরিধি বাড়াতে সুদভিত্তিক ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যের নতুন নতুন প্রোডাক্ট উন্নয়ন করছে। এই ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সামর্থ ব্যাংকের ব্যবসায়িক সফলতার নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইসলামী ব্যাংক দৈনন্দিন আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা মেটানোর জন্য শরীয়াহ্সম্মত নগদ ভিত্তিতে (Spot basis) এক মুদ্রার সাথে অন্য প্রকার মুদ্রার বিনিময় বা কেনা-বেচা করে। বৈদেশিক মুদ্রা-বাজারে ফরওয়ার্ড বুকিং কিংবা ডিরাইভেটিভ প্রডাক্টে ইসলামী ব্যাংক অংশ নেয় না। ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে, মুদ্রার বেচা-কেনার মাধ্যমে ফটকা লাভ অর্জনের প্রবণতা মুদ্রা বাজারে অস্থিতিশীলতা ও কৃত্রিম সংকট তৈরি করে।

৯.১.৫. মুদ্রাবাজার দলিল

অর্থনৈতিক তৎপরতায় অগ্রসর দেশগুলোতে মুদ্রাবাজারের বিভিন্ন দলিল (Money Market Instrument) কেনাবেচা হয়। 'মুদ্রাবাজার দলিল' লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদের হার প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। মুদ্রা-বাজার দলিলের মধ্যে ট্রেজারি বিল (T-Bill), হস্তান্তরযোগ্য সার্টিফিকেট (Negotiable Certificate), বাণিজ্যিক পত্র (Commercial Paper), ব্যাংকারের গ্রহণযোগ্যতা-পত্র (Bankers Acceptance) ইত্যাদি বেশি প্রচলিত।

www.pathagar.com

সুদভিত্তিক 'মুদ্রাবাজার দলিল'-এর বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইতোমধ্যে বেশকিছু আকর্ষণীয় ইসলামী দলিল (Instrument) উদ্ভাবন করেছে। তার মধ্যে *অংশগ্রহণমূলক মেয়াদী সার্টিফিকেট* (Participatory Term Certificate), *মুদারাবা বন্ড, মুদারাবা সার্টিফিকেট, মুশারাকা সার্টিফিকেট* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এসব ইসলামী আর্থিক দলিল প্রকৃত সম্পদ (Real Asset)-এর বিপরীতে ইস্যু করা হয়। এই লেনদেনে প্রকৃত সম্পদ তার যথাযথ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে আর্থিক বাজারে স্থিতিশীলতা অর্জন ও স্বাভাবিকতা রক্ষা করা সহজ হয়। ইসলামী ব্যাংক এসব প্রোডাক্টের সফল প্রচলনের মাধ্যমে মুদ্রাবাজারে তার পদ্ধতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

৯.১৬. মার্চেন্ট ব্যাংকিং

মার্চেন্ট ব্যাংকিং সেবা ব্যাংকিং জগতে তুলনামূলকভাবে নতুন ধারণা। তবে ইতোমধ্যেই এর কার্যপরিধির ব্যাপ্তি ঘটেছে। বর্তমানে মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা, মূলধন বাজারে পুঁজি বিনিয়োগ, অবলেখন (Under Writing) ইত্যাদি। ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যপরিধির বাইরে মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ব্যাংকের মুনাফার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও তারল্য বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ডের সহজ ও ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের উন্নয়ন ও প্রয়োগ করছে। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে শরীয়াহ্ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) শরীয়াহ্ স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করেছে।

পুঁজিবাজারে মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারেও শরীয়ার আপত্তি নেই। তবে বাজারে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখার স্বার্থে এক্ষেত্রে ইসলামের নৈতিক মান সংরক্ষণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

৯.১৭. লকার ভাড়া

মূল্যবান সামগ্রীর নিরাপদ হেফাযতের জন্য লকার ভাড়া দেয়া ব্যাংকিং সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ সুবিধার বিনিময়ে ব্যাংক মাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে নির্ধারিত ফি আদায় করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার *আল-আমানাহ্* নীতির ভিত্তিতে গ্রাহকের দ্রব্যসামগ্রী নিরাপদে হেফাযত করার দায়িত্ব পালন করে। অন্যদিকে সুদভিত্তিক ব্যাংক লকার ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে শরীয়ার বিধিবিধান অনুসরণের কথা চিন্তা করে না।

www.pathagar.com

৯.১.৮. রেমিট্যান্স কার্যক্রম

'রেমিট্যান্স' হলো এক স্থান থেকে অন্যত্র অর্থ বা তহবিলের স্থানান্তর। এজন্য ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে কমিশন বা ফি আদায় করে। সেবার বিনিময়ে কমিশন বা ফি আদায় করা শরীয়াহ্সম্মত। তবে ইনস্ট্রুমেন্ট বা ড্রাফট বাট্টাকরণ বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সুদের উদ্ভব হতে পারে। তাই ইসলামী ব্যাংক বাট্টাকরণের কাজে জড়িত হয় না, কমিশন বা ফি-এর বিনিময়ে শুধুমাত্র অর্থ স্থানান্তরে অংশ নেয়।

৯.১.৯. ব্যাংক গ্যারান্টি

'ব্যাংক গ্যারান্টি' হলো কোন দায়-দেনা বা প্রতিশ্রুতি পূরণে গ্রাহকের অপারগতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্যাংক কর্তৃক তৃতীয় পক্ষের সম্ভাব্য ক্ষতি পূরণের অঙ্গীকার বা নিশ্চয়তা প্রদান। গ্যারান্টির শর্ত পূরণে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ব্যর্থ হলে তার পক্ষে ব্যাংক তৃতীয় পক্ষকে গ্যারান্টির অর্থ পরিশোধ করে। ব্যাংক এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের কাছ থেকে নির্ধারিত কমিশন আদায় করে।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যাংক গ্যারান্টি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ শরীয়াহ্সম্মত।

৯.১.১০. বিল বাট্টাকরণ

রফতানি বিল বাট্টাকরণ (Discounting) সুদভিত্তিক ব্যাংক-ব্যবস্থায় একটি বহুল প্রচলিত অর্থায়ন কার্যক্রম। গ্রাহককে আগাম তারল্য ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা দানের জন্য ব্যাংক গ্রাহকের রফতানি বিল বাট্টাকরণ করে অর্থাৎ কম দামে কিনে নেয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকিং লেনদেনে এ ধরনের বিল বাট্টাকরণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে বিলম্বিত সময়ের জন্য সুদী ব্যাংক সুদ আদায় করে।

ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক এই বাট্টাকরণের কাজে অংশ নেয় না। এর বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংক রফতানিকারকদের *বাই-সালাম* বা *মুশারাকা* পদ্ধতিতে প্রাক-জাহাজীকরণ (Pre-shipment) বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের আরও নতুন নতুন প্রোডাক্ট উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

৯.১.১১. কলমানি মার্কেটে অংশগ্রহণ

সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় আন্তঃব্যাংক লেনদেনে কলমানি মার্কেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন ব্যাংকের তারল্য ঘাটতি দেখা দিলে সে ব্যাংক অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংকের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নিয়ে তার ঘাটতি মুকাবিলা করে। এ ক্ষেত্রে তারল্য সংকটে পতিত ব্যাংকের বিপদের সুযোগ নিয়ে অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংক ইচ্ছামতো চড়া হারে সুদ আদায় করে। বিপদাপন্ন ব্যাংকের সংকট যত গভীর হবে, সুদের হার তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়বে। কখনো কখনো কলমানি মার্কেটে সুদের হার স্বাভাবিক বাজারের সুদের হারের চার-পাঁচ গুণ বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে শক্তিমান প্রতিবেশী তার ঘরের পাশের দুর্বল পড়শিকে বাগে পেয়ে ঘাড় মটকাতে একটুও লজ্জাবোধ করে না।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুদের ভিত্তিতে আন্তঃব্যাংক লেনদেনের সুযোগ নেই। এর ইসলামী বিকল্প হলো 'কর্জে হাসান' অথবা শরীয়াহ্ অনুমোদিত দলিলের মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক লেনদেন। বর্তমানে অধিক তারল্যের অধিকারী ইসলামী ব্যাংক তারল্য সংকটে পতিত ইসলামী ব্যাংকের তারল্য ঘাটতিপূরণে সহযোগিতা করতে তাদের *মুদারাবা অ্যাকাউন্টে* টাকা জমা রাখে। জমাকারী ইসলামী ব্যাংক জমা গ্রহণকারী ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা কারবারে স্বাভাবিক নিয়মে *সাহিব আল মাল* হিসেবে অংশ নেয়। এ ধরনের জমার মাধ্যমে অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংক তারল্য সংকটে পতিত ব্যাংকের সাময়িক তারল্য-চাপ মুকাবিলায় সহায়তা করে। এ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সে তার বাড়তি মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ পায়। একের বিপদে অন্যের সহায়তা ও সহমর্মিতাও প্রকাশ পায়। বিপদের সুযোগ নিয়ে ইচ্ছামতো অতিরিক্ত মুনাফা লুটে নেয়ার মুনাফাখোরি প্রবণতা এরূপ আন্তঃব্যাংক লেনদেনে সৃষ্টি হয় না।

৯.১.১২. সরকারী ট্রেজারি বিল ক্রয়

সুদের বিনিময়ে সরকারী ট্রেজারি বিল (T-Bill) কেনা-বেচা সুদভিত্তিক ব্যাংকের একটি স্বাভাবিক ব্যবসা। ইসলামী ব্যাংক সুদযুক্ত সরকারী টি-বিল কেনা-বেচা করে না।

বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত 'মুদারাবা বন্ড' চালু করেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো এখন এই বন্ডে বিনিয়োগ করার সুযোগ পাচ্ছে।

৯.১.১৩. এসএলআর (SLR) ও সিআরআর (CRR) সংরক্ষণ

আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে তফসিলভুক্ত সকল ব্যাংক নির্ধারিত হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি (Statutory Liquidity Reserve বা SLR) সংরক্ষণ করে। সঞ্চিতির কিছু অংশ নগদ আকারে (Cash Reserve Requirement বা CRR) এবং অবশিষ্ট অংশ অনুমোদিত দলিল আকারে সংরক্ষণ করতে হয়। সময়ে সময়ে এই তারল্য সঞ্চিতির হারের পরিবর্তন করা হয়। এ ধরনের সঞ্চিতির ওপর সুদভিত্তিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে 'ব্যাংক হার' (Bank Rate) অনুযায়ী সুদ পায়।

ঝুঁকি মুকাবিলার অন্তর্নিহিত ব্যবস্থা এবং পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে ইসলামী ব্যাংকের জন্য এসএলআর সংরক্ষণ যুক্তিসম্মত নয় বলে কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন। তবে আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে ইসলামী ব্যাংকও এই বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ করে। বাংলাদেশ সরকারের মুদারাবা বন্ড প্রবর্তনের আগে ইসলামী ব্যাংককে তার পুরো সঞ্চিতি তহবিল নগদ আকারে রাখতে হতো। এখন তার শতকরা পাঁচভাগ সঞ্চিতি শরীয়া অনুমোদিত এই বন্ডে রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সঞ্চিতি খাতের নগদ জমা থেকে কোন সুদ অর্জিত হলে তা ইসলামী ব্যাংকের স্বাভাবিক আয়ের অংশ হয় না।

www.pathagar.com

৯.২. ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশলের স্বাতন্ত্র্য

৯.২.১. সুদের বিলোপ

সুদ সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে। ইসলামের দৃষ্টিতে সব ধরনের সুদ হারাম। ইসলামী ব্যাংক অর্থনীতিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, শিল্প-কল-কারখানা স্থাপন, বৈদেশিক লেনদেনসহ সকল অর্থনৈতিক কাজ-কারবারে এই ব্যাংকের নীতি ও কৌশল হচ্ছে সুদ বর্জন করা। ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞাতেই এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

৯.২.২. ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ

ইসলামী ব্যাংক নীতিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে সরাসরি অংশ নিতে পারে। এতে ব্যবসায়ের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে ভাগ হয়ে যায়। ইসলামী ব্যাংক তা দু'ভাবে নিশ্চিত করে থাকে ঃ (ক) প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং (খ) লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের চুক্তিতে অংশগ্রহণ।

ক. প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ

ইসলামী ব্যাংক তার নিজ তহবিল এবং জমাকারীদের অনুমতিক্রমে তাদের তহবিল হতে মূলধন নিয়ে নিজ উদ্যোগ ও মালিকানাধীনে শরীয়াহ্ অনুমোদিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারে। ব্যাংক শুধুমাত্র জমাকারীর তহবিল ব্যবহার করেও বিনিয়োগ কার্যক্রম চালাতে পারে। দেশের প্রচলিত আইনে এ ব্যাপারে বাধা থাকলে তা আলাদা কথা।

সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় ব্যাংক হলো মধ্যস্বত্বভোগী বা Financial Intermediary. সরাসরি ব্যবসায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ তার নেই।

খ. অংশীদারিত্বের চুক্তিতে অংশগ্রহণ

ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কল-কারখানা প্রভৃতি স্থাপনে পুঁজি বিনিয়োগ করে তাতে অংশীদার হতে পারে। ব্যাংক এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সাথে অংশীদারী চুক্তি অনুযায়ী আংশিক বা সম্পূর্ণ পুঁজি সরবরাহ করতে পারে। ব্যবসায়ে লাভ হলে তা চুক্তির শর্তে উল্লেখিত হারে বণ্টন হয় এবং লোকসান হলে তা মূলধন অনুপাতে ব্যাংক ও গ্রাহক বহন করে। অর্থাৎ লাভ হলে ব্যাংক পূর্বনির্ধারিত হার অনুযায়ী অংশ পায়। লোকসান হলে তা পুঁজির আনুপাতিক হারে ব্যাংক বহন করে।

সুদভিত্তিক ব্যাংক-ব্যবস্থায় অংশীদারী বিনিয়োগের সুযোগ নেই। তাই এসব কারবারের লাভ-লোকসান বা সাফল্য-ব্যর্থতার ব্যাপারে সুদী ব্যাংকের কোন

www.pathagar.com

দায়-দায়িত্বও নেই। ব্যবসায় মন্দা দেখা দিলে বা লোকসানের আশংকা সৃষ্টি হলে সুদী ব্যাংক তার গ্রাহককে দ্রুত ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দেয় বা ঋণ প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা আরও সংকটের সম্মুখীন হয়। এমনকি ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। সুদভিত্তিক ব্যাংক হলো সুসময়ের বন্ধু; আর ঝড়-বৃষ্টির দুর্দিনে ছাতা গুটিয়ে নেয়া তার নীতি।

৯.২.৩. ব্যবসা-বাণিজ্যে নীতি-নৈতিকতা ও হালাল-হারামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগের খাত ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত কি-না তা বিশেষভাবে বিচার করে। সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগের আর্থ-সামাজিক প্রভাব বা সামাজিক লাভ-ক্ষতিও সে বিবেচনা করে। সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মদ বা মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও বিপণন, চরিত্রবিধ্বংসী উপকরণ, তামাক ও সিগারেটের মতো জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন ও বিপণনে ইসলামী ব্যাংক সহায়তা করে না। মজুতদারী ও মুনাফাখোরীর সুযোগ সৃষ্টিকারী কাজেও ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করে না। সর্বসাধারণের ক্ষতি করে ব্যক্তিবিশেষের সৌভাগ্য গড়ার কাজে বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংক সমর্থন করে না, পৃষ্ঠপোষকতার ঊর্ধ্বে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ শুধুমাত্র শরীয়াহ্ অনুমোদিত খাতে ও শরীয়াহ্সম্মত পদ্ধতিতে হতে হবে। সেইসাথে ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগনীতিতে ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রাধিকার খাত নিরূপণ করে। ইসলামী ব্যাংক বিলাস সামগ্রীর তুলনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীতে বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেয়। সম্পদ শুধু স্বল্পসংখ্যক মানুষের মাঝে যাতে আবর্তিত না হয় তা নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমের অন্যতম নীতি।

সুদভিত্তিক ব্যাংকের ঋণ ও আগাম প্রদানসহ সার্বিক কার্যক্রমে 'বেশি সুদ বেশি লাভ' এবং 'সমষ্টির সম্পদ মুষ্টিমেয়র পকেটস্থ করা'র কৌশল মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

৯.২.৪. শরীয়াহ কাউন্সিল

ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, মূলধন বা তহবিল বিনিয়োগ ইত্যাদি বহুমাত্রিক পরিচালনাগত কাজে শরীয়াহ্ পরিপালন নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে তার লঙ্ঘন রোধের উদ্দেশ্যে 'শরীয়াহ কাউন্সিল' একটি স্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা রূপে ভূমিকা পালন করে। শরীয়াহ্ অনুমোদিত পদ্ধতি উদ্ভাবন, প্রয়োগ, নির্দেশনা, নিরীক্ষণ, পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ্ কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফিক্বহুল মু'আমালাত (Islamic Commercial Jurisprudence) বিষয়ে পারদর্শী বিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ আলিম, ইসলামী অর্থনীতিবিদ, অভিজ্ঞ আইনবিদ ও অভিজ্ঞ ব্যাংকারদের সমন্বয়ে শরীয়াহ্ কাউন্সিল গঠিত হয়।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের 'শরীয়াহ্ কাউন্সিল' শরীয়াহ্ সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রদান করে। বাংলাদেশে যেসব সুদভিত্তিক ব্যাংক পৃথকভাবে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা পরিচালনা করছে তাদেরও প্রত্যেকের নিজস্ব শরীয়াহ্ কাউন্সিল রয়েছে। বাংলাদেশের সকল ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ্ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সংস্থারূপে ২০০১ সালের ১৬ আগস্ট থেকে কাজ করছে *সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ*।

বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকসমূহের আন্তর্জাতিক ও স্বাধীন সংস্থারূপে ১৯৯১ সালের ২৭ মার্চ থেকে কাজ করছে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অঙ্গসংস্থা বাহরাইনভিত্তিক *দি অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস* (AAOIFI) বা 'আওইফি'। আওইফি আন্তর্জাতিক ইসলামিক ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স শিল্পের অ্যাকাউন্টিং, অডিটিং, ইথিকস এবং গভর্নেন্স সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্যুতে 'শরীয়াহ্ স্ট্যান্ডার্ড' প্রণয়ন ও প্রবর্তনের দায়িত্বেও নিয়োজিত।

৯.২.৫. যাকাতব্যবস্থার বাস্তবায়ন

'যাকাত' ইসলামের পাঁচটি রুকন বা মূলস্তম্ভের অন্যতম। গুরুত্বের দিক দিয়ে নামাযের পরেই যাকাতের স্থান। ইসলামী ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিলের অবণ্টনযোগ্য অংশের ওপর যাকাত দেয়। কোন কোন ইসলামী ব্যাংক তার গ্রাহকদের নিকট থেকেও স্বেচ্ছাপ্রদত্ত যাকাত সংগ্রহ করে। তারা যাকাত তহবিলের টাকা নির্ধারিত খাতে পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করছে। যাকাত তহবিলের অর্থে উদ্যোক্তা-প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানমুখী উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমে সহায়তাসহ বিভিন্ন ধরনের আয়-উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাসে এটি একটি কার্যকর ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকরূপে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' যাকাত তহবিলের পরিকল্পিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত দুই দশকে এদেশে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার ব্যাংকের শেয়ার প্রিমিয়াম, বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি, বিনিময় ক্ষতিপূরণ সঞ্চিতি, বিনিময় সমতাকরণ হিসাব, এবং লভ্যাংশ সমতাকরণ হিসাব-এর সমাপনী স্থিতির উপর বার্ষিক ২.৫৮% হারে[১] যাকাত প্রদান করে।

২০০৫ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৭,৪০,৫০,৬৭৫.০০ টাকা যাকাত আদায় করেছে। এক্সিম ব্যাংক ২০০৫ পর্যন্ত তার যাকাত তহবিলে ২.৩৩ কোটি টাকা জমা করে এবং এ খাত থেকে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১.৪৬ কোটি টাকা। কোন কোন ইসলামী ব্যাংকের সংরক্ষিত সম্পদ যাকাতযোগ্য না হওয়ায় এবং কোনটির সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্তের তুলনায় শ্রেণীকৃত বিনিয়োগের প্রভিশন ঘাটতি থাকায় যাকাত হিসাব শুরু করেনি।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টনের ব্যবস্থা কায়েম না থাকায় অধিকাংশ যাকাতদাতা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা ছাড়াই ব্যক্তিগতভাবে যাকাত বিলি করেন। এতে যাকাতের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয় না। সমাজের কোন স্থায়ী কল্যাণও হয় না। এ জন্যই সমাজে যুগ যুগ ধরে ধনবান অনেকেই যাকাত দিচ্ছেন, কিন্তু দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না। ইসলামী ব্যাংকসমূহ জনগণের আস্থাভাজন সুব্যবস্থিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানরূপে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত উদ্যোগ নিয়ে আর্থিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় বড় ধরনের অবদান রাখতে পারে।

৯.২.৬. কর্জে হাসানা

'কর্জে হাসানা' মানে উত্তম ঋণ। এই ঋণ প্রদান করা হয় ব্যক্তির সাময়িক প্রয়োজন পূরণের জন্য। কখনো কখনো সচ্ছল উপার্জনক্ষম সৎ ব্যক্তিরও এরূপ ঋণের প্রয়োজন হতে পারে। কর্জে হাসানা একটি ইসলামী কনসেপ্ট। এটি ইসলামী সমাজের একটি অনন্য কল্যাণাদর্শ। সমাজে কর্জে হাসানার প্রচলন থাকলে বিপদের সময় কাউকে সহায়-সম্বল বিক্রি করতে হয় না বা সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিতে হয় না।

পৃথিবীর বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক 'কর্জে হাসানা' হিসাব পরিচালনা করে থাকে। সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের দর্শনে কর্জে হাসানার ধারণা অনুপস্থিত ও অকল্পনীয়।

৯.২.৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সামাজিক উন্নয়ন সমন্বিত করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য। এ দু'য়ের মধ্যে সমন্বয় ছাড়া সুষম উন্নয়ন (balanced development) সম্ভব নয়। ইসলামী ব্যাংক প্রকল্প বাস্তবায়নে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়। ইসলামী ব্যাংক কোন প্রকল্প নির্বাচনে এর সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক অবদান বিশেষভাবে মূল্যায়ন করে। ব্যক্তির অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে সমষ্টির অর্থাৎ সর্বসাধারণের উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যকেও ইসলামী ব্যাংক নিশ্চিত করতে চায়।

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য হলো ব্যক্তির কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তার ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের সুযোগ সৃষ্টি করা। ফলে সমাজে সুস্থ ও কল্যাণধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি সহজ হয়। সমাজকল্যাণ ও সামাজিক শৃংখলা অর্জনের উদ্দেশ্যে এর সুস্থ ও সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নত ও সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠান। প্রচলিত ব্যাংকগুলো শুধুই আর্থিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক

www.pathagar.com

একই সাথে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে সমাজের ব্যাপক ও বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ উমর চাপরার মতে, ইসলামী ব্যাংক একটি Multipurpose ব্যাংক।

শুধুমাত্র সুদের উচ্ছেদ ও বিলোপ সাধন ইসলামী ব্যাংকের কাজ নয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের নৈতিক, চারিত্রিক ও মানসিক বিকাশ সাধন এবং হালাল-হারাম মান্য করে বৈধ সীমার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ইসলামী ব্যাংকের মূলনীতি ও কর্মকৌশল। ইসলামী ব্যাংক তার এ সকল কর্মসূচী ও কর্মকৌশলের মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি মুখ্য প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করে।

৯.৩. অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম

জমা গ্রহণ ও বিনিয়োগ কার্যক্রম ছাড়াও ইসলামী ব্যাংকগুলো আমদানী-রফতানী বাণিজ্য, রেমিটেন্স, লকার সার্ভিস প্রভৃতি সব ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম নিজস্ব নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালনা করে।

৯.৪. জনকল্যাণমূলক প্রকল্প

ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রমে জনকল্যাণের নীতি অনুসরণ করার কারণে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ এ ব্যাংকের লক্ষ্য। এ জন্য স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলো বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্প, পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প, গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প, কৃষি-সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প, ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্প প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব প্রকল্পের লক্ষ্য সমাজের অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অবস্থার উন্নয়ন। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব পূরণের জন্য নলকূপের ব্যবস্থা, শিক্ষা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা। ২০২০ সালের মধ্যে দেশের ৬৪ হাজার গ্রামকে দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক ১৯৯৫ সাল থেকে এ প্রকল্পের অধীনে সফলতার সাথে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[২]

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ফরমাল, নন-ফরমাল ও ভলান্টারি–এই তিন সেক্টরে কাজ করে থাকে। নন-ফরমাল সেক্টরের মাধ্যমে পারিবারিক ক্ষমতায়নে মাইক্রো-ক্রেডিট এবং মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ

www.pathagar.com

সুবিধা প্রদান করে আসছে। শুধুমাত্র সামাজিক অঙ্গীকার পালনই নয়, এই কর্মসূচীসমূহ সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) এবং জাতিসংঘের Millenium Development Goal (MGD) অর্জনেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

৯.৫. জনকল্যাণমূলক বিশেষ কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংকগুলো সব ধরনের স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি গরীব, দুঃস্থ, অসহায় ও নিঃসম্বল মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এ বিশেষ লক্ষ্যে প্রথমে 'সাদাকা ফান্ড' ও পরে ব্যাপক ভিত্তিতে 'ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেছে। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংকসহ আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংকও অনুরূপ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন পরিচালিত জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প, দুগ্ধবতী গাভী পালন প্রকল্প, রিকশা প্রকল্প, আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প, পোল্ট্রি প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্প, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী প্রকল্প, ক্ষুদ্রশিল্প প্রকল্পসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচী। মডেল ফোরকানিয়া মক্তব, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ও অনুদান ও দুঃস্থদের জন্য স্কুল পরিচালনা ও সাহায্য দানসহ শিক্ষা কর্মসূচী, মেডিক্যাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা, দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য অনুদান, নলকূপ স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণসহ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কর্মসূচী, এতিমখানা প্রতিষ্ঠা, কন্যা পাত্রস্থ করার জন্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে অনুদান, ঋণগ্রস্ত ও ভ্রমণপথে বিপদগ্রস্ত লোকদের অনুদানসহ মানবিক সাহায্য কর্মসূচী এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী ইত্যাদি।[৩]

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের অধীনে একটি ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা ও একটি পাবলিক লাইব্রেরি পরিচালিত হচ্ছে। লাইব্রেরিটি ঢাকার তোপখানা রোডে অবস্থিত এবং সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। ফাউন্ডেশনের অধীনে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এক্সিম ব্যাংক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'এক্সিম ব্যাংক ফাউন্ডেশন' বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং রাজধানীতে কয়েকটি ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ করেছে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানও তাদের কার্যক্রমের একটি অংশ। শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকেরও অনুরূপ কর্মসূচী রয়েছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক তার 'ক্যাশ ওয়াক্ফ স্কিম'-এর মুনাফা থেকে মসজিদ, এতিমখানা, মাদ্রাসা, স্কুল, সামাজিক ও স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

www.pathagar.com

এছাড়াও তারা গুরুতর অসুস্থ, ক্যান্সার, কিডনি ও হার্টের রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সহায়তায় নন-ফরমাল সেক্টরের আওতায় ১৯৯৬-১৯৯৮ সালে গার্মেন্টস থেকে ছাঁটাইকৃত প্রায় পাঁচ হাজার শিশুর মাঝে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচী (Stipened Disbursement Program) সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছে। ব্যাংকের ভলান্টারি সেক্টরে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ স্কিমের মুনাফা থেকে মসজিদ, এতিমখানা, মাদরাসা, স্কুল, সামাজিক ও স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে সহায়তা প্রদান করা হয়।

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক ২০০৫ পর্যন্ত তার ক্যাশ ওয়াক্‌ফ খাত হতে ৩টি মাদরাসা, ৩টি এতিমখানা, ৪টি চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র, ১টি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও ৩৬ জন গরীব ও অসহায় ব্যক্তিকে সরাসরি মোট ২,০৮,৩২,৩২৩.৫০ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে (Corporate Social Responsibility) সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও বসুন্ধরা গ্রুপ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যৌথভাবে ঠোঁট ও তালু কাটা অপারেশন, চক্ষু চিকিৎসা ও অপারেশন এবং এসিডদগ্ধদের চিকিৎসা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে।

ইসলামী ব্যাংকগুলো বেসরকারী পর্যায়ে তার সীমিত নেটওয়ার্ক নিয়ে জনকল্যাণমূলক খাতে গত কয়েক বছরে যে অবদান রেখেছে তার আলোকে বলা যায়, সার্বিক ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামের আলোকে পুনর্গঠিত হলে প্রায় ছয় হাজার শাখা নিয়ে গঠিত এদেশের বিরাট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অভাবী মানুষের হতাশা মুছে ফেলতে অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র

১. যাকাতের হিসাব হয় হিজরী চান্দ্র বছর অনুযায়ী। আর ব্যাংকের হিসাব হয় গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারভিত্তিক সৌর বছর (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত) অনুযায়ী। হিজরী চান্দ্র বছরের তুলনায় সৌর বছরের বাড়তি ১১ দিনের জন্য যাকাতের বার্ষিক হার ২.৫%-এর সাথে অতিরিক্ত ০.০৮% যুক্ত করে মোট ২.৫৮% হারে যাকাত প্রদান করা হয়। এই হার বাহরাইনভিত্তিক 'আওইফি' কর্তৃক অনুমোদিত স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নিরূপিত।

২. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৩, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি, জন সংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০১

www.pathagar.com

১০.
ইসলামী ব্যাংকের জমা গ্রহণের নীতি ও পদ্ধতি

১০.১. জমা গ্রহণের নীতি

ক. ইসলামী ব্যাংক জনসাধারণকে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ যোগায়। শুধু বড় সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে ছোট জমাকারীদের সম্পদকে জাতীয় আর্থিক প্রবাহে নিয়োজিত করে।

খ. ইসলামী ব্যাংক সকলের কাছে সঞ্চয়ের এ চিত্র তুলে ধরে যে, সঞ্চয়ের মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে পারেন এবং একই সাথে তিনি সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে পারেন।

গ. সঞ্চয়ী গ্রাহক ও ব্যাংকের সম্পর্ক মুদারাবা পদ্ধতির অংশীদারি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে গ্রাহক 'সাহিবুল মাল' এবং ব্যাংক 'মুদারিব' হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

ঘ. ইসলামী ব্যাংক জনগণের সঞ্চয়কে শরীয়াহ্ অনুমোদিত খাতে শরীয়াহ্সম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে হালাল মুনাফা অর্জনে সাহায্য করে।

ঙ. ইসলামী ব্যাংক শরীয়ার 'আল ওয়াদিয়া' নীতির ভিত্তিতে 'আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব' পরিচালনা করে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক হলেন 'মুয়াদ্দি'। আর ব্যাংক 'মুয়াদ্দা ইলাইহি'। এ হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যবহারের ব্যাপারে গ্রাহক (মুয়াদ্দি) ব্যাংক (মুয়াদ্দা ইলাইহি)-কে অনুমতি দেয়। ব্যাংক গ্রাহককে তার অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দেয়ার অঙ্গীকার করে।

১০.১.১. আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব

'আল ওয়াদিয়া' শব্দটি আরবী 'ওয়াদিয়ূন' থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ ঃ ১. সংরক্ষণ করা, ২. জমা করা, ৩. বাদ দেয়া, ৪. পরিত্যাগ করা ইত্যাদি।

আল ওয়াদিয়া চুক্তিতে দু'টি পক্ষ থাকে। জমাগ্রহণকারী পক্ষকে বলা হয় 'মুয়াদ্দা ইলাইহি'। জমাকারী পক্ষকে বলা হয় 'মুয়াদ্দি'। যে বস্তু জমা রাখা হয়, তা হলো 'মুয়াদ্দা'।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবের বিকল্প 'আল ওয়াদিয়া' পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক বা মুয়াদ্দা ইলাইহি জমাকারীর (মুয়াদ্দি) অর্থ (মুয়াদ্দা) জমা নেয়। জমাকারী (মুয়াদ্দি) ব্যাংককে এই অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দেয়। ব্যাংক জমাকারীর সম্মতির ভিত্তিতে সে অর্থ ব্যবহার করে। ব্যাংক জমাকারীকে তার অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।

'আল ওয়াদিয়া' হলো অর্থের নিরাপত্তা বিধানের চুক্তি। এর দ্বারা জমাকারী ব্যাংকের সাথে কোন ব্যবসায়ে অংশ নেন না। ব্যাংকের ব্যবসায়ের কোনরূপ ঝুঁকিও বহন করেন না। তিনি তার জমা টাকা যে কোন সময় ফেরত নেয়ার অধিকার রাখেন। এই পদ্ধতিতে জমাকারী ব্যাংকের কাছ থেকে কোন মুনাফা পান না। জমাকৃত অর্থের নিরাপদ হেফাযত করা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক জমাকারীর কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ নিতে পারে।

১০.১.২. ইসলামী ব্যাংকের আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব ও সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবের মধ্যে পার্থক্য

সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসেবের সাথে ইসলামী ব্যাংকের চলতি হিসাবের পার্থক্য ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক ও গভীর। যথা ঃ

১. ইসলামী ব্যাংকের চলতি হিসাব শরীয়ার আল ওয়াদিয়া নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাব পরিচালনায় শরীয়ার কোন নীতি বা পদ্ধতি বা বিধান অনুসরণের তাকীদ বা প্রয়োজন অনুভব করা হয় না। এদিক থেকে দুই ব্যাংকের চলতি হিসাবের মাঝে পার্থক্য নীতি ও নিয়তের।

২. আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাবে জমাকারীর কাছ থেকে তার অর্থ ব্যবহারের পূর্ব অনুমতি নেয়া হয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমাকারীর কাছ থেকে তার অর্থ ব্যবহারের অনুমতি নেয়ার শার'ঈ বাধ্যবাধকতা অনুভব করা হয় না। (বিনা অনুমতিতে অন্যের গচ্ছিত সম্পদ ভোগ বা ব্যবহার শরীয়ার দৃষ্টিতে আমানতের খেয়ানতের সামিল। আর খেয়ানতকারী ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফিক।)

৩. আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাবে জমা অর্থ শরীয়াহ্‌পরিপন্থী কোন পদ্ধতিতে বা কোন হারাম খাতে ব্যবহার করা হয় না। ব্যাংক এ ব্যাপারে জমাকারীকে নিশ্চিত করে। অন্যদিকে সুদভিত্তিক ব্যাংক চলতি হিসাবে জমা অর্থ সুদের ভিত্তিতে হালাল-হারাম নির্বিশেষে যেকোন খাতে ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

১০.১.৩. 'আল ওয়াদিয়া' ও 'আল আমানাহ'র পার্থক্য

শরীয়ার নীতি অনুযায়ী কারো কাছে কোন কিছু গচ্ছিত রাখার একটি চালু পদ্ধতি 'আমানত' বা 'আল আমানাহ'। 'আল ওয়াদিয়া' ও 'আল আমানাহ'র মধ্যে পার্থক্য খুবই সরল ও স্পষ্ট। আল আমানাহ পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণকারী তার কাছে গচ্ছিত আমানতকারীর অর্থ বা বস্তু ব্যবহার করতে পারেন না। ঐ সম্পদে কোনরূপ পরিবর্তন বা যোগ-বিয়োগ করতে পারেন না। কিন্তু আল ওয়াদিয়া চুক্তি অনুযায়ী জমা গ্রহণকারী (মুয়াদ্দা ইলাইহি) জমাকারীর (মুয়াদ্দি) অনুমতি নিয়ে জমা অর্থ বা বস্তু (মুয়াদ্দা) ব্যবহার করতে পারেন।

ব্যাংকিং সেবায় ইসলামী ব্যাংকের চলতি হিসাব 'আল ওয়াদিয়া' পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকের লকার সার্ভিস পরিচালিত হয় 'আল আমানাহ' নীতির ভিত্তিতে। ইসলামী ব্যাংক আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাবের টাকা ওয়াদিয়া চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যবহার করে এবং চাওয়া মাত্র ফেরত দেয়। কিন্তু লকারে গচ্ছিত সম্পদ যে অবস্থায় রাখা হয় সে অবস্থায় হেফাযত করে।

১০.২.১. মুদারাবা হিসাব

'মুদারাবা' শব্দটি আরবী 'দারব' বা 'দারবুন' থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আল্লাহর রহমতের তালাশে সফর করা।

> *"...আল্লাহ জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে নিয়োজিত হবে। ....."*
>
> (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ২০)

'মুদারাবা' হলো অংশীদারী কারবারের একটি পদ্ধতি। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসা পরিচালনার জন্য দু'টি পক্ষ মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হন। একপক্ষ (পুঁজির মালিক) মূলধন সরবরাহ করেন। তাকে বলা হয় 'সাহিবুল মাল'। অন্যপক্ষ তার মেধা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সামর্থ ও মেহনতের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার উদ্যোগ নেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সাহিবুল মালের মূলধন ব্যবহার করেন। এই উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপক পক্ষকে বলা হয় 'মুদারিব'।

মুদারাবা চুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'সাহিবুল মালের' দায়িত্ব অর্থ যোগানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যবসা পরিচালনায় তিনি অংশ নেন না। 'মুদারিব' ব্যবসায়ের একজন ট্রাস্টি ও প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করেন।

ব্যবসা পরিচালনায় মুদারিবকে সততা ও দক্ষতার পাশাপাশি সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। ইচ্ছাকৃত অবহেলা, প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনার কারণে ব্যবসায় ক্ষতি হলে সেক্ষেত্রে মুদারিব দায়ী হবেন।

www.pathagar.com

১০.২.২. মুদারাবা হিসাবের ব্যাপারে শরীয়ার নীতি

শরীয়ার নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংক মুদারাবা তহবিল সংগ্রহ করে। ব্যাংক তার বিভিন্ন মেয়াদী বিনিয়োগের পরিকল্পনা ও চাহিদা বিবেচনায় রেখে নানা ধরনের জমাকারীকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে মুদারাবা পদ্ধতিতে বিভিন্ন মেয়াদের এবং বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলার ব্যবস্থা রাখতে পারে। সেসব হিসাব সঞ্চয়ী, স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। গ্রাহকদের আগ্রহ ও চাহিদা এবং অন্য কোন কল্যাণমূলক লক্ষ্য সামনে রেখে বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমেও জমা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বেশি মেয়াদে অর্থ জমা করে জমাকারী ব্যাংকের ব্যবসায়ে বেশি ঝুঁকি বহন করেন। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী জমা বিনিয়োগ করা ব্যাংকের জন্য বেশি সুবিধাজনক। এ কারণে সাধারণতঃ জমার মেয়াদের ওপর ভিত্তি করে অর্থের গুরুত্ব বা 'ওয়েটেজ' নির্ধারণ করা হয়। অন্যকোন দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাংক কোন বিশেষ জমা প্রকল্পকে অধিক গুরুত্ব বা ওয়েটেজ দিতে পারে।

মুদারাবা তহবিল থেকে অর্জিত আয় ব্যাংক ও জমাকারীর মধ্যে পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে বণ্টন করা হয়। যেমন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ও তার মুদারাবা জমাকারীদের মধ্যে লাভ বণ্টনের বর্তমান অনুপাত হলো জমাকারী ৬৫ ঃ ব্যাংক ৩৫। ব্যবসায়ে লোকসান হলে 'সাহিবুল মাল' আর্থিক ক্ষতি বহন করেন। এ ক্ষেত্রে মুদারিবের সময়, শ্রম ও মেধার লোকসান হয়।

১০.২.৩. মুদারাবা নীতিতে ব্যাংকের মুনাফা বণ্টন

মুদারাবা হিসাবে মুনাফা বণ্টনের সাধারণ নীতিমালা হলো ঃ

১. মুদারাবা তহবিলের আয় মুদারিব ও সাহিবুল মালের মধ্যে চুক্তির শর্ত অনুসারে আনুপাতিক হারে বণ্টন হয়।

২. মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ ছাড়াও ব্যাংক তার বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে কমিশন, এক্সচেঞ্জ, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি আয় করেন। এসব আয়ে জমাকারীদের অংশ থাকে না।

৩. মুদারাবা জমাকারীগণ মুদারাবা তহবিলের বিনিয়োগ আয়ে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন।

বিনিয়োগ আয়ে মুদারাবা জমার অংশ হিসাব করার কৌশল ঃ

১. মুদারাবা জমাকারীগণ মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ আয়ের একটি পূর্বনির্ধারিত অংশ (যেমন কমপক্ষে ৬৫ ভাগ) পান।

www.pathagar.com

২. ব্যাংক বাকি অংশ (যেমন ৩৫ ভাগ) তার আয় হিসেবে পায়।

ক. ব্যাংক তার আয়ের একটি অংশ (যেমন ২০ ভাগ) বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যয় করে।

খ. ব্যাংক বিনিয়োগ আয়ের বাকি অংশ (ধরা যাক ১৫ ভাগ) বিনিয়োগ ক্ষতি-পূরণ সঞ্চিতি হিসেবে সংরক্ষণ করে।

১০.২.৪. হিসাবসমূহে লাভ বণ্টনের 'ওয়েটেজ' পদ্ধতি

জমাকারীদের সকল হিসাবের অর্থের গুরুত্ব ব্যাংকের কাছে সমান নয়। হিসাবের মেয়াদ যত বেশি হয়, সাধারণত সেই অর্থ ব্যাংক ততই সুবিধাজনকভাবে দীর্ঘসময়ের জন্য বিনিয়োগ করার সুযোগ পায়। অন্যদিকে জমাকারী বেশি মেয়াদে অর্থ জমা করে ব্যাংকের ব্যবসায়ে বেশি ঝুঁকি নেন। এ কারণে ব্যাংক প্রধানত মেয়াদকাল বিবেচনা করে বিভিন্ন হিসাবের ভিন্ন ভিন্ন ওয়েটেজ বা গুরুত্বের ভিত্তিতে লাভ নির্ধারণ করে। এ ছাড়া কোন সামাজিক কল্যাণমূলক জমাকে ব্যাংক বাড়তি ওয়েটেজ দিতে পারে। যেমন নির্ধারিত আয়ের লোকদের পবিত্র হজ্জ পালন উৎসাহিত করতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড হজ্জ অ্যাকাউন্টের জমাকে সর্বোচ্চ ওয়েটেজ দেয়।

১০.২.৫. 'ওয়েটেজ'-এর একটি নমুনা

মনে করি, কোন ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা ডিপোজিটের 'ওয়েটেজ' নিম্নরূপ ঃ

মুদারাবা জমা	মেয়াদ	ওয়েটেজ (%)
ক) মুদারাবা হজ্জ জমা	-	১১০ %
খ) মুদারাবা মেয়াদী জমা	৩৬ মাস	১০০ %
মুদারাবা মেয়াদী জমা	২৪ মাস	৯৮ %
মুদারাবা মেয়াদী জমা	১২ মাস	৯৬ %
মুদারাবা মেয়াদী জমা	৬ মাস	৯২ %
মুদারাবা মেয়াদী জমা	৩ মাস	৮৮ %
গ) মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব	-	৭৫ %
ঘ) মুদারাবা স্বল্পকালীন নোটিস জমা	-	৫৫ %

এক্ষেত্রে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ ১০০০.০০ টাকা, মুদারাবা জমা ৮০০.০০ টাকা এবং মোট বিনিয়োগআয় ১৫০.০০ টাকা। সাহিবুল মাল ও মুদারিবের মধ্যে লাভের অনুপাত ৬৫ ঃ ৩৫ হলে উপরের ছকে দেখানো ওয়েটেজ অনুযায়ী মুনাফা বণ্টনের হিসাব দাঁড়াবে ঃ

www.pathagar.com

মুদারাবা হিসাবসমূহের মোট জমা (৮০%) ঃ ৮০০.০০ টাকা

ব্যাংকের ইক্যুইটি ও আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাবে জমা (২০%)ঃ ২০০.০০টাকা

সর্বমোট = ১০০০.০০ টাকা

মুদারাবা ডিপোজিটে আয়ের হিস্যা ঃ

বিনিয়োগ আয়ের ৮০% (১৫০x ৮০%) ঃ ১২০.০০ টাকা

মুদারাবা জমাকারীদের মাঝে

বিতরণযোগ্য আয় (মোট আয়ের ৬৫%) ঃ ৭৮.০০ টাকা

ব্যাংকের আয় (মোট আয়ের ৩৫%) ঃ ৪২.০০ টাকা

মোট ঃ ১২০.০০ টাকা

এই অবস্থায় বিভিন্ন মুদারাবা হিসেবে মুনাফা বণ্টনের হিসাব দাঁড়াবে ঃ

ক্রম	মুদারাবা জমা হিসাবের প্রকৃতি	বার্ষিক প্রোডাক্ট	ওয়েটেজ %	ওয়েটেড প্রোডাক্ট	বিতরণযোগ্য মুনাফার অংশ	মুনাফার হার
১	মুদারাবা হজ্জ জমা	১০০	১.১০	১১০.০০	১২.৪৪	১২.৪৪%
২	৩৬ মাস মেয়াদী জমা	১৫০	১.০০	১৫০.০০	১৬.৯৭	১১.৩১%
৩	২৪ মাস মেয়াদী জমা	৫০	০.৯৮	৪৯.০০	৫.৫৪	১১.০৮%
৪	১২ মাস মেয়াদী জমা	১০০	০.৯৬	৯৬.০০	১০.৮৬	১০.৮৬%
৫	৬ মাস মেয়াদী জমা	১৫০	০.৯২	১৩৮.০০	১৫.৬১	১০.৪০%
৬	৩ মাস মেয়াদী জমা	৫০	০.৮৮	৪৪.০০	৪.৯৮	৯.৯৬%
৭	মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব	১০০	০.৭৫	৭৫.০০	৮.৪৯	৮.৪৯%
৮	মুদারাবা স্বল্প মেয়াদী জমা	৫০	০.৫৫	২৭.৫০	৩.১১	৬.২২%
	মোট	৭৫০	-	৬৮৯.৫০	৭৮.০০	-

www.pathagar.com

১১.
ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি

১১.১. বিনিয়োগ নীতি

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম বিধায় ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক লক্ষ্যসমূহ সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি। সে অনুযায়ী ঃ

১. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে হালাল হতে হবে। সেইসাথে বিনিয়োগের খাতও হালাল হতে হবে।

২. ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণের দিকেও নজর রাখবে।

৩. বিনিয়োগের খাত এমনভাবে নির্ধারিত হতে হবে যাতে সমাজের মৌলিক চাহিদাগুলো ইসলামী নীতির ক্রম-অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পূরণ হতে পারে।

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ উৎপাদন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্পদ বণ্টনের গুরুত্ব তারচে' কম নয়। সম্পদ বণ্টনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে।

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো[১] হলো ঃ

১. মূলধনের নিরাপত্তা ও মুনাফার সম্ভাব্যতা বিবেচনায় রেখে ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা।

২. বিনিয়োগের অন্যতম লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এজন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটানো। বৈজ্ঞানিক, কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও পেশাগত সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

৩. পুঁজির মালিক যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকৃত ও বাস্তব ভূমিকা রেখে হালাল মুনাফা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করে সমাজকে কর্মচঞ্চল করে তোলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন করা।

৪. পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশ এবং দেশের সামগ্রিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিনিয়োগ করা।

www.pathagar.com

৫. সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত না করে তা সমাজের সিংহভাগ মানুষের কাজে লাগানোর ইসলামী নীতিকে অগ্রাধিকার দান।

৬. উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদক ও উৎপাদনমুখী শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের ভিত মজবুত করা।

৭. বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও সামাজিক অবকাঠামো গঠনের উদ্যোগে অংশগ্রহণ।

৮. গ্রাহককে সরাসরি টাকা না দিয়ে মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল প্রভৃতি বেচাকেনা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ। এই পদ্ধতির বিনিয়োগ প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে ও এগিয়ে নেয়।

৯. লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা।

১০. ব্যাংকের সব ধরনের বিনিয়োগ কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালনা। শরীয়ার দৃষ্টিতে অবৈধ ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক খাতে প্রচুর মুনাফা থাকলেও সে খাতে বিনিয়োগ না করা।

১১. সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে মুনাফা কম হলেও সেসব খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।

১১.২. বিনিয়োগ পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক তাদের নিজ নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বিনিয়োগের ধরন অনুযায়ী শরীয়তের সীমার মধ্যে নানা পদ্ধতি অনুসরণ করে।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো শরীয়াহ্ অনুমোদিত যেসব পদ্ধতি সাধারণ-ভাবে অনুসরণ করে সে পদ্ধতিগুলোকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক. *অংশীদারি পদ্ধতি* ঃ

১. মুদারাবা ও ২. মুশারাকা;

খ. *মালিকানায় শরীকানা বা শিরকাতুল মিলক*-এর ভিত্তিতে ভাড়ায় ক্রয় ঃ

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (HPSM)

গ. *বেচা-কেনা পদ্ধতি* ঃ

১. বাই-মুরাবাহা, ২. বাই-মুয়াজ্জাল, ৩. বাই-সালাম এবং ৪. ইসতিসনা।

www.pathagar.com

ক. অংশীদারি পদ্ধতি

১১.৩. মুদারাবা

'মুদারাবা' পরিভাষাটি আরবী 'দারব' শব্দ হতে উদ্ভূত। এ শব্দের একটি অর্থ ভ্রমণ বা সফর করা। মুদারাবা বলতে বুঝায় ব্যবসার জন্য সফর করা।

'মুদারাবা' কারবারে দু'টি পক্ষ থাকেন। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন। অন্যপক্ষ তার সময়, মেহনত, মেধা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগান। মূলধন সরবরাহকারীকে বলা হয় 'সাহিবুল মাল'। সময়, মেহনত, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিয়োগকারী হলেন 'মুদারিব'। 'মুদারাবা' এক ধরনের অংশীদারি চুক্তি। 'সাহিবুল মাল' এ চুক্তি অনুযায়ী মুদারিবকে তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, মেহনত ও চেষ্টার মাধ্যমে ব্যবসা চালানোর জন্য পুঁজি সরবরাহ করেন।

ব্যবসায়ে লাভ হলে চুক্তিতে উল্লেখিত অনুপাত অনুসারে উভয়পক্ষ লাভের ভাগিদার হন। লোকসান হলে আর্থিক ক্ষতি তহবিল সরবরাহকারী অর্থাৎ 'সাহিবুল মাল' বহন করেন আর 'মুদারিব' লোকসানী কারবারে দেয়া সময়, মেহনত ও দক্ষতার বিনিময় বা ফায়দা থেকে বঞ্চিত হন। তবে বিশ্বাসভঙ্গ, দুর্নীতি, অবহেলা বা চুক্তির শর্তলঙ্ঘনের কারণে ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে মুদারিব সে আর্থিক লোকসানের জন্যও দায়ী হবেন।

'মুদারাবা' চুক্তির শর্ত অনুসারে ব্যাংক মূলধন যোগায়। অন্যপক্ষ স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তা তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, মেহনত, নিয়োজিত করেন। ব্যাংক 'সাহিবুল মাল' হিসেবে মূলধন যোগায়। 'মুদারিব' সে পুঁজি ব্যবসায় খাটান। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে মুনাফা ভাগ হয়। ব্যবসায়ে অনিচ্ছাকৃত লোকসান হলে আর্থিক লোকসান 'সাহিবুল মাল' হিসেবে ব্যাংক বহন করে।

মুদারাবা কারবারের মুনাফা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কারবারের স্বাভাবিক উৎপাদন ও পরিচালন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বিবেচনায় আনতে হবে। এছাড়া কারবারের কাজে মুদারিব নিজ শহরের বাইরে যাতায়াত ও অবস্থান করলে সফরকালে পানাহার, পোশাক, পরিবহন, যাতায়াত ও খিদমতের জন্য নিযুক্ত পরিচারকের খরচ পাবেন। তবে নিজ শহরে অবস্থানকালে মুদারিব তার নিজের পানাহার, পোশাক-আশাকসহ নিজস্ব কোন খরচ কারবার থেকে নিতে পারবেন না। মুদারিবকে তার কাজের জন্য কোন বেতন-ভাতা দেয়াও বৈধ নয়।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) মুদারাবার সংজ্ঞায় বলেছে ঃ

> Mudaraba is a form of partnership where one party (Sahib al Maal/Rabbul Maal) provides the fund while the other provides the expertise and management. The latter is reffered to as the Mudarib (Manager). Any profit accrued is shared between the two parties on a pre-agreed basis, while capital loss is exclusively borne by the partner providing the capital (sahib al Maal).

www.pathagar.com

অর্থাৎ মুদারাবা এক ধরনের অংশীদারিত্ব যেখানে একপক্ষ (সাহিবুল মাল/রাব্বুল মাল) তহবিল সরবরাহ করেন এবং অন্যপক্ষ তার দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা নিয়োজিত করেন। তাকে বলা হয় মুদারিব (ব্যবস্থাপক)। ব্যবসায়ের লাভ দু'পক্ষের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে ভাগ হয়। পুঁজির লোকসান হলে তা মূলধন সরবরাহকারী (সাহিবুল মাল) বহন করেন।

AAOIFI-এর মতে ঃ

> Mudaraba is a partnership in profit whereby one party provides capital (rab al maal) and the other party provides labour (mudarib).[৩]

অর্থাৎ মুদারাবা হলো মুনাফায় অংশীদারিত্ব, যেখানে এক পক্ষ (রাব্বুল মাল) মূলধন যোগায় এবং অপর পক্ষ (মুদারিব) মেহনত করেন।

ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন ১৯৯৫-এ মুদারাবার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ

> Mudaraba means such an agreement in terms of which a bank conducted in accordance with the Islami Shariah provides capital for anything and the customer employs his efficiency, efforts, labour and intelligence.
>
> *"মুদারাবা" অর্থ এমন চুক্তি যাহার শর্তানুসারে ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক পরিচালিত কোন ব্যাংক কোন কিছুতে মূলধন যোগান দেয় এবং গ্রাহক উহাতে দক্ষতা, প্রচেষ্টা, শ্রম ও প্রজ্ঞা নিয়োজিত করে।*

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ মুদারাবার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ

> *مضاربة "মুদারাবা" (Mudaraba) বলিতে এমন এক ব্যবসায়িক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিকে বুঝাইবে, যাহাতে একপক্ষ মূলধন যোগান দিবে আর অন্যপক্ষ তাহার দক্ষতা, শ্রম ও প্রচেষ্টা কাজে লাগাইয়া ব্যবসায় পরিচালনা করিবে। মূলধন সরবরাহকারীকে সাহিব-আল-মাল ও ব্যবহারকারীকে মুদারিব বলা হয়। প্রাপ্ত মুনাফা চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হইবে। কোন ক্ষতি হইলে সাহিব-আল-মাল ক্ষতি বহন করিবে, তবে যদি সেই ক্ষতি মুদারিব কর্তৃক নিয়ম লঙ্ঘন, অবহেলা বা চুক্তিভঙ্গের কারণে হইয়া থাকে তাহা হইলে মুদারিবকে ক্ষতির দায়-দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। সাহিব-আল-মাল মুদারাবা চুক্তির অধীনে পরিচালিত ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।*

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মুদারাবা ম্যানুয়েলে মুদারাবা চুক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

> Mudaraba is a partnership in profit whereby one party provides capital and the other party provides skill and labour. The provider of capital is called 'Sahib-al-maal' while the provider of skill and labour is called 'Mudarib'.

অর্থাৎ মুদারাবা হলো মুনাফাভিত্তিক একটি অংশীদারিত্ব যেখানে এক পক্ষ মূলধন যোগান দেন এবং অন্য পক্ষ তার দক্ষতা ও মেহনত কাজে লাগান। পুঁজির যোগানদারকে বলা হয় 'সাহিবুল মাল'। দক্ষতা ও মেহনত বিনিয়োগকারীকে বলা হয় 'মুদারিব'।

১১.৩.১. ব্যাংকিং বিনিয়োগে মুদারাবার বৈশিষ্ট্য

- ব্যাংক 'সাহিবুল মাল' হিসেবে মূলধন যোগায় এবং স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তা বা গ্রাহক 'মুদারিব' হিসেবে সে মূলধন ব্যবসায় খাটান।
- ব্যবসা পরিচালনা করেন গ্রাহক বা মুদারিব।
- ব্যাংক 'সাহিবুল মাল' হিসেবে ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয় না। তবে ব্যবসায়ের তদারকি এবং পরামর্শ ও উপদেশ দিতে পারে।
- ব্যবসায়ের লাভ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে ভাগ হয়।
- চুক্তির শর্ত পালন নিশ্চিত করতে ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে পারফরমেন্স গ্যারান্টি নিতে পারে।
- প্রকৃত লোকসানের দায়িত্ব সাহিবুল মাল হিসেবে ব্যাংক বহন করে।
- উদ্যোক্তা (মুদারিব) বা তাঁর কর্মচারী বা প্রতিনিধির শর্তলঙ্ঘন, অবহেলা, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, অব্যবস্থা বা বিশ্বাসভঙ্গের কারণে ব্যবসায়ে লোকসান হলে ব্যাংক উদ্যোক্তার কাছ থেকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে।
- ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া উদ্যোক্তা অন্যকোন উৎস থেকে ব্যবসায়ের মূলধন নিতে পারেন না। নিলে তা উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।
- মুদারিব কারবার থেকে মুনাফার নির্ধারিত অংশের অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক বা ভাতা কিংবা নিজস্ব কোন খরচ নিতে পারেন না। তবে কারবার পরিচালনার কাজে স্বাভাবিক ও অপরিহার্য খরচ নিতে পারেন।
- চুক্তির মেয়াদ শেষে লাভ-লোকসান হিসাব চূড়ান্ত করে কারবার সমাপ্ত করতে হয়।
- মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সম্মত সময়সূচী অনুসারে (যেমন–তিন মাস, ছয় মাস, এক বছর পর পর) প্রাক্কলিত লাভ-লোকসান বণ্টন করা যেতে পারে। তবে তা অগ্রিমরূপে গণ্য হয়। মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত হিসেবের সাথে তা সমন্বয় করতে হবে।

www.pathagar.com

১১.৪. মুশারাকা

'মুশারাকা' পরিভাষাটি আরবী 'শিরকাত' বা 'শরীকাত' (শির্‌ক) শব্দ হতে উদ্ভূত। আরবীতে শিরকাত বা শরীকাত বলতে অংশীদারিত্ব বুঝায়। ইসলামী ব্যাংকিং পরিভাষায় 'মুশারাকা' এক বিশেষ অংশীদারী কারবার।

'মুশারাকা' হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যে এক ধরনের অংশীদারিত্বের চুক্তি। এতে সকল অংশীদার মূলধন গঠনে অংশ নেন। সকল অংশীদার বা তাদের কেউ কেউ ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন হয়। লোকসান হলে অংশীদারগণ মূলধন বা ইক্যুইটির অনুপাতে তা বহন করেন।

'মুশারাকা' চুক্তির অধীনে ব্যাংক মূলধনের একটি অংশ যোগান দেয়। বাকি অংশ যোগান দেন গ্রাহক। ব্যবসায়ের মুনাফা বণ্টনের অনুপাত ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। মুশারাকা কারবারে লোকসান হলে ব্যাংক ও গ্রাহক মূলধনের আনুপাতিক হারে তা বহন করেন।

আধুনিককালে ফকীহদের একটি অংশের মতে, মুশারাকা ব্যবসায়ের ম্যানেজিং পার্টনার হিসেবে কেউ নিযুক্ত হলে তিনি কারবারের লাভ-লোকসানের ভাগী হবার পাশাপাশি ম্যানেজার হিসেবে অংশীদারের সম্মতিক্রমে বেতন নিতে পারবেন। তাদের মতে, মুশারাকা কারবারে সকল অংশীদারই পুঁজির যোগান দানের বিনিময়ে লাভ-লোকসানের ভাগী হন এবং অংশীদারদের মধ্যে কেউ কারবার পরিচালনায় অংশ নিলে তিনি তার কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাওয়ার হকদার। মুশারাকা কারবারে কোন অংশীদার তার নিজস্ব কোন খরচ কারবার থেকে বহন করতে পারে না। কিন্তু কারবারের উদ্দেশ্যে অংশীদারের যাতায়াত, থাকা-খাওয়া ইত্যাদি খরচ বহন করবেন।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) মুশারাকার সংজ্ঞায় বলেছে ঃ

> Musharaka is an Islamic financing technique that adopts 'equity sharing' as a means of financing projects. Thus, embraces different types of profit and loss sharing partnerships. The partners (entrepreneurs, bankers etc.) share both capital and management of project so that profits will be distributed among them according to agreed ratio and loss is shared as per their equity participation (ratio).

অর্থাৎ মুশারাকা হলো মূলধনে অংশিদারিত্ব বা ইক্যুইটি শেয়ারিং-এর ভিত্তিতে কোন প্রকল্পে বিনিয়োগের একটি ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে লাভ-লোকসানভিত্তিক বিভিন্ন অংশীদারী কারবার গড়ে ওঠে। এ প্রকল্পের লাভ বা ক্ষতি অংশীদারগণকে বহন করতে হয়। অংশীদারগণ (উদ্যোক্তা, ব্যাংক ইত্যাদি) প্রকল্পে মূলধন সরবরাহ করেন ও ব্যবস্থাপনায় অংশ নেন।

www.pathagar.com

তাদের মধ্যে চুক্তির শর্তানুযায়ী লাভের অংশ এবং মূলধন অনুপাতে লোকসান বণ্টন হয়।

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) মুশারাকার সংজ্ঞায় বলেছে ঃ

> A form of partnership between the Islamic Bank and its clients whereby each party contributes to the capital of partnership in equal or verifying degrees to establish a new project or share in an existing one, and whereby each of the parties becomes an owner the of the capital on a permanent or declining basis and shall have his due share of profits... [৪]

অর্থাৎ মুশারাকা হলো ইসলামী ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে এক ধরনের অংশীদারি কারবার যেখানে প্রত্যেক অংশীদার সমান বা ভিন্ন মাত্রায় কোন নতুন কিংবা প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পে মূলধন গঠনে অংশ নেয় এবং যেখানে প্রত্যেক অংশীদার স্থায়ী কিংবা ক্রমহ্রাসমান ভিত্তিতে মূলধনে মালিকানা লাভ করে এবং মুনাফায় প্রাপ্য অংশ পায়।

ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ১৯৯৫-এ মুশারাকার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ

> Musharaka means such an agreement under which a portion of capital of anything is provided by a bank conducted in accordance with the Islami Shariah and the other portion is given by the customer and in which profit in distributed in such proportion as mentioned in the agreement and loss is distributed in proportion to the capital.
>
> *"মুশারাকা" অর্থ এমন চুক্তি যাহার অধীন কোন কাজে মূলধনের এক অংশ ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক পরিচালিত কোন ব্যাংক এবং অপর অংশ গ্রাহক যোগান দেয় এবং যে কাজের লাভ চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে এবং লোকসান মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হয়।*

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ মুশারাকার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ

> *- مشاركة "মুশারাকা" (Musharaka) এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তিকে বুঝাইবে, যাহার অধীনে কোন কারবারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে মূলধনের এক অংশ ব্যাংক কোম্পানি এবং অপর অংশ গ্রাহক যোগান দিবে। উক্ত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে এবং লোকসান মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হইবে।*

www.pathagar.com

১১.৪.১. ব্যাংকিং কারবারে মুশারাকার বৈশিষ্ট্য

- এটি একটি যৌথ মূলধনী কারবার। কারবারে প্রয়োজনীয় মূলধন যোগায় গ্রাহক ও ব্যাংক। মোট পুঁজির একটি অংশ গ্রাহক যোগান এবং অন্য অংশ দেয় ব্যাংক। উভয়ের পুঁজি সমান অথবা কম-বেশি হতে পারে।
- কোন প্রকল্প বা ব্যবসায়ে গ্রাহক ও ব্যাংকের মূলধনের হিস্যা বা পরিমাণ চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়।
- চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যবসায়ের লাভ গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে ভাগ হয়।
- ব্যবসায়ের প্রকৃত লোকসান ব্যাংক ও গ্রাহক তাদের মূলধন অনুপাতে বহন করেন।
- মুশারাকা প্রকল্পে কোন অংশীদারকে চূড়ান্ত হিসেবের আগে অনুমানের ভিত্তিতে আগাম লাভ দেয়া যাবে। তবে আগাম দেয়া লাভ হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকৃত লাভ-ক্ষতির সাথে সমন্বয় করতে হবে।
- অব্যবস্থাপনা, চুক্তিভঙ্গ, বিশ্বাসভঙ্গ ইত্যাদি কারণে লোকসান হলে দায়ী পক্ষকে তা বহন করতে হয়।
- ব্যাংক মুশারাকা চুক্তিতে যেকোন যুক্তিসঙ্গত শর্ত আরোপ করতে পারে। যেমন, কোন গ্রাহক ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া কোন পণ্য লোকসানে বেচতে পারবেন না।
- গ্রাহক যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করবেন। ব্যাংক নিজে অথবা মনোনীত নিরীক্ষক দিয়ে এই হিসাব পরিদর্শন ও নিরীক্ষণ করাতে পারে।
- এ ধরনের বিনিয়োগ সাধারণত তদারকিভিত্তিক হয়। নিয়মিত ও সুষ্ঠু তদারকির অভাবে মুশারাকা বিনিয়োগ ব্যর্থ হতে পারে।

১১.৫. মুদারাবা ও মুশারাকার মধ্যে পার্থক্য

- মুদারাবার ক্ষেত্রে 'সাহিবুল মাল' মূলধন সরবরাহ করেন এবং 'মুদারিব' তহবিলের ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করেন। মুশারাকার ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত সকল পক্ষ মূলধন গঠনে অংশ নেন।
- মুদারাবা পদ্ধতিতে 'সাহিবুল মাল' ব্যবসা পরিচালনায় অংশ নেন না। মুশারাকা পদ্ধতিতে অংশীদারগণ সকলেই ব্যবসা পরিচালনায় অংশ নিতে পারেন অথবা সকলের পক্ষে কিছু অংশীদার কারবার পরিচালনা করতে পারেন।
- মুদারাবা পদ্ধতিতে পুঁজির লোকসান 'সাহিবুল মাল' বহন করেন। মুশারাকা পদ্ধতিতে পুঁজির ক্ষতি মূলধনের আনুপাতিক হারে সকল অংশীদারকে বহন করতে হয়।

www.pathagar.com

খ. ভাড়ায় ক্রয় পদ্ধতি

১১.৬. হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (HPSM)

'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক' হলো এক বিশেষ সমন্বিত চুক্তি। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এ পদ্ধতির উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে এটি ১. মালিকানায় শরীকানা, ২. ইজারা ও ৩. বিক্রি–এই তিন চুক্তির সমন্বয়।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর শরীয়াহ কাউন্সিলের মতে ঃ

> *"মালিকানার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হায়ার পারচেজ (হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক বা ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতুল মিল্ক) শরীয়াহ্সম্মত একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি। এর প্রধান শর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ*
>
> *ক. মূলধন অনুপাতে অংশীদারগণের মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া যাতে পরবর্তীতে তাদের বা তাদের ওয়ারিসগণের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।*
>
> *খ. ক্রেতাকে তার পরিশোধিত মূল্যের আনুপাতিক মালিকানা ব্যাংক কর্তৃক হস্তান্তর করা।"*

১১.৬.১. শিরকাতুল মিল্ক বা মালিকানায় শরীকানা

'শিরকাত' অর্থ অংশীদারী। 'শিরকাতুল মিলক' মানে মালিকানায় শরীকানা। এ ধরনের শরীকানা কারবারে দুই বা তারচে' বেশি ব্যক্তি তাদের মূলধনে কোন সম্পদ কিনেন এবং যৌথভাবে তার ওপর মালিকানা লাভ করেন। ব্যবসায়ের লাভ সকল পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেন আর লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে বহন করেন। এ ধরনের চুক্তিকে বলা হয় 'শিরকাতুল মিলক'।

১১.৬.২. ইজারা

আরবী 'আজর' এবং 'উজরাত' শব্দ হতে 'ইজারা' পরিভাষাটি উদ্ভূত। 'আজর' মানে প্রতিদান, লাভ, মজুরী বা ভাড়া। ইজারা হলো কোন সম্পদ ব্যবহারের বিনিময় মূল্য বা প্রতিদান, লাভ, মজুরী বা সেবার ভাড়া। ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতার মধ্যে ইজারা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী ভাড়াগ্রহীতা ভাড়াদাতার সম্পদের ব্যবহার বা সুবিধা গ্রহণ করেন। বিনিময়ে ভাড়াদাতাকে নির্দিষ্ট অর্থ দেন।

১১.৬.৩. বিক্রি

'বিক্রয়' হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি। এ চুক্তির মারফতে বিক্রেতার মালিকানাধীন কোন নির্দিষ্ট পণ্য বা সম্পদ নির্ধারিত মূল্য নগদ বা আগাম বা ভবিষ্যতে পরিশোধের শর্তে ক্রেতার মালিকানায় ন্যস্ত হয়।

www.pathagar.com

১১.৬.৪. তিন চুক্তির সমাহার

'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক' পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয় পক্ষ–

প্রথমত সম বা অসম পুঁজি বিনিয়োগ করে কোন সম্পদ (ভূমি, দালান, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি) কিনে যৌথভাবে সে সম্পদের ওপর মালিকানা লাভ করেন। তারা উক্ত সম্পদের আয় পূর্বনির্ধারিত হারে ভাগ করে নেন। আর্থিক ক্ষতি হলে উভয় পক্ষ পুঁজির অনুপাতে তা বহন করেন।

দ্বিতীয়ত এরূপ সম্পদে ব্যাংক তার অংশ গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট হারে ভাড়া দেয়।

তৃতীয়ত ব্যাংক তার অংশ কিস্তিতে বা এককালীন নির্ধারিত মূল্যে ভাড়াকালীন সময়ব্যাপী বা ভাড়া চুক্তির শেষে গ্রাহকের কাছে বিক্রি ও হস্তান্তর করে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ম্যানুয়েলে 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক্' সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

> *এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক চুক্তির ভিত্তিতে যৌথভাবে যানবাহন, মেশিন ও যন্ত্রপাতি, ভবন, এপার্টমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করে। গ্রাহক ভাড়ার ভিত্তিতে তা ব্যবহার করেন এবং ব্যাংকের অংশের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করে পর্যায়ক্রমে তার মালিকানা অর্জন করেন। পণ্য বা মালামাল ক্রয়ের আগে এর প্রকৃত মূল্য, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশের মূল্য, পরিশোধের সময়সীমা ও কিস্তির পরিমাণ এবং জামানতের প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ধারণ করে চুক্তি সম্পাদিত হয়।*[৫]

বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো ব্যাংক এই বিনিয়োগপদ্ধতিকে 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক্' বা 'HPSM' হিসেবে অভিহিত করে। তবে এক্সিম ব্যাংকে এ পদ্ধতির নাম 'ইজারা বিল বাই' বা 'IBB'। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ পদ্ধতি 'আল ইজারা আল মুনতাহিয়াতু বিত্ তামলীক' বা Ijarah Muntahia Bittamleek হিসেবে পরিচিত।

১১.৬.৫. হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক-এর বৈশিষ্ট্য

- ❒ গ্রাহক তার চাহিদা অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট সম্পদ কেনার ইচ্ছা জানিয়ে ব্যাংকের কাছে আবেদন করেন। ব্যাংকের মঞ্জুরি লাভের পর গ্রাহক তার অংশের পুঁজি বা ইক্যুইটি ব্যাংকে জমা করেন। গ্রাহকের এই টাকার সাথে ব্যাংক তার অংশের টাকা যোগ করে সম্পদের পুরো দাম পরিশোধ করে।
- ❒ এরূপ সম্পদ কেনার আগে মোট দাম, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশ, পরিশোধের সময়সীমা ও কিস্তির পরিমাণ, জামানতের ধরন প্রভৃতি নির্ধারণ করে পক্ষগণের মধ্যে চুক্তি হয়।
- ❒ ব্যাংক যৌথ মালিকানাধীন এ সম্পদে তার নিজের অংশটি গ্রাহকের কাছে চুক্তির শর্ত অনুসারে ভাড়া দেয়।

www.pathagar.com

- ❒ গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া ও ব্যাংকের অংশের মূল টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করেন।
- ❒ গ্রাহকের কিস্তি পরিশোধের ফলে সম্পদে ব্যাংকের মালিকানার অংশ কমতে থাকে। গ্রাহকের মালিকানা সে অনুপাতে বাড়তে থাকে।
- ❒ গ্রাহকের মালিকানা বাড়ার সাথে সাথে ব্যাংকের প্রাপ্য ভাড়ার পরিমাণ আনুপাতিক হারে কমে আসে।
- ❒ সম্পদে ব্যাংকের অংশের মূল্য পুরো শোধ হলে গ্রাহক তাতে পূর্ণ মালিকানা লাভ করেন।
- ❒ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ব্যাংকের অংশের পুরো দাম শোধ করে গ্রাহক সম্পদের পূর্ণ মালিকানা পেতে পারেন।
- ❒ গ্রাহক নির্ধারিত কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের মালিকানার অনুপাত অনুযায়ী ভাড়া অব্যাহত থাকে।
- ❒ চুক্তির শর্ত পালনে গ্রাহক ব্যর্থ হলে ব্যাংক সম্পদ নিজ নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে।
- ❒ ভাড়া হিসেবে পাওয়া অর্থ ব্যাংকের আয়। ভাড়ার টাকা মালিকানার অংশের সাথে যুক্ত নয়।

১১.৬.৬. গৃহনির্মাণ বিনিয়োগে এইচপিএসএম

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক পদ্ধতিতে গৃহনির্মাণ খাতে এ বিনিয়োগ করার ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর শরীয়াহ কাউন্সিল নিম্নোক্ত নীতিসমূহ অনুমোদন করেছে ঃ

১. গ্রাহক কর্তৃক প্রস্তাবিত জমির ওপর অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাংক নির্মাণ কাজ করতে পারে এবং হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক অথবা ইজারা চুক্তির অধীনে ক্রমহ্রাসমান মালিকানা পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে ভাড়া ও মূল্য আদায়ের মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট মালিকানা হস্তান্তর করতে পারে অথবা ভাড়ার মেয়াদ শেষে একসাথে পূর্ণ দাম আদায়ের মাধ্যমে মালিকানা হস্তান্তর করতে পারে।

২. ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধক্রমে তারই প্রদত্ত জমিতে অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে ভবন নির্মাণ করার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে এবং নির্মিত ভবনের বিক্রয়মূল্য কিস্তিতে অথবা এককালীন পরিশোধের শর্তে বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করতে পারে।

৩. ব্যাংক সরাসরি জমি ক্রয় করে তার ওপর পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করে বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে আগ্রহী ক্রেতাদের নিকট কিস্তিতে বা এককালীন বিক্রি করতে পারে।

৪. ব্যাংক অনুমোদিত নক্শা অনুযায়ী এককালীন এসটিমেট করে শুধুমাত্র নির্মাণসামগ্রী ক্রয় করে সংশ্লিষ্ট বাড়ি নির্মাণের পর বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারে।

www.pathagar.com

গ. বেচা-কেনা পদ্ধতি

১১.৭.১. বাই-মুরাবাহা

আরবী 'বাই' ও 'রিবহুন' শব্দ থেকে 'বাই-মুরাবাহা' পরিভাষাটি উদ্ভূত। 'বাই' অর্থ কেনা-বেচা। 'রিবহুন' অর্থ লাভ বা মুনাফা। সহজ কথায় 'বাই-মুরাবাহা' হচ্ছে লাভে বিক্রয় বা মুনাফায় বিক্রয়।

ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 'মুরাবাহা' এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি, যার অধীনে ব্যাংক তার গ্রাহকের অনুরোধে নির্ধারিত মাল কিনে ক্রয়মূল্যের সাথে সম্মত লাভ যোগ করে তা সেই গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে। গ্রাহক চুক্তির শর্তানুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য শোধ করে মাল নিতে বাধ্য থাকেন।[৬]

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) 'বাই-মুরাবাহা'র সংজ্ঞায় বলেছে ঃ

> Murabaha is a contract between a buyer and a seller at a higher price than the original price at which the seller bought the goods as a financing technique, it involves the purchase by the seller (financier) of certain goods needed by the buyer and their re-sale to the buyer on cost-plus basis. Both the profit (mark-up) and the time of repayment (usually in installments) are specified in the initial contract."

অর্থাৎ বাই-মুরাবাহা হলো ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি যেখানে বিক্রেতা (অর্থায়নকারী) ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রি করে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা অর্থায়ন কৌশল হিসেবে ক্রেতার প্রয়োজন অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করে এবং 'মুনাফা সংযোজন' করে প্রকৃত কেনা দামের চেয়ে উচ্চতর মূল্যে তা ক্রেতার কাছে বিক্রি করে। চুক্তিতে লাভ (মার্ক-আপ) এবং মূল্য পরিশোধের সময় (সাধারণত কিস্তিতে) নির্ধারিত থাকে।

সকল ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশল অভিন্ন ধারায় পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বাহরাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) 'বাই-মুরাবাহা'র সংজ্ঞায় বলেছে ঃ

> Murabaha is selling a commodity as per the purchasing price with a defined and agreed profit mark-up. This mark-up may be a percentage of the selling price or a lump sum. This transaction may be concluded either without a prior promise to buy, in which case it is called an ordinary Murabaha, or with a prior promise to buy

www.pathagar.com

submitted by a person interested in acquiring goods through the institution, in which case it is called a "banking Murabaha" i.e. Murabaha to the purchase orderer. This transaction is one of the trust-based contracts that depends on transparency as to the actual purchasing price or cost price in addition to common expenses. [৭]

অর্থাৎ মুরাবাহা হলো নির্ধারিত ও সম্মত লাভের ভিত্তিতে পণ্য বিক্রি। এই লাভ (মার্ক-আপ) বিক্রয় মূল্যের হারাহারি হতে পারে কিংবা তা 'থোক' (lump sum) হতে পারে। কেনার ওয়াদা ছাড়া এ লেনদেন সম্পন্ন হলে তা হবে একটি সাধারণ মুরাবাহা চুক্তি। কোন আগ্রহী ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পণ্য কেনার জন্য আগাম পেশ করা ওয়াদাপত্রের ভিত্তিতে এ লেনদেন হলে তা 'ব্যাংকিং মুরাবাহা' বা ক্রয়-আদেষ্টার কাছে লাভে পণ্য বিক্রি (মুরাবাহা) হিসেবে গণ্য হবে। এরূপ লেনদেনে প্রকৃত ক্রয়মূল্য বা Cost price-এর সাথে সাধারণ খরচাদি আলাদাভাবে উল্লেখ থাকায় এ চুক্তি স্বচ্ছতানির্ভর আস্থাভিত্তিক চুক্তিসমূহের পর্যায়ভুক্ত।

সেন্ট্রাল্ শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ বলা হয়েছে ঃ

- بيع المرابحة "বাই' মুরাবাহা" (Bai-Murabaha) বলিতে এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তিকে বুঝাইবে যাহার অধীনে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের অনুরোধে নির্ধারিত মালামাল ক্রয় করিয়া ক্রয়মূল্যের সহিত উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত লাভ যুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট বিক্রয় করিবে। বিনিয়োগ গ্রাহক চুক্তির শর্তানুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয়মূল্য পরিশোধ করিয়া মালামাল গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে। এই চুক্তিতে পণ্যের প্রকৃত ক্রয়মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে।

১১.৭.২. ব্যাংকিং কারবারে মুরাবাহা বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য

১. ব্যাংকিং মুরাবাহায় তিনটি পক্ষ থাকে ঃ ১. ব্যাংক (অর্থায়নকারী), ২. বিক্রেতা (যার কাছ থেকে ব্যাংক মাল কিনে) এবং ৩. ক্রেতা বা গ্রাহক (যার কাছে ব্যাংক মাল বেচে)।

২. বিনিয়োগ প্রস্তাব বিবেচনার সময় ব্যাংক গ্রাহকের ব্যবসায়িক যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা, বাজারে তাঁর সুনাম ইত্যাদির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়।

৩. গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য কেনার আগে বাজারে সেই মালের কাটতি, মূল্য, সম্ভাব্য মুনাফা ইত্যাদি ব্যাপারে সতর্কতার সাথে যাচাই করে দেখা ব্যাংকের দায়িত্ব।

www.pathagar.com

৪. পণ্যের কেনা দাম ও লাভের অংক ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়েরই জানা থাকা মুরাবাহা পদ্ধতির একটি শর্ত।

৫. পণ্যের প্রকৃত কেনা দামের সাথে পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করে নীট ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংক এই নীট ক্রয়মূলের ওপর সম্মত লাভ যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে।

৬. ব্যাংক মাল রাখার জন্য গুদাম ভাড়া, গুদাম কর্মচারীদের বেতন, বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি খরচ গ্রাহকের কাছ থেকে আদায় করে।

৭. ব্যাংক একই ধরনের অতিরিক্ত মাল গ্রাহকের কাছ থেকে জামানত নিতে পারে।

৮. ব্যাংক প্রয়োজনে গ্রাহকের কাছ থেকে সহায়ক জামানত নিতে পারে।

৯. গ্রাহক সম্পূর্ণ দাম শোধ করে সব মাল একসাথে নিতে পারেন বা কিস্তিতে আনুপাতিক দাম দিয়ে আংশিক মাল নিতে পারেন।

১০. বিনিয়োগ করা পণ্যের মালিকানা গ্রাহকের কাছে ন্যস্ত হয়।

১১. চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্যের সরবরাহ নিতে ও দাম শোধ করতে বাধ্য থাকেন।

১২. বিক্রয়-চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর শর্তের কোন পরিবর্তন করা যায় না।

১১.৭.৩. বাই-মুয়াজ্জাল

আরবী 'বাই' এবং 'আজল' শব্দ থেকে বাই-মুয়াজ্জাল পরিভাষাটি উদ্ভূত। 'বাই' অর্থ কেনা-বেচা + 'আজল' অর্থ নির্ধারিত সময়। বাই-মুয়াজ্জাল অর্থ ভবিষ্যতে পরিশোধের শর্তে পণ্য বিক্রয়। এটি বাকিতে পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি।

'বাই-মুয়াজ্জাল' বলতে ব্যাংক কর্তৃক মুনাফার উদ্দেশ্যে গ্রাহকের নিকট বাকিতে মাল বেচা বোঝায়। ব্যাংক পণ্য কিনে তার ওপর মালিকানা নিশ্চিত করার পর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রাহককে সম্মত মূল্যে সেই পণ্য সরবরাহ করে। চুক্তিতে পণ্যের ধরন, মান, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, পণ্য সরবরাহের স্থান ও সময়, দাম পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।[৮]

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ বাই-মুয়াজ্জালের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ

> *- بيع المؤجل "বাই' মুয়াজ্জাল" (Bai-Muazzal) বলিতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পাদিত এমন এক বিক্রয় চুক্তিকে বুঝাইবে, যেখানে গ্রাহকের ফরমায়েশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোন পণ্য উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যে গ্রাহকের নিকট বাকিতে বিক্রয় করা হইবে। এই চুক্তিতে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে পণ্যের প্রকৃত ক্রয়মূল্য প্রকাশ করিতে বাধ্য নহে।*

www.pathagar.com

১১.৭.৪. বাই-মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্য

১. এই পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধে কৃষি ও শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ, ভোগ্যপণ্য ও মাল কিনে তা গ্রাহকের কাছে বাকীতে বিক্রয় করে।

২. গ্রাহক চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালের নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করেন।

৩. ব্যাংক পণ্য কিনে তাতে মালিকানা নিশ্চিত করে চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহককে সম্মত মূল্যে সে পণ্য সরবরাহ করে।

৪. চুক্তিতে পণ্যের ধরন, মান, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, সরবরাহের স্থান ও সময়, গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।

৫. বাই-মুয়াজ্জাল বিনিয়োগে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে পণ্যের কেনা দাম প্রকাশ করতে বাধ্য নয়।

৬. ব্যাংক ও গ্রাহক উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে পণ্যের বিক্রয়-মূল্য নির্ধারিত হয়। পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হওয়ার পর তা পরিবর্তন করা যায় না।

৭. ব্যাংক এ বিনিয়োগ নিরাপদ করতে গ্রাহকের কাছ থেকে সহায়ক জামানত নিয়ে থাকে।

৮. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রাহক পণ্যের দাম শোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় করতে পারে না। তবে গ্রাহকের কাছ থেকে শর্তানুযায়ী ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে। আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ ব্যাংক নিজের আয়রূপে গণ্য করে না। শরীয়াহ্ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত কোন জনহিতকর কাজে সে অর্থ ব্যয় করা হয়।

১১.৮. বাই-মুয়াজ্জাল ও বাই-মুরাবাহার মধ্যে পার্থক্য

মুরাবাহা চুক্তিতে পণ্যের কেনা দাম, মুনাফা ও অন্যান্য খরচ আলাদাভাবে উল্লেখ করা অপরিহার্য। বাই-মুয়াজ্জাল চুক্তির বেলায় এসব তথ্য জানানো বাধ্যতামূলক নয়। শুধু বিক্রয়মূল্য ঘোষণা করলেই চলে। বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতির অন্যান্য শর্ত মুরাবাহা চুক্তির মতো।

বাই-মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতির কয়েকটি সাধারণ শর্ত হলো ঃ

১. গ্রাহকের কাছে বিক্রির আগেই সংশ্লিষ্ট মাল ব্যাংকের মালিকানায় ও দখলে থাকতে হবে। শরীয়ার বিধান অনুসারে যা নিজের মালিকানায় নেই, তা বিক্রি করা যায় না।

২. মাল ক্রয়ের পর থেকে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মালের হারিয়ে যাওয়া, চুরি যাওয়া, নষ্ট হওয়া ইত্যাদি যেকোন ক্ষয়-ক্ষতির দায়িত্ব ব্যাংক (বিক্রেতা) বহন করবে। শরীয়ার দৃষ্টিতে ঝুঁকি বহন না করে মুনাফা করা বৈধ নয়।

www.pathagar.com

৩. গ্রাহকের ফরমায়েশ অনুযায়ী মাল কেনার যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের দায়িত্ব ব্যাংক বা তার প্রতিনিধির। সে প্রতিনিধি কোনক্রমেই ফরমায়েশ দানকারী ক্রেতা হবে না। মালের পরিবহন ও বিক্রির আগ পর্যন্ত সংরক্ষণের দায়িত্ব ব্যাংকের।

৪. বাই-মুয়াজ্জাল ও মুরাবাহা পদ্ধতিতে একবার পণ্যের দাম ঠিক হলে তা আর পরিবর্তন করা যায় না। ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ক্রেতা দেরি করলে অতিরিক্ত সময়ের লাভের হার বা দাম বাড়ানো যাবে না।

১১.৯. বাই-সালাম

আরবী 'বাই' অর্থ কেনা-বেচা। 'সালাম' অর্থ আগাম। 'বাই-সালাম' হলো 'আগাম কেনা-বেচা'।

'বাই-সালাম' এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি যার আওতায় আগামী কোন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহের শর্তে ব্যাংক মালের দাম আগাম পরিশোধ করে। নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্য সরবরাহ নিয়ে তা যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বেচতে পারে।[৯]

Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) 'বাই-সালাম'-এর সংজ্ঞায় বলেছে ঃ

> A Salam transaction is the purchase of a commodity for deffered delivery in exchange for immediate payment. It is a type of sale in which the price, known as the Salam capital, is paid at the time of contracting while the delivery of the item to be sold, known as al-Muslam fihi (the subject matter of a Salam contract), is deffered. The seller and the buyer are known as al-Muslam ilaihi and al-Muslam or Rabb al–Salam respectively. Salam is also known as salaf (lit. borrowing).[১০]

অর্থাৎ "সালাম লেনদেন হলো আগাম দাম শোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয়। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সরবরাহ করা হবে এমন পণ্যের (মুসলাম ফিহি বা সালাম চুক্তির বিষয়বস্তু) বিপরীতে পণ্যের দাম বা সালাম মূলধন চুক্তির সময় আগাম পরিশোধ করা হয়। বিক্রেতাকে বলা হয় 'মুসলাম ইলাইহি' এবং ক্রেতাকে বলা হয় 'আল মুসলাম' বা 'রব্বুস সালাম'। সালাম চুক্তি সালাফ নামেও পরিচিত (আভিধানিক অর্থ ধার করা)।"

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ বাই-সালামের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

بيع السلم- "বাই' সালাম" (Bai-Salam) বলিতে এমন এক ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিকে বুঝাইবে, যেখানে ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য/মালামাল সরবরাহ করিবার শর্তে ব্যাংক গ্রাহকের সহিত তাহার সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত ক্রয়মূল্য আগাম পরিশোধ করিবে। এই চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, ধরন, সরবরাহের স্থান ও সময় উল্লেখ করিতে হইবে।

১১.৯.১. বাই-সালামের বৈশিষ্ট্য

১. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সাধারণতঃ কৃষি ও শিল্পপণ্য আগাম কিনে।

২. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক হচ্ছে ক্রেতা এবং গ্রাহক এক্ষেত্রে বিক্রেতা।

৩. ব্যাংক এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের পর গ্রাহককে মালের আগাম মূল্য বাবদ অর্থ (সালাম মূলধন) যোগান দেয়।

৪. চুক্তির সময় ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্মতির ভিত্তিতে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

৫. চুক্তির সময় পণ্যের মান, শ্রেণী, পরিমাণ, সরবরাহের সময়, স্থান ও ধরন স্থির করা হয়।

৬. চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহ করেন।

৭. পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে বিক্রেতা আগাম নেয়া দাম ফেরত দেবেন।

৮. ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্য সরবরাহ নিয়ে তা যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বেচতে পারে।

৯. ব্যাংক সময় মতো যথাযথ পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে সহায়ক জামানত নিতে পারে।

১১.১০. ইসতিসনা

ইসতিসনা হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি। এ চুক্তি অনুযায়ী ক্রেতার নির্দেশে বিক্রেতা কোন বস্তু তৈরি করে দেয়ার অঙ্গীকার করেন।

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার চাহিদামতো কোন দ্রব্য নির্ধারিত দামের বিনিময়ে তৈরি করে দিতে কোন কারিগর বা কারখানা-মালিকের নিকট প্রস্তাব করলে এবং কারিগর বা মালিক ঐ প্রস্তাবে রাজি হলে 'ইসতিসনা' চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে আদেশদাতাকে বলা হয় 'মুসতাসনি'। আদেশগ্রহীতা হলেন 'সানে'। আদেশের মাধ্যমে তৈরি করা পণ্যকে বলা হয় 'মাসনু'।

অর্ডারের বিপরীতে নির্মাণ বা তৈরি করা হয় এমন জিনিস নির্মাণ বা তৈরি করে দিতে আদেষ্টা আদেশ দিলে এবং আদিষ্ট তাতে সম্মত হলে তা 'ইসতিসনা' চুক্তি হবে। আজল বা মেয়াদ নির্ধারণ করা 'ইসতিসনা' চুক্তিতে জরুরি নয়। তবে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে বিরোধ এড়াতে মেয়াদ নির্ধারণ করা ভালো।

www.pathagar.com

অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন্স (AAOIFI) ইসতিসনার সংজ্ঞায় বলেছে ঃ

> Istisna'a is a contract of sale of specified items to be manufactured or constructed, with an obligation on the part of the manufacturer or builder (contractor) to deliver them to the customer upon completion."

অর্থাৎ "ইসতিসনা হলো কোন নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন বা নির্মাণ করে বিক্রয়ের চুক্তি, যাতে উৎপাদনকারী বা নির্মাতা (কনট্রাকটর) কর্তৃক উক্ত পণ্য তৈরি বা নির্মাণের পর গ্রাহককে সরবরাহ করার বাধ্যবাধকতা থাকে।"

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) ইসতিসনার সংজ্ঞায় বলেছে ঃ

> Istisna is a contract for manufacturing (or construction) whereby the manufacturer (seller) agrees to provide the buyer with goods identified by description after they have been manufactured/constructed in conformity with that description within a certain time and for an agreed price.

অর্থাৎ "ইসতিসনা হলো উৎপাদনের (বা নির্মাণের) এমন এক চুক্তি যেখানে উৎপাদনকারী (বিক্রেতা) নির্দিষ্ট বিবরণ অনুযায়ী কোন পণ্য তৈরি করে তা নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত দামে ক্রেতাকে সরবরাহ করতে সম্মত হয়।"

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ ইসতিসনার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ

> *- إستصناع "ইসতিসনা" (Istisnaa) বলিতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত এমন চুক্তিকে বুঝাইবে যাহাতে ক্রেতা কর্তৃক নির্দেশিত বস্তু বিক্রেতা কর্তৃক তৈয়ারি করিয়া সরবরাহ করিবার অঙ্গীকার থাকে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন কারিগর বা কারখানার মালিকের নিকট তাহার উদ্দিষ্ট দ্রব্য নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে প্রস্তুত করিয়া দেওয়ার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কারিগর বা মালিক উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ইসতিসনা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে কাঙ্ক্ষিত পণ্যের মূল্য, ধরন, শ্রেণী, পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, মূল্য পরিশোধের প্রক্রিয়া, পণ্য সরবরাহের স্থান, সময় ও বহন খরচ ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ থাকিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে পণ্যের আংশিক বা পূর্ণ মূল্য আগাম প্রদান করা যাইতে পারে।*

www.pathagar.com

১১.১০.১. ইসতিসনার বৈশিষ্ট্য

১. 'ইসতিসনা' চুক্তিতে পণ্যের স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকতে হবে। পণ্যের ধরন, শ্রেণী, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য চুক্তিতে উল্লেখ করা জরুরি। এর ফলে পরবর্তীতে কোন ভুল বুঝাবুঝি বা বিবাদ এড়ানো যাবে।

২. চুক্তিতে সম্মত দাম উল্লেখ করতে হবে। দাম কখন কিভাবে পরিশোধ করা হবে তাও চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে।

৩. পণ্য কখন, কোথায়, কার খরচে সরবরাহ করা হবে তার উল্লেখ চুক্তিতে থাকতে হবে।

৪. পক্ষগণ রাজি হলে বিক্রেতাকে পণ্যের আংশিক বা পুরা দাম আগাম দেয়া যেতে পারে অথবা বাকি রাখা যেতে পারে।

৫. 'ইসতিসনা' চুক্তিতে মাল সরবরাহের সময়সীমা নির্ধারণ জরুরি নয়। মেয়াদ নির্ধারণ না করেও ইসতিসনা চুক্তি করা যায়। তবে বিরোধ এড়ানোর জন্য ব্যাংকের ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারিত করা ভালো।

৬. চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পণ্যের পূর্ণ বা আংশিক দাম শোধ হওয়ার পর কোন পক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল বা প্রত্যাহার করতে পারবেন না।

৭. কোন পক্ষ ইচ্ছাকৃত চুক্তি ভঙ্গ করলে দায়ী পক্ষের ওপর নির্দিষ্ট জরিমানা আরোপ করা যাবে। এরূপ শর্ত ইসতিসনা চুক্তিতে রাখা যাবে।

৮. সমকালীন ফক্বীহগণের মতে ইসতিসনার ক্ষেত্রে আরোপিত ক্ষতিপূরণ ব্যাংকের বৈধ আয়রূপে বিবেচিত হবে।

১১.১১. বাই-সালাম ও ইসতিসনার মধ্যে পার্থক্য

১. বাই-সালাম বা আগাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে পণ্য সরবরাহ করা হয়। পণ্যের দাম চুক্তির সময় শোধ করতে হয়। ইসতিসনার ক্ষেত্রে পণ্যের আংশিক বা পুরা দাম আগাম কিংবা পণ্য সরবরাহের সময় পরিশোধ করা যায়।

২. বাই-সালাম সাধারণত কৃষিপণ্য আগাম কেনার চুক্তি। কিন্তু ইসতিসনার সম্পর্ক শিল্পপণ্যের উৎপাদন বা নির্মাণের সাথে। কোন কোন ইসলামী ব্যাংক পোশাক শিল্পের প্রাক-রফতানী কাজে অর্থায়নের বেলায় ইসতিসনা পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

এমনি কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও কোন কোন ফক্বীহ ইসতিসনাকে বাই-সালাম চুক্তির সম্প্রসারিত রূপ বলে মনে করেন।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০০১; বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৩, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

২. Manual for Investment under Mudaraba mode, IBBL

৩. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2004-5, Statement of the Standard, P-231)

৪. Accounting, Auditing and Governance Standars for Islamic Financial Institutions, 2004-5, Musharaka Financing, Appendix E : Definitions, P-187]

৫. Manual for Investment under HPSM mode, IBBL

৬. Manual for Investment under Bai Murabaha mode, IBBL

৭. Sharia Standards No. 8 Murabaha to the purchase orderer, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2004-5, Appendix D : Basis for the Sharia rulings, P-127)

৮. Manual for Investment under Bai Muazzal mode, IBBL

৯. Manual for Investment under Bai Salam mode, IBBL

১০. Sharia Standards No. 10 Salam and Parallel Salam, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2004-5, Appendix C : Definitions, P-174)

১১. Sharia Standards No. 11 Istisna'a and Parallel Istisna'a, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2004-5, Appendix C : Definitions, P-195)

www.pathagar.com

১২.

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল্যায়ন

কুড়ি শতকের ষাটের দশকে মিসরের মিটগামার থেকে যাত্রা শুরু করে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা মাত্র অর্ধ শতাব্দীর কম সময়ের মধ্যেই তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে বিশ্বব্যাপী সুস্পষ্ট করতে এবং সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশেও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্রকাঠামো ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বেসরকারী পর্যায়ে ইসলামী ধাঁচে আর্থিক পুনর্গঠনের একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এখন আর শুধু তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় নয়। মুদারাবা, মুশারাকা, বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম প্রভৃতি পরিভাষা এখন এদেশের লাখো মানুষের দৈনন্দিন বাস্তব আর্থিক লেনদেনের ভাষা হিসেবে চালু হয়েছে। তিন দশকের কম সময়ের মধ্যে দেশের সমগ্র ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এখন ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক পদ্ধতির আওতায় এসেছে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিস্তৃতির সাথে সাথে এ নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা বিস্তৃত হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বে ইজতিহাদ বা গবেষণার যে ধারাটি স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, ইসলামী ব্যাংকিং সেখানে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। ইসলামী ব্যাংকিংকে কেন্দ্র করে ইজতিহাদ বাংলাদেশেও একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে চলেছে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার এ পরিচালনগত সফলতা সকলের সামনে এ বিষয়টি আবার স্পষ্ট করেছে যে, আধুনিক বিশ্বের মানুষ সুদের মতো ক্ষতিকর উপাদানসমূহ বর্জন করেই তাদের সকল কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদন করতে পারেন। এদিক থেকে ইসলামী ব্যাংকিং নতুন আস্থা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে।

ক. ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থব্যবস্থাকে সুদমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এক্ষেত্রে তাদের সাফল্য জনমনে একটি নতুন আশ্বাস ও আশাবাদ সঞ্চার করেছে।

খ. ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পদ কেবল মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত করার সনাতনী সুদী ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে একটি নতুন মডেল ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে।

ইসলামী ব্যাংক তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জনগণের বিপুল সাড়া ও সমর্থন লাভ করেছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সার্বিক পরিচালনগত সফলতা এদেশে নতুন ৪টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করেছে।

www.pathagar.com

কয়েকটি বিদেশী ব্যাংকসহ প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোও ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডো খুলতে এগিয়ে এসেছে। দুইটি সুদভিত্তিক ব্যাংক ইতোমধ্যে ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে এবং আরো কয়েকটি ব্যাংক এই লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে।

শুরুর দিকে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এককভাবে সম্পূর্ণ নতুন একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানামুখী কঠিন সমস্যা মুকাবিলা করেছে এবং এক্ষেত্রে একটি মডেল উপস্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে। প্রথম ইসলামী ব্যাংকটির কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতা পরবর্তীদের পাথেয় হয়েছে। এখন সবক'টি ব্যাংক পারস্পরিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে আরো দৃঢ়ভাবে সামনে অগ্রসর হতে পারবে বলে আশা করা যায়।

১২.১. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত চিত্র

এখানে বাংলাদেশের ৭টি ইসলামী ব্যাংকের মোট ৫২০টি শাখা এবং ৭টি সুদী ব্যাংকের ১৮টি ইসলামী শাখার কার্যক্রমের (৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী তারিখে সমাপ্ত বছর পর্যন্ত) একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র[১] দেয়া হলো ঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	শাখা সংখ্যা	মোট জনশক্তি	মোট আমানত	মোট বিনিয়োগ	লাভ-লোকসান
	ইসলামী ব্যাংক						
০১	ইসলামী ব্যাংক বাং লিঃ	১৯৮৩	২৩১	৯৫৮৮	২৪৪২৯২	২৩৯০০০	৬৫১৮
০২	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক	১৯৮৭	৩২	৭১৩	১৩০৪৬	১৩৪১০	(-)
০৩	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক	১৯৯৫	৬০	১২৯৬	৩৮৩৫৫	৩৬১৩৪	১৭৪৯
০৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক	১৯৯৫	৪২	৯৬৫	৩১৫৮৮	২৪৯৩৮	১১০২
০৫	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক	২০০১	৫১	১২৯৯	৪৭৪৫৯	৪৩৯৫৮	২০৪১
০৬	এক্সিম ব্যাংক	২০০২	৫২	১৪৪০	৭৩৮৩৫	৬৮৬১০	৩২০৩
০৭	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক	১৯৯৯	৫২	৯৯৫	৪২৪২৩	৩৮৭২৬	৭৬৬
	মোট =		**৫২০**	**১৬২৯৬**	**৪৯০৯৯৮**	**৪৬৪৭৭৬**	**১৫৩৭৯**
	সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা						
০১	প্রাইম ব্যাংক	১৯৯৫	৫	৯৩	১২৬৭৭	৯৪২৮	৬৪০
০২	ঢাকা ব্যাংক	২০০৩	২	২৫	৪৩৫৯	২২৫৫	১২৮
০৩	সাউথইস্ট ব্যাংক	২০০৩	৫	১০৩	১০৩০৭	৪৮৪২	৩১২
০৪	প্রিমিয়ার ব্যাংক	২০০৩	২	৩২	৩৩৫৬	১২৬৬	৫৪
০৫	যমুনা ব্যাংক	২০০৩	২	৪৪	২৩৬৬	২৭৫০	১৫৮
০৬	সিটি ব্যাংক	২০০৩	১	২৫	৭৬৮	৬৯৪	৪৫
০৭	এবি ব্যাংক	২০০৫	১	১৭	৩০৮৪	১৭৫৬	১৯২
	মোট =		**১৮**	**৩৩৯**	**৩৬৯১৭**	**২২৯৯১**	**১৫২৯**
	সর্বমোট =		**৫৩৮**	**১৬৬৩৫**	**৫২৭৯১৫**	**৪৮৭৭৬৭**	**১৬৯০৮**

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ৩১.১২.২০০৯ তারিখে মোট জমার পরিমাণ ছিলো ৩০৪২.৮৩ বিলিয়ন টাকা। তার মধ্যে সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসহ ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট জমা ছিলো '৫২৭৯১৫.০০ মিলিয়ন টাকা। এটি দেশের মোট জমার শতকরা ১৭.৩৫ ভাগ। দেশীয় অর্থনীতিতে এ সময় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিলো ২৫৩১.১০ বিলিয়ন টাকা। তার মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ছিলো ৪৮৭৭৬৭.০০ মিলিয়ন টাকা, যা মোট বিনিয়োগের শতকরা ১৯.২৭ ভাগ।[২]

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, সিটি ব্যাংক লিমিটেড, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড, এবি ব্যাংক লিমিটেড, সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড ও যমুনা ব্যাংক লিমিটেড তাদের বর্তমান সংগঠন কাঠামোর মধ্যেই পৃথকভাবে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলেছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ও অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এবং বেসরকারী খাতের পূবালী ব্যাংক লিমিটেডসহ বেশ কয়েকটি ব্যাংক তাদের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সুদভিত্তিক কনভেনশনাল শাখার অভ্যন্তরে ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো চালু করেছে।

এসব ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডো ইসলামী শরীয়াহ্‌র নীতিমালা অনুসারে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে। জমা সংগ্রহ ও বিনিয়োগ কার্যক্রমে উল্লিখিত শাখা/উইন্ডোসমূহের উন্নয়নধারা সন্তোষজনক।

১২.২. জমা সংগ্রহে ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সেদিক থেকে এ ব্যাংকের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য স্বতন্ত্র। ফলে ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশল এবং তার জমা সংগ্রহ ও বিনিয়োগসহ সকল কার্যক্রমের উপকারভোগী শ্রেণী প্রচলিত অন্যান্য ব্যাংক থেকে বহুলাংশে ভিন্নতর এবং সার্বিকভাবে ব্যাপকতর।

ব্যষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলাম জাতীয় সঞ্চয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং জনগণকে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ যোগায়। ইসলামী ব্যাংক এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে শুধু বড় সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে ছোট জমাকারীদের সম্পদকে জাতীয় আর্থিক প্রবাহে নিয়োজিত করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ভূমিকা আলোচনা করা যায়। মাত্র ১০০ টাকা প্রাথমিক জমা দিয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এ আইনানুগভাবে যে কেউ হিসাব খুলতে পারেন। এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহে ইসলামী ব্যাংক গণ-ব্যাংক (mass bank)-রূপে ভূমিকা পালন করছে। 'সঞ্চয়-বিনিয়োগ-আয়' অর্থনীতির এই চক্র অনুসরণ করে ইসলামী ব্যাংক নিম্নবিত্ত মানুষের সামর্থ বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। এ লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ

www.pathagar.com

লিঃ পল্লী এলাকার নানা জায়গায় তার শাখা ছড়িয়ে দিয়েছে। দেশের বেসরকারী ব্যাংকসমূহের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর গ্রামভিত্তিক শাখার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকও দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ইসলামী ব্যাংক মনে করে, সঞ্চয়ের মাধ্যমে একজন গ্রাহক ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে পারেন এবং সেইসাথে তিনি সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে পারেন। ইসলামী শরীয়তের মুদারাবা বা অংশীদারী সম্পর্কের ভিত্তিতে জনগণের কাছ থেকে জমা গ্রহণ এবং তা শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক তাদেরকে হালাল মুনাফা অর্জনে সহযোগিতা করছে। সুদের কারণে যারা আগে ব্যাংকে অর্থ জমা করতেন না ইসলামী ব্যাংক সেই বিপুলসংখ্যক মানুষের অলস অর্থ জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় সঞ্চালিত করার সুযোগ করে দিয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় অর্ধশত ব্যাংকের মোট প্রায় ছয় হাজার শাখা কাজ করছে। তার মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট শাখার সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচশ'। ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলো গ্রাহক আকর্ষণের দিক দিয়ে বিপুল সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০৯ সাল নাগাদ তার ২৩১টি শাখার মাধ্যমে প্রায় পাঁচ মিলিয়ন গ্রাহককে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে। এটি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিশেষ জনপ্রিয়তার একটি প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আদর্শিক বিবেচনা ছাড়াও উন্নততর গ্রাহক সেবা ইসলামী ব্যাংকের জমা প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করছে। এ ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর জমা সংগ্রহের ওপর জরিপ চালিয়ে ড. মিহির কুমার রায় উপসংহারে মন্তব্য করেছেন ঃ

> The customer who are trying to avoid interest strongly support this system of banking. Not only religious injunction but also better banking services of IBBL have been influencing the customers' preference to a great extent. Accordingly, IBBL is able to mobilise a great bulk of deposits. [৩]

জাতীয় সঞ্চয় আহরণে এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে ইসলামী ব্যাংকসমুহের সামর্থ্য ও নীট অবদান সুদী ব্যাংকের তুলনায় অনেক বেশি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ইসলামী ব্যাংকগুলোর জমার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক বেশি হারে সঞ্চয় আহরণের ফলে জাতীয় আর্থ-সামাজিক খাতে সুদের নেতিবাচক প্রভাব কমছে এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এর ইতিবাচক অংশীদারিত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিভিন্ন সঞ্চয় স্কীমের দিকে তাকালেও এক্ষেত্রে তাদের সামাজিক লক্ষ্য ও তার অবদান স্পষ্ট হবে। যৌতুকের মত অপরাধ নির্মূলে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং বিবাহিত পুরুষদের 'মোহর' আদায়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকিং জগতে প্রথমবারের মত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ মুদারাবা মোহর সঞ্চয় হিসাব চালু করেছে। নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক এবং সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকও মুদারাবা বিবাহ সঞ্চয় প্রকল্প চালু করেছে। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক পৃথক মুদারাবা দেনমোহর সঞ্চয় স্কীমও চালু করেছে।

ওয়াকফ সম্পত্তি একসময় এদেশের সামগ্রিক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতো। বর্তমানে নিরুৎসাহিত এ ধারাটিকে বেগবান করার উদ্যোগ নিয়েছে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ এবং পরবর্তীতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ও আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ। কর্মব্যস্ত বিত্তশালী ব্যক্তিগণকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ ও আগ্রহী করা এবং এ কাজে তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দেয়ার জন্য উদাহরণস্বরূপ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর 'মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্কীম'-এর প্রসঙ্গ আলোকপাত করা যায় । এই স্কীমের আওতায় ওয়াক্ফকৃত অর্থের মুনাফা ৩০টি সামাজিক খাতে বিতরণের জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর নিজস্ব উদ্যোগ রয়েছে। গ্রাহক সে উদ্যোগে অংশ নিতে পারেন অন্যথায় এ হিসাবের লাভের অর্থ গ্রাহকের নির্দেশিত স্থানে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব ব্যাংক পালন করে। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের ১ থেকে ২৫ বছর মেয়াদী হজ্জ সেভিংস স্কীম এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে একজন সাধারণ আয়ের মানুষও জীবনে একবার হজ্জ পালনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেন।

১২.৩. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের অর্থনৈতিক বিবেচনা

ইসলামের দৃষ্টিতে জনগণই হলো সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। উন্নয়ন সমাজের সকল মানুষের জন্য। সুদী লেনদেনের নীতি ও কৌশল এর বিপরীত। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতি সুদমুক্ত হওয়ার কারণে তা সুদের বহুমাত্রিক ও জটিল উপসর্গ থেকে মুক্ত। পূর্বনির্ধারিত সুদের হার এবং জমার সুদ ও ঋণের সুদের মধ্যকার পূর্বনির্ধারিত ব্যবধানের কারণে সুদী ব্যাংকের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নানাভাবে নিরুৎসাহিত হয়। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত অর্থের কোন পূর্বনির্ধারিত তহবিল-মূল্য (Prefixed cost of fund) না থাকায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার চাহিদা না মেটা পর্যন্ত বিনিয়োগ অব্যাহত রেখে কাম্য মানের বিনিয়োগ (investment equilibrium) নিশ্চিত করা সম্ভব। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ সমাজের জন্য কল্যাণকর কোন কম লাভজনক প্রকল্প গ্রহণেও নিরুৎসাহিত হন না। এটি ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

সমাজে বেকারত্ব দূর করতেও এটিই একমাত্র কার্যকর পদ্ধতি। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জেমস কিনস্ তার *'থিওরি অব ইন্টারেস্ট'* প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

> *'কোন অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য সুদের হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে।'*

এ মন্তব্য ইসলামের সুদমুক্ত নীতিরই প্রতিধ্বনি। অধিক বিনিয়োগ অধিক উৎপাদন ও অধিক কর্মসংস্থানের সাথে সাথে অধিক রফতানিও নিশ্চিত করে। এতে বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার আন্তপ্রবাহ বাড়ে। অধিক রফতানি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা (exchange rate stability) বজায় রাখতে সহায়তা করে। ফলে স্থানীয় মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পায়। আমদানি মূল্য পরিশোধে তা অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে এবং অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

এই আলোকে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ কার্যক্রম বিচার্য। ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর মোট বিনিয়োগ ছিল ২৩,৯০০.০০ কোটি টাকা। ২০১০ সালের জুন পর্যন্ত তা আরো ১৬১৭৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫,৫১৭.৮০ কোটি টাকায়। ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২,৪৯৩.৮০ কোটি টাকা। অন্যদিকে এ সময়ে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৬১৩.৪০ কোটি টাকা। একই সময়ে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪,৩৯৫.৮০, ৬,৮৬১ ও ৩,৮৭২ কোটি টাকা। অন্যান্য দেশীয় কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী ব্যাকিং শাখাসমূহের সর্বমোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২,৩০০ কোটি টাকা।

ইসলামী ব্যাংকগুলো উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি কৌশলগত ও ব্যবস্থাপনাগত প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয় এবং এ ব্যাপারে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করে। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ টাকার পরিবর্তে সরাসরি পণ্যের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক টাকার বেচাকেনা করে না; পণ্যের ব্যবসায় অংশ নেয়। সুতরাং তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত (Diversion of Fund) হওয়ার সুযোগ থাকে না। ফলে বিনিয়োগ মন্দ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পায়। ইসলামী পদ্ধতির বিনিয়োগের এটিও একটি ইতিবাচক দিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর খেলাপী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩% এরও কম। দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং সেক্টরের

www.pathagar.com

পরিস্থিতির তুলনায় শুধু নয়, আন্তর্জাতিক মানেও এ অবস্থা অত্যন্ত সন্তোষজনক। এটিও ইসলামী ব্যাংকিং-এর সম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্তর্নিহিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

১২.৪. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের উপকারভোগী কারা

২০০৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৫ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ গ্রাহকের সংখ্যা ছিল ২,৩১,৪৩৬ জন, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের ৩৮৭৩ জন, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের ৪৮১ জন, এক্সিম ব্যাংকের ২৭০৬ জন। ৫ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর গ্রাহকসংখ্যা ছিল ৯,৩৬৭ জন, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের ৯৮৮ জন, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের ১৬৯ জন এবং এক্সিম ব্যাংকের ছিল ৯৮৮ জন। ১০ লাখ থেকে ২৫ লাখ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক ৪,৮৯৫ জন, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের এই অংকের বিনিয়োগ গ্রাহক ছিল ১৭৭৫ জন, এক্সিম ব্যাংকের ছিল ৬১৯ জন এবং শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের ছিল ১৮৩ জন। ২৫ লাখ থেকে ৫০ লাখ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকের ১,৫৩৮ জন, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের ছিল ৮০৯ জন, এক্সিম ব্যাংকের ৩৩৮ জন, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের ৯৫ জন। ইসলামী ব্যাংকের ৫০ লাখ টাকার ওপর বিনিয়োগ গ্রাহকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯৭৪ জন। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের বৃহদায়তন বিনিয়োগ গ্রাহক ছিল ১৯৫৯ জন, এক্সিম ব্যাংকে ছিল ৬৭১ জন এবং শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে ছিল ২৯৬ জন। এ চিত্র থেকে দেখা যায়, ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমিত না করে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অনুযায়ী তা সাধারণ জনগণের মাঝে সম্প্রসারিত করার নীতি অনুসরণ করেছে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট বিনিয়োগের খাতওয়ারী বণ্টন থেকেও জাতীয় উন্নয়নে তার নীতি ও কৌশল স্পষ্ট হবে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ২০০৯ সালে শিল্পখাতে ৫৪%, বাণিজ্যিক (ক্রয়-বিক্রয়) খাতে ৩৩%, কৃষি ও সার খাতে ৭%, নির্মাণ ও আবাসন খাতে (Construction & Real Estate) ৭%, পরিবহণ খাতে ২% এবং পল্লী উন্নয়ন, ক্ষুদ্র শিল্প, ডাক্তার প্রকল্প, কনজুমার প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পোল্ট্রি ও ডেইরি প্রভৃতি খাতে ৬% বিনিয়োগ করেছে। এর মাধ্যমে দেশে সরাসরি ১০ লাখের অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা তারচে' অনেক বেশি। আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংকের ২০০৯ সালে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হলো ঃ

www.pathagar.com

বিনিয়োগের খাত	ব্যাংকের নাম ও বিনিয়োগের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)				
	আল-আরাফাহ্	সোস্যাল	শাহ্জালাল	এক্সিম	ফার্স্ট সিকিউরিটি
শিল্প	১৩৮৮৪	৪২২০	৫৭১৯	১৮৮০৩	১৪৫২
বাণিজ্য (আমদানি রপ্তানি ও ক্রয় বিক্রয়সহ)	১৩৪২৫	১১৯৮৫	১১০১৫	৩১১১৫	২২৪৬৯
কৃষি, মৎস্য ও বনায়ন	৫৮৮	৫১৮	৩৯৯	১২০৬	২২৪
নির্মাণ	১৮১৩	১৩৬৪	৫২৩৯	৫৪২১	১৯৮৯
পরিবহন ও যোগাযোগ	১২৩৬	৫১৭	২০৬২	১৬৮১	৭৯
দারিদ্র্য বিমোচন	১৬	৩০৫	২০৮	-	৬৭০
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	২১০	৭৯	৭৬৫	-	-

১২.৫. সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সামষ্টিক অর্থনীতির (macro economy) স্থিতিশীলতা, যার পূর্বশর্ত হলো মুদ্রাস্ফীতির নিম্নহার, সন্তোষজনক অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার বাঞ্ছিত পরিমাণ রিজার্ভ। এসব শর্ত পূরণে সঞ্চালক শক্তিরূপে ব্যাংকিং সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। সুদী ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে সঞ্চয় সংগ্রহ ও তা বিনিয়োগে শুধু সুদের পরিমাণকেই বিবেচনা করে। এই কার্যক্রমের আর্থ-সামাজিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তাদের বিবেচ্য নয়। উৎপাদন ও তার উপকরণের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন সুদভিত্তিক কারবারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি ছাড়াই ঋণগ্রহীতাদের ঋণের সুদ এবং জমাকারী ও ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি পায়। এভাবে কৃত্রিম উপায়ে বাজারে টাকার সরবরাহ বেড়ে যায় এবং উৎপাদন কম হলে তার ওপর সুদের বাড়তি মূল্যও যোগ হয়। এ দুষ্টচক্রের ফলে অবাঞ্ছিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়। এভাবে নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের ক্রয়ক্ষমতা এবং শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমে যায়। এ প্রক্রিয়ায় আর্থিকভাবে দুর্বল বিপুল মানুষের সম্পদ অধিক আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়। সুদী কারবারের মধ্য দিয়ে এই নীরব সম্পদ হস্তান্তর (Silent resource transfer) ঘটার ফলে অর্থের বণ্টন প্রবাহ ও সম্পদের মালিকানার ভারসাম্য নষ্ট হয়। কার্ল মার্কস্ এ প্রক্রিয়াকেই 'সিঁদেল চুরি' বলে গাল-মন্দ করেছেন। সুদী ব্যাংকের মুনাফা বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে

www.pathagar.com

দেশে মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও ধনী-গরীবের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়। সুদের এমনি অসংখ্য কুফল থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্যই ইসলাম সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতাও এখানেই নিহিত।

ড. মুহাম্মদ বদিউল আলম ও মুহাম্মদ আবু মিসির বাংলাদেশের প্রচলিত ধারার ব্যাংকের সাথে সুদমুক্ত ব্যাংকের লাভ, উৎপাদন ক্ষমতা ও জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান মূল্যায়ন করে তাদের একটি গবেষণাপত্রে উপসংহার টেনেছেন এভাবে ঃ

> Therefore it is clear that the interest-free banking system provides better service to the customers and contribute to the economy as a whole with high esteem of moral values then that of traditional banking system operating in our country. [৪]

১২.৬ দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন

সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণা থেকে এখন এটা স্পষ্ট যে, জ্বালানি, শিল্প কিংবা কৃষিখাতের চাইতেও দরিদ্র জনগণের মাঝে বিনিয়োগ করে বেশি আর্থ-সামাজিক রিটার্ন পাওয়া সম্ভব। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতের বিনিয়োগ থেকেই সর্বোচ্চ আয় নিশ্চিত হয়। কার্যকর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও অনুপ্রাণিত জনগোষ্ঠী একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। এর ফলে আর্থ-সামাজিক কর্মক্ষেত্রে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়, সামাজিক অসাম্য দূর হয় এবং উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার বিনিয়োগ কার্যক্রম এই লক্ষ্যেই পরিচালিত করছে এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এ ব্যাংক দেশের বৃহৎ কর্পোরেট গ্রাহকদেরকে এককভাবে বৃহত্তম বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের সামর্থ্য (Single party exposure) নিয়ে দেশের শিল্প-বিকাশে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করেছে। অন্যদিকে বিনা জামানতে ৫ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পল্লীর হত-দরিদ্র ও সংকটপ্রবণ জনগোষ্ঠীর লোকদেরকে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে তাদেরকে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করেছে। ইসলামী ব্যাংক এভাবেই আয়ের (সম্পদ) পুনর্বণ্টন ও সুযোগের পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রকৃত ক্ষমতায়ন, ধনী-গরিব বৈষম্য দূরীকরণ, সামাজিক সম্প্রীতি ও স্থিতিশীলতা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূমিকা পালন করছে।

www.pathagar.com

২০০০ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মিলেনিয়াম শীর্ষ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ দারিদ্র্য নিরসণের একটি কৌশলপত্র (PRSP) তৈরি করেছে। এই কৌশলপত্র অনুযায়ী ২০০০-১৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর দারিদ্র্য ৩.৩ ভাগ হারে কমাতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৭.০০ ভাগে উন্নীত করতে হবে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ জাতীয় উন্নয়নের এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরায় সক্রিয় করে তুলতে বিনা জামানতে ক্ষুদ্র ও ছোট বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছে। ১৯৯৫ থেকে ২০০৯ সালের মার্চ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক এ প্রকল্পের আওতায় ১০৭৫১টি গ্রামে ৫,৭৭,৭৪০ জন গ্রাহকের মাঝে ২৪২৪.০০ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। ২০০৯ সালের মার্চ পর্যন্ত এ প্রকল্পের উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৪,৯২,৪৭৫ জন। তাদের শতকরা ৮৬ ভাগের বেশি হচ্ছেন মহিলা। এর ফলে গ্রামীণ জনপদে একটি অত্যন্ত ইতিবাচক গুণগত পরিবর্তন আসছে।

গ্রামের বিত্তহীন সাধারণ মানুষকে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের সাথে সাথে তাদেরকে অক্ষরজ্ঞান দেয়া হচ্ছে এবং নৈতিক ও মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ ও স্বাবলম্বী হবার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ফলে এই উপকারভোগীগণ পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যথাযথ মর্যাদা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য অর্জন করছেন। গ্রামীণ মহিলাদেরকে আয়ের সুযোগ সৃষ্টিকারী উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করে তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানোর মধ্য দিয়ে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা সামাজিক উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করে ইসলামী ব্যাংক তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। প্রথমে ৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ নিয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে এ প্রকল্পের সদস্যদের কেউ কেউ এখন ২ লাখ টাকা বিনিয়োগ নেয়ার সামর্থ্য অর্জন করেছেন। এটি একটি আর্থ-সামাজিক উত্তরণ প্রক্রিয়া।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর অঙ্গসংস্থা 'ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন' পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য বিনামূল্যে টিউবওয়েল সরবরাহ করছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং জনগণের স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সেনিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশকে সবুজায়ন করতে গত তিন বছরে মোট ১২,৭৫,০০০টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এ জাতীয় সামাজিক কর্মসূচী ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে নবতর সংযোজন।

এই ব্যাংকের বিভিন্ন বাণিজ্যিক অর্থায়নের মুনাফার হার ২০০৯ সালে যেখানে ছিল প্রায় ১৩ ভাগ, সেখানে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ গ্রাহক থেকে মুনাফা নেয়া হয় ১০ ভাগেরও কম হারে। এই নিম্নহারে অর্থায়ন দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকের আন্তরিক ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতির বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। এই ধরনের উদ্যোগ সম্পদের বণ্টন উৎসাহিত করছে এবং সমাজব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

১২.৭. শিল্পবিকাশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান

বাংলাদেশের জিডিপিতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে শিল্পখাতের অবদান ছিল ২৮.৪ শতাংশ। শিল্পখাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ অত্যন্ত সন্তোষজনক। বাংলাদেশের সকল ইসলামী ব্যাংক প্রকৃতিগতভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক। তবু তারা দীর্ঘমেয়াদী জমা সংগ্রহ করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ৩১.১২.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত তাদের মোট বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের ৬৫ শতাংশ শিল্পখাতে বিনিয়োগ করেছে।[৫]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ পল্লীর দরিদ্রদের মাঝে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মসূচী বাস্তবায়নের পাশাপাশি দেশের শিল্পবিকাশে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। এ ব্যাংক তার জন্মলগ্ন থেকেই রফতানিমুখী পোশাক শিল্পে বিনিয়োগ করে দেশের রফতানি আয় বৃদ্ধি এবং বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানে পথিকৃতের ভূমিকা রেখেছে। এ শিল্পের পথ ধরে দেশে নানা ধরনের ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়নসহ দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এ শিল্প পালন করছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। রফতানিমুখী পোশাক শিল্পে বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংক এখনো শীর্ষস্থানে রয়েছে।

শিল্পখাতে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০৯ সালে তার মোট বিনিয়োগের ৫৪ শতাংশেরও বেশি ছিল। তার মধ্যে রফতানিমুখী পোশাক ও বস্ত্রশিল্পে ব্যাংক তার মোট বিনিয়োগের ২৪% নিয়োজিত করেছে। ইসলামী ব্যাংক অনেক বৃহৎ শিল্প গ্রুপকে এককভাবে প্রকল্প বিনিয়োগ ও চলতি মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ প্রদান করেছে। ২০০৯ সাল নাগাদ ব্যাংকের মোট শিল্প-প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১১৫০। এর মধ্যে ২২৬টি গার্মেন্টস, ১৯৪টি টেক্সটাইল,

www.pathagar.com

১৬০টি কৃষিভিত্তিক, ৩২টি স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ২৭টি ঔষধ ও রসায়ন, ৩০টি প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ২৭টি ফিলিং স্টেশন, ১৩টি কোল্ড স্টোরেজ, ৬২টি রাইস মিল, ৩টি ফুড অ্যান্ড বেভারেজ, ৬টি সিমেন্ট, ১৯টি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড প্লাস্টিক, ৬টি জুট অ্যান্ড কেমিক্যাল, ৮টি সল্ট এবং বাকি ৩৮৬টি অন্যান্য শিল্প। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের শিল্পখাতে বিনিয়োগের চিত্র নিম্নে আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হলো ঃ

ইসলামী ব্যাংকসমূহের শিল্পখাতে বিনিয়োগসংখ্যা (২০০৯ পর্যন্ত)

ব্যাংকের নাম	শিল্প প্রকল্পসংখ্যা		বিনিয়োগের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র	
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	১৫০০	২৫১৫	২৪৩৭৮০
আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক	৪১২	১২৫৬	১৩৮৮৪
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক	২৫৭	১৮১৩	১৯৯৬৫
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক	১৯৫	৫৯	১৮৬৪১
এক্সিম ব্যাংক	৩৯৯	২৯৭	৩০৯৫৬
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক	৩৫	১০	১৪৫২
সর্বমোট =	২৭৯৮	৫৯৫০	৩২৮৬৭৮

ইসলামী ব্যাংক ২০০৯ সাল নাগাদ ৮০,০০০ গ্রাহককে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রকল্পে (Small and Medium Enterprises-SME) বিনিয়োগ প্রদান করেছে। বিভিন্ন ধরনের মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে। দেশে শিল্পের ব্যাপক ভিত্তি গড়ে তোলা, দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা এবং ব্যাংকের বিনিয়োগ খাতকে বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ও কৃষিনির্ভর শিল্প, প্লাস্টিক ও রাবার শিল্প, বনজ ও আসবাবপত্র শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, চামড়া শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, সেবা শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি শিল্প, কম্পিউটার প্রযুক্তি, কাগজ উৎপাদন শিল্প, হস্তশিল্প, মৎস্য ও পশু পালন খামার, ছিদ্রযুক্ত ইট, ছাদের টাইলস এবং ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য যেকোনো ক্ষুদ্রশিল্পে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) খাতে ব্যাংকের এযাবৎ প্রদত্ত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩৩২ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে ব্যাংকের সহায়তায় এসএমই খাতের কোন কোন উদ্যোক্তা বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীতেও উন্নীত হয়েছেন।

www.pathagar.com

একটি ত্রিমুখী উন্নয়ন ধারার ব্যাংক হিসেবে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক নন-ফরমাল সেক্টরের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী এসএমই খাতে সার্ভিস ট্রেডিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানকে স্বল্পমেয়াদে ২ থেকে ৫ লাখ টাকা এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে ২ থেকে ১০ লাখ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে আসছে। এছাড়া এসএমই খাতে ফরমাল সেক্টরের আওতায় সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করছে। ব্যাংকের এসএমই খাতে ২০০৫ পর্যন্ত ৬৮৩ জন গ্রাহককে ৮০,৪৭,১১,২৬৯.০০ টাকা বিনিয়োগ প্রদান করা হয়।

১২.৮. সীমিত আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক

অগ্রাধিকার খাতসমূহে ও অনুন্নত এলাকায় বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের অপেক্ষাকৃত সুবিধা-বঞ্চিত মানুষের অবস্থার উন্নয়ন ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বেগবান করার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ বিভিন্ন বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে রয়েছে পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প, গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প, গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প, কৃষি-সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প, ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্প, মীরপুর রেশম তাঁতী বিনিয়োগ প্রকল্প প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সীমিত আয়ের লোকদের আবাসন চাহিদা পূরণের জন্য ***গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্পের*** অধীনে ইসলামী ব্যাংক রাজধানী এবং বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে বহুতল বাড়ি নির্মাণ ও ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য দেশে এবং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী হাজার হাজার গ্রাহককে বিনিয়োগ দিয়েছে। ব্যাংক বিভিন্ন হাউজিং কোম্পানিকেও বিনিয়োগ সুবিধা দেয়। এ প্রকল্পে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের শতকরা ৪ ভাগ।

দেশের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক পরিবহন, যানবাহন ও গাড়ি বিনিয়োগ কর্মসূচী নিয়েছে। ***পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্পের*** আওতায় বাস, মিনিবাস, ট্রাক, লঞ্চ, কার্গো ভেসেল, রেন্ট-এ কার সার্ভিসের জন্য গাড়ি ক্রয়ে সুবিধা দেয়া হয়। এছাড়া ব্যাংক আৱ-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বেবীটেক্সি, টেম্পো ও পিকআপ-ভ্যান, ক্লিনিক ও হাসপাতালের জন্য অ্যাম্বুলেন্স এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর জন্য গাড়ি বিনিয়োগ কর্মসূচী চালু করেছে।

গ্রাম ও শহরের শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের *আত্মকর্মসংস্থান* এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক *ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ কর্মসূচীর* আওতায় প্রায় ২শ' প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ সুবিধা

www.pathagar.com

দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পশু পালন, মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, এগ্রোফার্মিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদন, ব্যবসা, দোকানদারী, পরিবহন, কৃষি উপকরণ, বনায়ন, লন্ড্রি, সাইনবোর্ড লেখা ইত্যাদি। এই খাতে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সুবিধাভোগী গ্রাহকের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮ হাজার এবং বিনিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৩৩ কোটি টাকা।

ইসলামী ব্যাংকের কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ কর্মসূচীর আওতায় গ্রামীণ বেকার যুবকদের আর্ব-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প, শ্যালো টিউবওয়েল, মাড়াই কল ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তাদানও এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

নির্দিষ্ট আয়ের সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী চাকরিজীবীদের জন্য ইসলামী ব্যাংক দেশে প্রথম *গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প* চালু করে। ২০০৬ সাল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক এ প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১,৯০,০০০ জন স্বল্পআয়ের চাকরিজীবী মানুষকে ৫৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ দিয়েছে। সীমিত আয়ের লোকদেরকে সৎভাবে জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকের এই প্রকল্প অনেক প্রতিষ্ঠানকেই এ ধরনের প্রকল্প চালু করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

১২.৯. ইসলামী ব্যাংকের সামাজিক বিনিয়োগ

বিভিন্নমুখী ব্যাংকিং লেনদেনের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড জন্মলগ্ন থেকেই গরীব, দুঃস্থ, অসহায় ও নিঃসম্বল মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যুব কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, দুঃস্থ পুনর্বাসন, পরিবেশ সংরক্ষণসহ সামাজিক খাতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প, দুধেল গাভী পালন প্রকল্প, রিকশা ও ভ্যান গাড়ি প্রকল্প, পোল্ট্রি প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্প, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পসহ বিভিন্ন আয়-বর্ধক ও *আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী*। মডেল ফোরকানিয়া মক্তব, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ও অনুদান এবং দুঃস্থদের জন্য স্কুল পরিচালনা ও সাহায্য দানসহ *শিক্ষা কর্মসূচী*। মেডিক্যাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা, দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য অনুদান, নলকূপ স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণসহ *স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কর্মসূচী*। এতিমখানা প্রতিষ্ঠা, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে কন্যা পাত্রস্থ করার জন্য অনুদান, ঋণগ্রস্ত ও ভ্রমণপথে বিপদগ্রস্ত লোকদের অনুদানসহ *মানবিক সাহায্য* কর্মসূচী এবং *ত্রাণ ও পুনর্বাসন* কর্মসূচী। ইসলামী ব্যাংক মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে ক্ষুদে উদ্যোক্তা উন্নয়নসহ মানবকল্যাণে বিভিন্নমুখী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, যেমন–হাসপাতাল, কম্যুনিটি হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা করছে।

www.pathagar.com

সীমিত আয়ের লোকদের **স্বাস্থ্য সেবার** জন্য ইসলামী ব্যাংক সারাদেশে ৫টি হাসপাতাল ও ৪টি কম্যুনিটি হাসপাতালের মাধ্যমে ন্যূনতম খরচে প্রতিবছর ৪ লক্ষাধিক রোগীকে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে। এই খাতে ব্যাংক ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। এছাড়া নিরাপদ পানির জন্য হস্তচালিত নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনে প্রায় পৌনে ২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১টি মেডিক্যাল কলেজ, ১টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, ৫টি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট এবং ১টি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিচালনা করছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ৬৩০৮ জন শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করেছে। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচীর অধীনে ৪,৩৯৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ৮০৬ জন ছাত্রকে নিয়মিত বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। ছাত্র বৃত্তি খাতে ৩.৫৫ কোটি টাকাসহ শিক্ষাখাতে উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যাংক সাড়ে ১০ কোটি টাকার বেশি অর্থ ব্যয় করেছে।

ব্যাংকের উদ্যোগে ঢাকায় স্থাপিত একটি **দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্রের** মাধ্যমে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, পরিত্যাক্তা বা অভিভাবকহীন ১৮৭ জন মহিলাকে পুনর্বাসনের জন্য ৭৯ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

সমাজের দুঃস্থ, অসহায়, দরিদ্র লোকদের এককালীন সাহায্য বাবদ সারাদেশে ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে প্রায় ৪.৮২ কোটি টাকা। এছাড়া বন্যা, খরা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ইসলামী ব্যাংক বরাবরই জরুরি সাহায্য নিয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এ খাতে ব্যাংক ২০০৫ সাল পর্যন্ত পৌনে ৯ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর এ সকল সামাজিক বিনিয়োগমূলক ও জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম দেশের ব্যাংকিং ক্ষেত্রে নতুন আদর্শ সৃষ্টি করেছে।

১২.১০. ইসলামী ব্যাংকিং-এর আর্থিক দক্ষতা ও সামর্থ্য মূল্যায়ন

ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (CRISL) নামক বহুজাতিক রেটিং সংস্থার ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী রেটিংয়ে **ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ**-এর অবস্থান ছিল 'এ প্লাস' (A+) যা ব্যাংকের সার্বিক আর্থিক সামর্থ্য ও মজবুত ভিত্তি নির্দেশ করে। ২০০৫ সালে CRISL ইসলামী ব্যাংকের অবস্থান আরো উন্নীত করে 'ডবল এ মাইনাস' (AA-) এবং ২০০৯ সালে 'ডবল এ প্লাস' (AA+) নির্ধারণ করেছে যা ব্যাংকের উচ্চতর আর্থিক সামর্থ্য, অধিক নিরাপত্তা, অধিক ক্রেডিট মান ও সুদৃঢ় ক্রেডিট প্রোফাইলসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সত্তার নির্দেশক।

www.pathagar.com

নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন *গ্লোবাল ফিন্যান্স* 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাংক পুরষ্কার' (World's Best Bank Awards)-এর আওতায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-কে তার কার্যক্রম ও কৃতিত্বের জন্য ১৯৯৯, ২০০০, ২০০৪ ও ২০০৫ সালে *'বেস্ট ব্যাংক ইন বাংলাদেশ'* এবং ২০০৮ সালে *'বেস্ট ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিশন'* পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সদস্যরূপে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাহরাইনভিত্তিক অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস (AAOIFI), জেনারেল কাউন্সিল ফর ইসলামিক ব্যাংকস অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল মার্কেট (IIFM), সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনসিলিয়েশন অ্যান্ড কমার্শিয়াল আরবিট্রেশন সেন্টার, মালয়েশিয়াভিত্তিক ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (IFSB) ও ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বাংলাদেশ চ্যাপ্টার) ইত্যাদি।

জাতীয় পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (আইবিবি), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (BAB), বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স এসোসিয়েশন (BAFEDA), ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ বোর্ড (CSBIB), ইসলামিক ব্যাংকস কনসালটেটিভ ফোরাম (IBCF), ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্য।

দেশের বেসরকারী খাতের ব্যাংকগুলোর মধ্যে জমা, বিনিয়োগ, পরিচালনাগত মুনাফা, আমদানি-রফতানি বাণিজ্য, রেমিট্যান্স সংগ্রহ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় অবস্থান অর্জনের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দু'হাজার এবং এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় পাঁচশ' ব্যাংকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উন্নত মানের ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি মূলধনের পর্যাপ্ততা, পরিসম্পদের গুণাবলী, মুনাফা অর্জন ও যথার্থ তারল্য পরিস্থিতি প্রভৃতি মিলিয়ে ইসলামী ব্যাংক একটি সফল ব্যাংকের দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হচ্ছে।

১২.১১. একবিংশ শতকের বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংক সকল বিচারে একটি গণ-ব্যাংক ও সার্বজনীন ব্যাংক হিসেবে ইসলামী অর্থনীতির আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অনুসরণ করে দেশের ভারসাম্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। ইসলামী আদর্শের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য, ব্যাংকের সকল স্তরের জনশক্তির সৎ, আন্তরিক ও আত্মনিবেদিত

www.pathagar.com

সেবা, প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে দুর্নীতিমুক্ত কার্যক্রম, ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব ও অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক এ ব্যাংকের সার্বিক পরিবেশকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তকরূপে ইসলামী ব্যাংক দেশের আর্থ-সামাজিক খাতে গত প্রায় তিন দশকে যে অবদান রেখেছে তার আলোকে বলা যায়, দেশের সার্বিক ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য নিয়ে কাজ করলে দেশের ছয় সহস্রাধিক শাখার এ বিরাট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের অভাবী মানুষের হতাশা মুছে ফেলতে এবং সামগ্রিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করতে অসামান্য অবদান রাখতে পারে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেশের নেতৃস্থানীয় তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে ব্যাংকিং খাতের অনেক শীর্ষ ব্যক্তি মনে করেন, একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের গোটা ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হবে। এর ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নতুন গতি ও উদ্যম সৃষ্টি হবে।

সবশেষে বিখ্যাত পশ্চিমা সাময়িকী 'ইকনোমিস্ট'-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। ১৯৯৪ সালের ৬ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত 'সার্ভে অব ইসলাম' শিরোনামের একটি দীর্ঘ প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ

> *অতীতে বিশ্ববাসী মুসলিম স্পেন ও আন্দালুসিয়া থেকে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে জেনেছিল এবং ইসলামের কাছ থেকে ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিল। আর এখনকার বিশ্ব ইসলামের কাছ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর আইডিয়া গ্রহণ করতে পারে।*

ইকনোমিস্ট-এর দৃষ্টিতে মুসলমানদের অতীত গৌরব তার শিক্ষাপদ্ধতি। আর দীর্ঘকাল পর মানবজাতির প্রতি ইসলামের বর্তমান উপহার ইসলামী ব্যাংকিং। ইকনোমিস্ট-এর এ বক্তব্যের সারকথা হলো ঃ ইসলামী ব্যাংকিং ইজ সুপিরিয়র টু কনভেনশনাল ওয়েস্টার্ন মডার্ন ব্যাংকিং সিস্টেম। পশ্চিমা আধুনিক ব্যাংকিং-এর সীমাবদ্ধতা অনেক আগেই অর্থনীতিবিদদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। তার মুকাবিলায় ইসলামী ব্যাংকিং একটি বিশেষ ধর্মীয় পদ্ধতি হিসেবে নয়, বরং সার্বজনীন আর্থিক ব্যবস্থা হিসেবে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের সামনে মুক্তির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। ইসলামী ব্যাংকিং হলো আর্থিক দুনিয়ায় এক অনন্য বিপ্লব।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. Schedule Bank Statistics, Bangladesh Bank

২. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ঃ ২০০৯-২০০১০, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা, মাসিক দারুস সালাম, ইসলামী ব্যাংকিং সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

৪. Dr. Muhammad Badiul Alam & Mohammad Abu Misir, Analysis of Comparative Financial Performance in Banking Sector of Bangladesh : A Study of Interest-free and Traditional Banks; Thoughts on Economics, IERB Vol-7, No. 3 & 4, 1997

৫. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ঃ ২০০৯-২০০১০, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

www.pathagar.com

১৩.
ইসলামী ব্যাংকিং ঃ সমালোচনা ও বাস্তবতা

ইসলামী ব্যাংকিং তুলনামূলকভাবে একটি নতুন ধারণা। সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার বিপরীতে এ নতুন ধারণাকে সকলে একইভাবে গ্রহণ করবেন, এটা আশা করা যায় না। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে নানাজন বিভিন্ন অবস্থান থেকে দেখেন এবং তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এ সম্পর্কে মূল্যায়ন করেন।[১]

১৩.১. ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি

১. কারো বিবেচনায় ইসলামী ব্যাংকিং একটি অবাস্তব ধারণা। কেননা ব্যাংকের সাথে সুদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কাজেই সুদ ছাড়া যারা ব্যাংকিং করতে চান, তাদের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার নয়। ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে তারা দূর থেকে তীর ছোঁড়ার মতো করে নানা ধরনের বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন। তাদের সমালোচনায় তাদের পূর্ব-ধারণারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তারা বলেও বেড়ান যে, সুদভিত্তিক ব্যাংক সরাসরি সুদ খায়, আর ইসলামী ব্যাংক সেই একই সুদ ঘুরিয়ে খায়। তাদের মতে এ দু'ধরনের ব্যাংকের মাঝে বাস্তবে কোন পার্থক্য নেই।

২. আরেক শ্রেণীর লোক আছেন, তারা ইসলামী ব্যাংকিং সম্পূর্ণ অবাস্তব মনে করেন না। তারা ব্যাংকব্যবস্থায় সুদের অবসান হলে খুশি। কিন্তু তারা বুঝতে পারেন না এটা কিভাবে সম্ভব। এ শ্রেণীর লোকদের একটি অংশ সুদভিত্তিক ব্যাংকের সাথে লেনদেন করেন এবং তাদের মাথায়ও এটা কিছুতেই ঢুকতে চায় না যে, ইসলামী ব্যাংক আসলেই সুদ বর্জন করে শরীয়ার নীতির ভিত্তিতে তাদের লেনদেন চালাতে সমর্থ হচ্ছে। এ শ্রেণীর লোকেরা দূর থেকে ইসলামী ব্যাংকের নানা কার্যক্রম ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে সমালোচনা করে থাকেন।

৩. আরেক দল লোক রয়েছেন, তারা ইসলামী ব্যাংকের দৃঢ় সমর্থক এবং ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে তারা কথা বলেন। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ঠিক কিভাবে সুদ বর্জন করে ইসলামী শরীয়ার নীতির ভিত্তিতে ব্যবসা চালায়, সে সম্পর্কে তাদের অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। এ ব্যাপারে কারো

www.pathagar.com

কারো ধারণা এতটা আবছা যে, তারা ইসলামী ব্যাংকিংকে যে ভাষায় ব্যাখ্যা করেন, তার সাথে বাস্তব চিত্রের মিল নেই। ভক্তদের মধ্যে আরেক দল আছেন, যারা মনে করেন, ইসলামী ব্যাংক তাদের সব কাজ-কারবার শরীয়ার নীতি অনুযায়ী পরিচালনার কথা ঘোষণা করেছে। ফলে এখন এ ব্যাপারে জানা ও মানার সব দায়-দায়িত্ব ইসলামী ব্যাংকেরই।

৪. ইসলামী ব্যাংকের সাথে নিয়মিত লেনদেন করছেন, এমন অনেকের কাছেও সুদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট নয়। ইসলামী ব্যাংকের জমাগ্রহণ ও বিনিয়োগনীতির অনেক বিষয়ে তাদের মনেও অনেক প্রশ্ন রয়েছে।

এভাবে ইসলামী ব্যাংক থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং ইসলামী ব্যাংকের সাথে লেনদেনকারী অনেকেরই ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে ধারণার ঘাটতি রয়েছে। দেশের দীর্ঘ-প্রাচীন সুদভিত্তিক পরিবেশ, শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ের অনুপস্থিতি এবং ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে আলোচনা ও প্রচারের অভাবের কারণে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তি এবং অভিযোগ ও সমালোচনা রয়েছে। ইসলামে আস্থা ও বিশ্বাস পোষণকারীদের মাঝেও এ ক্ষেত্রে জ্ঞানগত ঘাটতি যথেষ্ট পরিমাণেই বিরাজ করছে। সবচে' দুঃখজনক বিষয় হলো, দীর্ঘদিন ইসলামী ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন ধরনের লেনদেনের পরও অনেকেরই ধারণাগত ঘাটতি দূর হয়নি।

১৩.২. ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে অভিযোগ ও সমালোচনা

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে সচরাচর যেসব অভিযোগ ও সমালোচনা শোনা যায় তার কয়েকটি হলো ঃ

১. ইসলামী ব্যাংক সুদী ব্যাংকের মতোই পূর্বনির্ধারিত হারে তাদের জমাকারীদেরকে মুনাফা দেয়।

২. ইসলামী ব্যাংক তার ডিপোজিটরদেরকে সব সময় শুধু লাভই দেয়। কখনো লোকসানের ভাগিদার বানায় না। অথচ ব্যবসায়ে লাভ ও লোকসান দু'টিরই সম্ভাবনা থাকে।

৩. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক পূর্বনির্ধারিত হারে লাভ আদায় করে। ব্যবসায়ে লোকসান হলে ব্যাংক সে লোকসানের ভাগ নেয় না। এটা তো সুদের মতোই হলো।

৪. সুদের ব্যাংক যেভাবে শতকরা হারে সুদের হিসাব করে, ইসলামী ব্যাংকও সেভাবেই শতকরা পদ্ধতিতে লাভের হিসাব করে। তাহলে শুধু নামে ছাড়া আর পার্থক্য থাকলো কোথায়?

www.pathagar.com

৫. ব্যবসায়িক কারবারে পণ্যের প্রকৃতিভেদে লাভের হার ভিন্ন হয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক সব ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে একই হারে লাভ নির্ধারণ করে। এটা শরীয়ার দৃষ্টিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

৬. কোন গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক মেয়াদের অতিরিক্ত সময়ের জন্য পাওনার ওপর নির্দিষ্ট হারে ক্ষতিপূরণ ধার্য ও আদায় করে। ব্যবসায়ে লোকসানের কারণে গ্রাহক সর্বস্বান্ত হলেও ব্যাংক তার অবস্থা বিবেচনা করে না। সুদী ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের এ আচরণের পার্থক্য কোথায়?

৭. সুদী ব্যাংক তার ঋণের বিপরীতে বন্ধকী জামানত গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংকও তাই করে। বন্ধকী জামানতের ব্যবস্থা করতে না পারলে ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ পাওয়া যায় না। এভাবে ইসলামী ব্যাংক শুধু ধনী ও সম্পদশালী লোকদেরকেই বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে। ধনীকে আরো ধনী বানায়। ইসলামী ব্যাংকের এ নীতি ইসলামী অর্থনীতির সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ?

৮. ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থেকে সুদী পরিবেশে কাজ করছে। এ নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ম-নীতির অধীনে কাজ করতে গিয়ে আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে ইসলামী ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তার বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতির অর্থ জমা রাখতে বাধ্য। এ ছাড়াও ইসলামী ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে 'বৈদেশিক মুদ্রা নিকাশ হিসাব' রাখাসহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক লেনদেন করে থাকে। এ অবস্থায় ইসলামী ব্যাংক কিভাবে নিজেকে পুরোপুরি 'সুদমুক্ত' দাবি করতে পারে?

৯. ইসলামী ব্যাংক দেশের বিভিন্ন সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রেও তার কার্যক্রম সুদের সাথে যুক্ত হয়।

১০. আমদানি-রফতানিসহ বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ইসলামী ব্যাংক দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের সুদভিত্তিক ব্যাংকের সাথে হিসাব খুলে আর্থিক লেনদেন করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় ইসলামী ব্যাংক সুদের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। তারপরও ইসলামী ব্যাংক সুদমুক্ত বলে কিভাবে দাবি করতে পারে?

এ ধরনের বহু প্রশ্ন ও অভিযোগ ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে রয়েছে।

১৩.৩. ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কিত অভিযোগ খণ্ডন

ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে সর্বাধিক প্রচলিত এসব অভিযোগ ও সমালোচনা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

www.pathagar.com

১৩.৩. ইসলামী ব্যাংক জমাকারীদের যে মুনাফা দেয় তা কতটুকু বৈধ?

কিছু লোকের ধারণা, সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে যেমন পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ দেয়া হয়, ইসলামী ব্যাংকও অনুরূপ পূর্ব নির্ধারিত হারে মুনাফা দেয়। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক তার জমাকারীদের সব সময় শুধু লাভই দেয়, লোকসানে শরীক করে না। ইসলামী ব্যাংকের লাভ সুদী ব্যাংকের সুদ থেকে কিভাবে পৃথক, তা স্পষ্ট নয়। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করে। এ অবস্থায় ইসলামী ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত লাভ কতটা শরীয়াহসম্মত?

১৩.৩.১. ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের জমানীতির পার্থক্য

ইসলামী ব্যাংক সঞ্চয়ী ও মেয়াদী জমাকারীদের কাছ থেকে মুদারাবা পদ্ধতিতে টাকা জমা নেয়। 'মুদারাবা' এমন এক ব্যবসা পদ্ধতি যেখানে একপক্ষ মূলধন প্রদান করে। অন্যপক্ষ তার শ্রম, মেধা ও দক্ষতা নিয়োজিত করে সে মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে জমাকারী হলেন 'সাহিবুল মাল' (মূলধনদাতা), আর ব্যাংক এ ক্ষেত্রে 'মুদারিব' বা ব্যবসা পরিচালনাকারী। ইসলামী ব্যাংক তার জমাকারীদের তহবিল শরীয়াহ অনুমোদিত বিভিন্ন পন্থায় বিনিয়োগ করে। ব্যবসায় লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী আনুপাতিক হারে উভয়ের মধ্যে তা ভাগ হয়। লোকসান হলে তা মূলধনদাতা বহন করেন।

ইসলামী ব্যাংক জমাকারীদের কাছ থেকে ইসলামী শরীয়ার 'আল ওয়াদিয়া' নীতির ভিত্তিতে চলতি হিসাবে এবং 'মুদারাবা' নীতির ভিত্তিতে সঞ্চয়ী, মেয়াদী ইত্যাদি লাভ-লোকসান অংশীদারি হিসেবে টাকা জমা নেয়। অন্যদিকে সুদী ব্যাংক পূর্বনির্ধারিত সুদের হারের ভিত্তিতে তাদের সঞ্চয়ী ও ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে টাকা জমা নেয়। ইসলামী ব্যাংকের জমা গ্রহণের নীতি ও পদ্ধতি সুদী ব্যাংকের হিসাব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সুদী ব্যাংক পূর্ব নির্ধারিত সুদের হারের ভিত্তিতে গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা জমা নেয় এবং সে টাকা তারা সম্পূর্ণ সুদের ভিত্তিতে হালাল-হারাম নির্বিশেষে যেকোন খাতে খাটিয়ে অর্থ আয় করে। এ ক্ষেত্রে তারা জমাকারীদের কাছ থেকে কম দামে টাকা কিনে ঋণগ্রহীতাদের কাছে সে টাকা বেশি দামে বিক্রি করে। টাকা কেনাবেচার এ সুদী কারবার থেকে প্রাপ্ত আয় সম্পূর্ণ হারাম। এ হারাম টাকার একটি অংশই তারা জমাকারীদের দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ অনুমোদিত পদ্ধতিতে জমা গ্রহণ করে সে অর্থ কেবল শরীয়াহ অনুমোদিত হালাল পন্থায় হালাল খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগপদ্ধতির মধ্যে রয়েছে বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল, বাই-সালাম, ইসতিসনা, মুশারাকা, মুদারাবা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে জমাকারীগণ ব্যবসায়ে লাভের ভাগীদার হন। সুদী ব্যাংকের মতো পূর্বনির্ধারিত হারে সুদ পান না।

www.pathagar.com

১৩.৩.২. পূর্বনির্ধারিত সুদ বনাম প্রাক্কলিত লাভ

ব্যাংকের হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার আগেই 'সাহিবুল মাল' বছরের যেকোন সময় তার মূলধন প্রত্যাহার করতে পারেন। তাই লাভ-লোকসান হিসাব করার জন্য বছরের শেষ দিন পর্যন্ত গ্রাহককে আটকে না রেখে বিগত বছরের লাভের আলোকে একটা প্রাক্কলিত বা আনুমানিক লাভ (Provisional profit) গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেয়া হয়। বছরের শেষে হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে লাভের বাকি অংশ (যদি থাকে) দেয়া হয়। প্রাক্কলিত লাভের চেয়ে প্রকৃত লাভ কম হলে গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে তা কেটে নেয়া হয়। ব্যবসায়ের চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী ব্যবসায়ে লোকসান হলে মুদারাবা ব্যবসায়ের নিয়মানুযায়ী তা 'সাহিবুল মাল' বা অ্যাকাউন্টহোল্ডারকে বহন করতে হয়। এভাবেই সুদী ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের সঞ্চয়ী ও বিভিন্ন মেয়াদী জমা হিসাবসমূহের পদ্ধতিগত মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

১৩.৩.৩. ইসলামী ব্যাংক জমাকারীদের সব সময় লাভ দেয় কিভাবে?

ইসলামী ব্যাংকের ব্যবসায়ে কোথাও কোথাও লোকসানও হতে পারে। তবে ইসলামী ব্যাংক বহু-বিচিত্র খাতে লাখ লাখ গ্রাহককে বিনিয়োগ করে থাকে। তার মধ্যে কিছু ব্যবসায়ে লোকসান এবং বাকি সব ব্যবসায়ে লাভ হলে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকের ব্যবসায়ের ফলাফল দাঁড়ায় লাভ। এটিই বিগত বছরগুলোতে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের বাস্তব অভিজ্ঞতা। ফলে বিগত বছরগুলোতে কখনো গ্রাহককে লোকসান বহন করতে হয়নি। আর ব্যবসায় লোকসান না হলে সে ব্যবসা হালাল হবে না, এ ধারণা শরীয়াহ্সম্মত নয়।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় হলো, কোন বছর লাভ কম হলে চুক্তি অনুযায়ী জমাকারীকে (সাহিবুল মালকে) তার প্রাপ্য লাভ দিয়ে দেয়ার পর ব্যাংক তার নিজস্ব লাভ থেকেও কিছু অংশ ছেড়ে দিতে পারে। এভাবে নিজের লাভের কিছু অংশ স্বেচ্ছায় অন্যকে ছেড়ে দেয়া পুরোপুরি বৈধ। ইসলামী শরীয়াহ্ একে উৎসাহিত করা হয়েছে। এটাকে শরীয়ার পরিভাষায় 'ইহসান' বলা হয়। ইসলামী ব্যাংক সাহিবুল মালকে লাভ দেয়ার ক্ষেত্রে ইহসানের নীতি অনুসরণ করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকের জন্য আরেকটি বিবেচ্য বিষয় হলো, ব্যবসায়ে লোকসানের কারণে জমাকারীর মূলধন খোয়া গেলে ব্যাংকের আমানতের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এ বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের জন্য জরুরি। এ কারণে আকস্মিক লোকসানের হাত থেকে গ্রাহকের মূলধনকে রক্ষা করার জন্য ইসলামী ব্যাংক সচেষ্ট রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে 'বিনিয়োগ ক্ষতিপূরণ সঞ্চিতি

www.pathagar.com

তহবিল' বা Investment Loss Offsetting Reserve (ILOR) নামে ইসলামী ব্যাংকের একটি বিশেষ তহবিল রয়েছে। ব্যাংক প্রতিবছর তার নিজস্ব আয়ের একটি অংশ এ রিজার্ভ ফান্ডে জমা রাখে। প্রয়োজন দেখা দিলে উক্ত সংরক্ষিত নিজস্ব তহবিল থেকে গ্রাহকের ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া সম্ভব। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর একটি বড় রিজার্ভ ফান্ড গত একুশ বছরে গড়ে উঠেছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড় কোন সমস্যায় না পড়ায় তাকে কখনো এ তহবিলে হাত দিতে হয়নি। এটি ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে সমালোচনার বিষয় হতে পারে না। তাদের পরিচালনগত দক্ষতা ও উন্নত তহবিল ব্যবস্থাপনা এ কারণে প্রশংসার দাবিদার।

১৩.৩.৪. সন্দেহজনক আয় কি করা হয়?

ইসলামী ব্যাংক কোন্ পদ্ধতিতে কত টাকা বিনিয়োগ করছে, তাতে শরীয়ার নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কি না, ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির (বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল, বাই-সালাম ইত্যাদি) মাধ্যমে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শরীয়ার নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হয়েছে কি না, তা নিয়মিতভাবে ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শাখা পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। কোন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম ধরা পড়লে তা থেকে প্রাপ্ত আয়কে শরীয়ার দৃষ্টিতে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ অর্থ ব্যাংকের স্বাভাবিক আয় থেকে পৃথক করে শরীয়াহ্ কাউন্সিলের রায় অনুযায়ী শরীয়াহ্ অনুমোদিত ভিন্ন কোন কাজে ব্যয় বা ব্যবহার করা হয়। সন্দেহজনক বা অবৈধ আয় জমাকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয় না।

১৩.৪. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রম কতটা ইসলামী?

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ সম্পর্কে সমালোচকগণ বলে থাকেন যে, ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ নিলে সুদী ব্যাংকের মতই পূর্বনির্ধারিত হারে মুনাফা দিতে হয়। সুদী ব্যাংকে যেরূপ সুদের হার নির্ধারিত থাকে, ইসলামী ব্যাংকেও সেভাবে আগেই মুনাফার হার নির্ধারিত করে দেয়া হয়। ব্যবসায়ে লোকসান হলে ব্যাংক তার ভাগ নেয় না। তারা শুধু লাভের বেলায় আছে, লোকসানে নেই। ইসলামী ব্যাংক শতকরা হারে তাদের লাভের হিসাব করে। মেয়াদোত্তীর্ণ পাওনার ওপর ক্ষতিপূরণ ধার্য করে। বিনিয়োগ আদায় নিশ্চিত করার জন্য সম্পত্তি বন্ধক নেয়। ইসলামী ব্যাংকের হিসাব-পত্র ও নিয়ম-কানুনের সাথে সুদী ব্যাংকের পার্থক্য বুঝা যায় না।

১৩.৪.১. পূর্বনির্ধারিত হারে লাভ আদায় কি বৈধ?

প্রথমেই বিবেচ্য হলো, লাভ পূর্বনির্ধারিত হলেই তা সুদের পর্যায়ে পড়বে কি-না। ইসলামী শরীয়ায় লাভ-লোকসান অংশীদারী পদ্ধতিতে ব্যবসা করার যেমনি অনুমতি আছে, অনুরূপ মূলধনের ওপর পূর্ব নির্ধারিত লাভ করারও

www.pathagar.com

শরীয়াহ্সম্মত হালাল ব্যবসা-পদ্ধতি আছে। বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম প্রভৃতি পদ্ধতি বেচাকেনার সাথে যুক্ত। এ ধরনের বেচাকেনা বাজারে প্রতিনিয়ত চলছে এবং শরীয়াহ্ তা অনুমোদন করে। যেমন মাল কিনে ক্রয়মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ যোগ করে তা পুনরায় বিক্রি করাকে 'বাই-মুরাবাহা' বলে।

ইসলামী ব্যাংক তার গ্রাহকদের অনুরোধে কোন মাল সংগ্রহ করে তার কাছে 'মুরাবাহা' পদ্ধতিতে বিক্রি করে। ইসলামী ব্যাংকের এ ধরনের মুরাবাহাকে 'মুরাবাহা লিল্ আমির বিশ্শিরা' বলা হয়।[২] এ পদ্ধতিতে ব্যাংক প্রথমে গ্রাহকের কাছ থেকে মালের অর্ডার নেয়। সে অনুযায়ী বাজার থেকে নগদমূল্যে মাল খরিদ করে। ব্যাংক তার ক্রয়মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট লাভ যোগ করে গ্রাহকদের কাছে তা বিক্রি করে। মুরাবাহা পদ্ধতির বেচাকেনায় লাভ অবশ্যই পূর্ব নির্ধারিত হতে হবে। লাভ নির্ধারিত না করে লেনদেন করলে মুরাবাহা বেচাকেনা শুদ্ধ হবে না। বাজারে-দোকানে প্রতিদিন সকলেই এ ধরনের অসংখ্য লেনদেন করছেন। আল-কুরআনে এ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল বলা হয়েছে এবং সুদের সাথে এটির সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে।

সুদী ব্যাংকের ঋণ প্রদানপদ্ধতির সাথে ইসলামী ব্যাংকের এ বিনিয়োগপদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক। ধরা যাক, সুদভিত্তিক ব্যাংক কাউকে এক লাখ টাকা ঋণ দিয়ে এক বছরের জন্য পনেরো হাজার টাকা সুদ ধার্য করে দিলো। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক এক লাখ টাকায় কোন মাল কিনে তা এক লাখ পনেরো হাজার টাকায় বিক্রি করে টাকা পরিশোধের জন্য এক বছর সময় দিলো। এক্ষেত্রে টাকা আদায়ের মেয়াদ, হিসাব ও লাভ আপাত দৃষ্টিতে একই রকম মনে হয়। কিন্তু প্রথমটি টাকার ঋণের বিপরীতে ধার্যকৃত সুদ। দ্বিতীয়টি পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত হালাল মুনাফা। প্রথমটি সুদী পদ্ধতিতে টাকার লেনদেন। দ্বিতীয়টি হলো পণ্যের ব্যবসা। প্রথম পদ্ধতিকে ইসলামী শরীয়াহ্ সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে, আর দ্বিতীয় পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে বৈধ বা হালাল বলেছে।

সুদকে আল্লাহ তা'আলা হারাম ঘোষণা করেছেন। অতএব, সুদ অবশ্যই বর্জন করতে হবে। এমনকি সুদের আশংকা সৃষ্টিকারী কোন লেনদেন করাও সঙ্গত নয়। এ প্রসঙ্গে আবূ সাঈদ আল্ খুদরী (রা) ও আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

> *রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন সাহাবীকে খাইবারে কর্মচারী নিয়োগ করেন। ঐ সাহাবী রাসূল (ﷺ)-এর নিকট ভাল মানের কিছু খেজুর নিয়ে এলেন। রাসূল (ﷺ) জানতে চাইলেন, খাইবারের সব খেজুর কি এ রকম? তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল!*

www.pathagar.com

আমরা এ মানের এক সা' খেজুর সংগ্রহ করি সাধারণ মানের দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে। দুই সা' সংগ্রহ করি তিন সা'-এর বিনিময়ে। রাসূল (ﷺ) বললেন, 'এ রকম করো না। প্রথমে তোমাদের খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করবে। এরপর উক্ত দিরহাম দিয়ে উন্নত মানের খেজুর কিনবে।'[৩]

এখানে এ দুই লেনদেনের মধ্যে কেউ কেউ কোন তফাত খুঁজে পাবেন না। এটিকেও কারো কাছে ঘুরিয়ে খাওয়া মনে হতে পারে। কিন্তু রাসূল (ﷺ) প্রথমটি নিষিদ্ধ করেছেন এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অনুমোদন করেছেন। সমজাতীয় বস্তু কমবেশি করে কেনাবেচাতে কোন এক পক্ষের প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইসলামী ব্যাংক সুদের আশঙ্কাযুক্ত সকল পদ্ধতি পরিহার করে সুদমুক্ত পদ্ধতি ও পন্থা অবলম্বন করে, এটিই শরীয়াহ অনুমোদিত সঠিক কর্মনীতি।

ক্রয়-বিক্রয় ছাড়াও নানা প্রয়োজনে বাড়ি, যন্ত্রপাতি, যানবাহন বা অন্যকোন সম্পদ পূর্বনির্ধারিত হারেই ভাড়া দেয়া হয়। মূল্য বা ভাড়া পূর্ব নির্ধারিত হওয়ার সাথে সুদের সম্পর্ক নেই। সুদ ও লাভের মধ্যে পার্থক্যের কারণ সম্পূর্ণ আলাদা।

১৩.৪.২. ইসলামী ব্যাংক কি শুধু লাভে আছে, লোকসানে নেই?

ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ্ভিত্তিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ইসলামের বিধান অনুসরণ করে ব্যবসা পরিচালনা করতে এ ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শরীয়ায় যেসব পদ্ধতিতে ব্যবসা করা বৈধ, তা প্রধানত তিন প্রকার। যথা ঃ ১. ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি, ২. অর্থায়ন পদ্ধতি এবং ৩. ইজারা পদ্ধতি।

এ তিনটি পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয় বা 'বাই' পদ্ধতি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।'[৪]

ক্রয়-বিক্রয়পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, বিক্রিত মাল ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেয়ার পর তা নষ্ট হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে বা ক্রেতা তা অন্যত্র কম দামে বিক্রি করার কারণে তার লোকসান হলে বিক্রেতা সে ক্ষতি বা লোকসান বহন করেন না।

ক্রয়-বিক্রয়পদ্ধতি অর্থাৎ বাই-মুরাবাহা বা বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে বিক্রেতা-ক্রেতা সম্পর্ক। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক বিক্রেতা আর গ্রাহক ক্রেতা। ব্যাংক বাজার থেকে মাল কিনে তা গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে এবং মূল্য পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময় দেয়। এ মালে গ্রাহকের লাভ-লোকসানের সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক নেই। গ্রাহক সে পণ্যের ব্যবসায়ে পূর্ব ধারণার তুলনায় বেশি লাভ করলে সে বাড়তি লাভের সাথেও ব্যাংকের কোন সম্পর্ক থাকে না।

www.pathagar.com

অন্যদিকে মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতির ব্যবসায়ে পূর্বনির্ধারিত হারে লাভ করার কোন সুযোগ নেই। মুশারাকার ক্ষেত্রে লাভ হলে তা চুক্তির শর্ত অনুসারে বণ্টন হবে। লোকসান হলে তা মূলধনের আনুপাতিক হারে ব্যাংক ও গ্রাহক বহন করবে। মুদারাবা ব্যবসায়েও লাভ দু'পক্ষের মধ্যকার চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বণ্টিত হবে। আর লোকসান হলে ব্যাংক 'সাহিবুল মাল' হিসেবে তা একাই বহন করবে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ নিলে পূর্ব নির্ধারিত হারে মুনাফা দিতে হয়, আর এ কারণে ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন ইসলামী শরীয়াহ্সম্মত নয়, এ ধরনের অনুমানভিত্তিক ধারণা করার সুযোগ নেই। ইসলামী লেনদেনের বৈধ পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না নিয়ে ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে সুদ খাওয়ার অভিযোগ তোলা দুর্ভাগ্যজনক এবং শরীয়ার দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য।

আরেকটি পদ্ধতি হলো 'হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক' বা মালিকানায় শরীকানার ভিত্তিতে ভাড়ায় ক্রয়। এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক মেশিন, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, স্থায়ী সম্পদ ইত্যাদি গ্রাহকের নিকট ভাড়া দেয় এবং তা কিস্তিতে বিক্রি করার চুক্তি করে। এরূপ ভাড়া (ইজারা) চুক্তির বেলাতেও ব্যাংক লোকসান বহন করতে বাধ্য নয়।

১৩.৪.৩. মুশারাকা বিনিয়োগে লোকসান ভাগ হয় মূলধনের আনুপাতিক হারে

অংশীদারী বা মুশারাকা ব্যবসাপদ্ধতি ক্রয়-বিক্রয়পদ্ধতির মতো নয়। এ ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অংশীদারীর ভিত্তিতে মূলধনের যোগান দেয়। ব্যবসায় লাভ হলে তা চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন হয়। লোকসান হলে পুঁজির আনুপাতিক হারে সকলকে সে লোকসান বহন করতে হয়। মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক মূলধনের একাংশ যোগান দেয় এবং গ্রাহক বাকী অংশ দেয়। ব্যবসায় লাভ হলে তাতে ব্যাংক ও গ্রাহক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভাগ পাবে, আর লোকসান হলে উভয় পক্ষ তাদের মূলধনের অনুপাত অনুযায়ী লোকসান বহন করবে। এটাই মুশারাকা পদ্ধতির সারকথা।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর পরই মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসা শুরু করে। কিন্তু দেশের আইন কাঠামো ও অন্যান্য বাস্তব পরিস্থিতির কারণে এ ব্যাংক মুশারাকা পদ্ধতির অনুশীলন করতে গিয়ে কিছু বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ফলে এ পদ্ধতির বিনিয়োগে ভাটা পড়ে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মুশারাকা পদ্ধতিতে তার বিনিয়োগ বাড়ানোর ব্যাপারে এখন আবার উদ্যোগ নিয়েছে। এ ব্যাপারে ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বছরওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে চেষ্টা চলছে। ভালো গ্রাহকদের সহযোগিতা পেলে ব্যাংক এ কার্যক্রমে সফল হবে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

১৩.৪.৪. মুদারাবা বিনিয়োগে ব্যাংক একাই লোকসান বহন করে

মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যাংক 'সাহিবুল মাল' এবং গ্রাহক 'মুদারিব' হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। কোন গ্রাহক বিনিয়োগ গ্রহণ করার পর সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় লাভ হলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সে লাভ গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে ভাগ হবে। কিন্তু লোকসান হলে তার পুরোটাই 'সাহিবুল মাল' হিসেবে ইসলামী ব্যাংক একা বহন করবে। এ পদ্ধতিতে ব্যবসা করার জন্য উন্নত নৈতিকতা, আমানতদারী ও সততাসম্পন্ন গ্রাহকের প্রয়োজন। বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের ঋণখেলাপী পরিবেশে ইসলামী ব্যাংকারগণ মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ পান না। তারপরও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামী ব্যাংকিং-এর বুনিয়াদি লক্ষ্য হাসিল এবং এ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যকে সমুন্নত করার তাকীদ থেকে মুশারাকার পাশাপাশি মুদারাবা বিনিয়োগ পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র ম্যানুয়েল প্রণয়ন করেছে।

১৩.৪.৫. শতকরা হারে লাভ ধার্য প্রসঙ্গে

দীর্ঘদিন থেকে চালু থাকা সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের হিসাব শতকরা হার অনুযায়ী করা হয়। অনেকে ছাত্রাবস্থায় ঐকিক নিয়মে শতকরা হারে সুদের হিসাব করেছেন। এ মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিতে তাদের কাছে শতকরা হারের হিসাব সুদের সমার্থক বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে শতকরা হার একটি হিসাবপদ্ধতি মাত্র। এ পদ্ধতিতে ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম, লাভ-লোকসান সব ধরনের হিসাবই করা সম্ভব। হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ-লোকসান বা আয়-ব্যয়ের হিসাব শতকরা পদ্ধতিতে করা শরীয়ার দৃষ্টিতে আপত্তিকর নয়। এ ধরনের স্বাভাবিক হিসাব-রীতি পুরোপুরি শরীয়াহ্সম্মত।

১৩.৫. সকল পণ্যে একই হারে লাভ নির্ধারণ কি বৈধ?

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ সম্পর্কে আরেকটি অভিযোগ হলো, ব্যবসায়ীগণ তাদের কেনাবেচার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পণ্যে বিভিন্ন ক্রেতার কাছ থেকে বিভিন্ন রকম লাভ করেন। অথচ ইসলামী ব্যাংক সকল পণ্যের জন্য সকল ক্রেতার ওপর একই হারে লাভ ধার্য করে। চাল, ডাল, আলু, রড, সিমেন্ট, সার, কয়লা, কাপড় তথা সকল পণ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই লাভের হার প্রায় এক রকম। ইসলামী ব্যাংক সত্যিকার অর্থে ব্যবসা করলে তার সাথে ব্যবসায়ীদের লাভের হারের মিল নেই কেন?

ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করার আগে দেখতে হবে লাভ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শরীয়ার নীতি কীরূপ। বিভিন্ন পণ্যে ভিন্ন ভিন্ন হারে লাভ করা জরুরি কি না, কিংবা কোন্ পণ্যে কত লাভ করতে হবে এমন কোন কথা কুরআন-হাদীসে রয়েছে কি না। এক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য হলো, ইসলামী ব্যাংক লাভ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শরীয়ার কোন নির্দেশ বা নীতিকে লঙ্ঘন করছে কি না।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে উরওয়া ইবনে আবিল জাদ আল বারেকী (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। মহানবী (ﷺ)-এর নিকট পশুর একটি চালানের খবর এল। তিনি উরওয়া (রা)-কে একটি দিনার দিয়ে একটি বকরী কিনে আনতে পাঠালেন। উরওয়া (রা) এক দিনার দিয়ে দু'টি বকরী কিনলেন। পথে অন্য এক লোকের কাছে এক দিনারের বিনিময়ে একটি বকরী বিক্রি করে দিলেন। বাকি একটি বকরী ও এক দিনার নিয়ে ফিরে এসে তিনি রাসূল (ﷺ)-কে দিলেন। পুরো বিষয়টি শোনার পর রাসূল (ﷺ) আল্লাহর কাছে উরওয়ার লেনদেনে বরকত কামনা করে দোয়া করলেন।[৫]

এ হাদীস থেকে দেখা যাচ্ছে শতকরা একশ' ভাগ লাভ করার পরও হযরত উরওয়ার ব্যবসায়ে বরকতের জন্য রাসূল (ﷺ) দু'আ করেছেন। মজুতদারী না করে, প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে বা কারো ওপর যুলুম না করে ক্রেতার স্বাভাবিক ও স্বেচ্ছা-সম্মতির ভিত্তিতে কোন পণ্য বিক্রি করে বিক্রেতা বেশি লাভ করলে শরীয়ায় তা বৈধ।

লাভের সর্বনিম্ন সীমা সম্পর্কে তিরমিযী শরীফের একটি হাদীস থেকে ধারণা পাওয়া যায়। আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীমের অভিভাবকত্ব লাভ করে, সে যেন উক্ত ইয়াতীমের সম্পদ থাকলে তা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে, যাতে যাকাত তা খেয়ে না ফেলে।"[৬] এখানে মূলধন সংরক্ষণের তাকীদ লক্ষ্য করা যায়।

কোন্ পণ্যে কত লাভ করা যাবে, সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন আদর্শ ইসলামে এরূপ স্থায়ী নির্দেশনা না থাকাই স্বাভাবিক। তবে শরীয়ার সাধারণ নীতির আলোকে কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদ পণ্যের ধরন অনুযায়ী লাভ নির্ধারণের কিছু নীতিমালা উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ

ক. যেসব পণ্য একই বছর বারবার উৎপাদিত হয়, সেগুলোতে কম লাভ করা এবং যেসব পণ্য বিলম্বে উৎপাদিত হয়, সেগুলোতে বেশি লাভ করা;

খ. নগদ বিক্রির বেলায় কম লাভ করা এবং বাকিতে বিক্রির বেলায় বেশি লাভ করা;

গ. অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ক্ষেত্রে কম লাভ করা, আর বিলাসদ্রব্যের ক্ষেত্রে বেশি লাভ করা।

ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানা বিষয় বিবেচনা করে বিনিয়োজিত মূলধনের লাভের হার নির্ধারণ করে থাকে। ব্যাংকের জন্য নিরাপদ ও সহজ পদ্ধতি হলো বাকিতে বিক্রয়কে বিবেচনায় রেখে লাভ নির্ধারণ করা। নগদ বিক্রি করলে যে লাভ হয়, বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে তারচেয়ে বেশি লাভ করা শরীয়ায় বৈধ। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র) শরীয়ার বিভিন্ন দলিল পর্যালোচনা করে লাভ নির্ধারণের এ পদ্ধতি বৈধ বলে মত প্রকাশ করে গেছেন।[৭]

www.pathagar.com

এছাড়া কী পরিমাণ লাভ করলে মুদারাবা জমাকারীদেরকে কাঙ্ক্ষিত লাভ দেয়া যাবে, শেয়ারহোল্ডারদেরকে কাঙ্ক্ষিত ডিভিডেন্ড দেয়া যাবে এবং ব্যাংকিং সেক্টরে ইসলামী ব্যাংক একটি মর্যাদাপূর্ণ লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সকলের আস্থা অর্জন ও তার সুনাম ধরে রাখতে এবং সাফল্যের সাথে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে পারবে, সেসব দিক সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগের বিপরীতে লাভের হার বিবেচনা করে থাকে।

যে সকল পণ্য মানুষের জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ও নিত্যপ্রয়োজনীয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে লাভ তুলনামূলকভাবে কম করা ইসলামী আর্থিক নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এছাড়া সমাজের সুবিধাবঞ্চিত লোকদেরকে বিনিয়োগসুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রেও তুলনামূলকভাবে কম লাভ করার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনা পেতে পারে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গ্রামের দরিদ্র লোকদেরকে বন্ধকী জামানত ছাড়াই ৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগসুবিধা দিয়ে থাকে। তাদের ক্ষেত্রে লাভের হারও কম ধার্য করা হয়। অনুরূপভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ইসলামী ব্যাংকের বিশেষ স্কীম রয়েছে। সেখানেও কম হারে লাভ করা হয়। এটি কল্যাণমুখী অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও কর্মনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৩.৬. খেলাপী গ্রাহকের ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা কি শরীয়াহ্সম্মত?

আরেকটি অভিযোগ হলো, কোন গ্রাহক নির্ধারিত সময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইসলামী ব্যাংক মেয়াদের অতিরিক্ত সময়ের জন্য পাওনা টাকার ওপর নির্দিষ্ট হারে ক্ষতিপূরণ আরোপ করে। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ব্যবসায়ে লোকসান হলে কিংবা গ্রাহক সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেও ব্যাংক তা বিবেচনা করে না। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত সুদী ব্যাংকের সাথে তাদের আচরণ ও পদ্ধতির তেমন কোন পার্থক্য নেই। অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অসচ্ছল হয়ে পড়লে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দাও, আর সাদকাহ করা (এরূপ অসচ্ছল ব্যক্তির ঋণ মাফ করে দেয়া) তোমাদের জন্য উত্তম।[৮]

দেনাদার ব্যক্তি অসচ্ছল হলে তাকে মাফ করা কুরআনের দৃষ্টিতে একটি উত্তম কাজ। তবে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে টাকা ধার দিয়ে পাওনা টাকা মাফ করে দেয়া আর ব্যাংক কর্তৃক তার পাওনা মাফ করে দেয়া এককথা কি-না তা বিবেচনার দাবি রাখে। ব্যাংক মুদারাবা পদ্ধতিতে সর্বস্তরের জমাকারীর কাছ থেকে মূলধন নিয়ে তা বিনিয়োগ করে। খেলাপী গ্রাহকের কাছে আটকে পড়া টাকার মালিক ব্যাংক নয়। জমাকারীগণ ইসলামী ব্যাংকে টাকা জমা করেন ব্যবসা থেকে হালাল উপায়ে লাভ পাওয়ার জন্য। সে টাকা মাফ করে দেয়ার শর্তে নয়। এ অবস্থায় কাউকে মাফ করার জন্য যথার্থ শারঈ কারণ থাকা দরকার এবং তার প্রয়োগ অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

কোন গ্রাহক সঙ্গত কারণে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে যথার্থই অসমর্থ হয়ে পড়লে ইসলামী ব্যাংক তাকে সময় বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে দেখতে হবে, গ্রাহক আসলেই অসমর্থ হয়ে পড়েছেন কি না। ব্যাংকের পাওনা পরিশোধকে কোন কোন গ্রাহক সর্বোচ্চ জরুরি বিষয় মনে করেন না। ঋণ পরিশোধে অনেক ক্ষেত্রে সদিচ্ছার ঘাটতি দেখা যায়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, ব্যাংকের ঋণ-খেলাপীদের মধ্যে দরিদ্র গ্রাহকের তুলনায় বিত্তবানদের সংখ্যাই বেশী। এরূপ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে অসমর্থ নন। কোন কোন গ্রাহক এক খাতে ব্যবসার কথা বলে বিনিয়োগ নিয়ে তা অন্য খাতে ব্যবহার করেন। ফলে সময়মতো ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করতে পারেন না। ওয়াদা ও বিশ্বাস ভঙ্গকারী এসব গ্রাহকের মূল সমস্যা টাকার নয়, স্বভাবের। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভাষায় এরা যালিম। সচ্ছল ধনী ব্যক্তির টাল-বাহানা যুলুম।[৯] ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তির টাল-বাহানা করা তার সম্মানহানি ও শাস্তিকে হালাল বা বৈধ করে দেয়।[১০] অর্থাৎ সমর্থ ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করলে তা যুলুম হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে অবকাশ দেয়ার পরিবর্তে তাকে শাস্তি দেয়া বৈধ হবে।

খেলাপী গ্রাহকদের কাছ থেকে দ্রুত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক অস্থায়ীভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে। এ অনুমতি শরীয়াহ্‌বিশেষজ্ঞগণ দিয়েছেন। এটি খেলাপী গ্রাহকদের বিরুদ্ধে একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। তবে এ ধরনের ক্ষতিপূরণ আরোপ করার এখতিয়ার ইসলামী ব্যাংকের হাতে না থেকে তৃতীয় কোন সংস্থার হাতে থাকা উচিত। এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, জাতীয় পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় একজন আইনবিশেষজ্ঞ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কমিটি রয়েছে। এ ব্যাপারে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো, ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকের হালাল আয়রূপে গণ্য করা হয় না। শরীয়াহ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মুতাবেক শরীয়াহ্ অনুমোদিত পন্থায় তা জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হয়।

১৩.৭. বিনিয়োগ গ্রাহকদের সম্পত্তি বন্ধক নেয়া এবং ধনীদের আরো ধনী বানানোর অভিযোগ প্রসঙ্গে

অভিযোগ হলো, যাদের বন্ধক রাখার মতো সম্পদ নেই, তারা ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ পায় না। ইসলামী ব্যাংক কেবলমাত্র বিত্তবানদেরকে বিনিয়োগসুবিধা দেয় এবং এভাবে ধনীদেরকেই আরো ধনী বানাতে চায়।

ঋণ আদায় নিশ্চিত করার জন্য বন্ধক নেয়া কিংবা কারো নিকট বাকীতে মাল বিক্রি করে পাওনা আদায় নিশ্চিত করার জন্য ক্রেতার কাছ থেকে বন্ধক নেয়া শরীয়াহ্ অনুযায়ী বৈধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

> *'আর যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোন (চুক্তি দলিল-এর) লেখক না পাও তাহলে বন্ধকী বস্তু হস্তগত করা উচিত।'*[১১]

www.pathagar.com

এ আয়াতে ঋণ আদায় নিশ্চিত করার জন্য বন্ধক নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে সফরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলেও সফর ছাড়া অন্য অবস্থায়ও বন্ধক নেয়া বৈধ, এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। রাসূল (ﷺ)-এর জীবন থেকেই এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) এক ইহুদির কাছ থেকে বাকিতে খাবার কিনে তাঁর লোহার বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।[১২] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ সময় কোন সফরে ছিলেন না। কুরআন ও সুন্নাহর এ বিধানের আলোকে এবং দেশের প্রচলিত আইনের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য বন্ধক নিয়ে থাকে।

ইসলামী ব্যাংক শুধু বন্ধক রাখতে সমর্থ লোকদেরকেই বিনিয়োগ সুবিধা দেয়, এ ধারণাও ঠিক নয়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পল্লী এলাকার দরিদ্র, অসহায়, বিত্তহীন, ভূমিহীন নারী-পুরুষকে বিনিয়োগসুবিধা দিয়ে থাকে। তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন পণ্য ব্যাংক বাজার থেকে কিনে তাদের কাছে সামান্য লাভে বিক্রয় করে। অন্য ব্যবসায়ীদের কাছে পণ্য বিক্রয় করার ক্ষেত্রে ব্যাংক যে হারে লাভ ধার্য করে পল্লীর এ দরিদ্র লোকদের বেলায় লাভ ধার্য করে তারচে' অনেক কম। ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকের এ স্কীমের আওতায় ৩৭০০ গ্রামের দেড় লক্ষাধিক সদস্য পরিবার উপকৃত হচ্ছেন। এক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে কোন বন্ধক নেয়া হয় না। এছাড়াও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উন্নয়নের স্বার্থে 'ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিনিয়োগ প্রকল্প' নামের স্কীমের আওতায় ব্যাংক কোন প্রকার বন্ধক ছাড়াই বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ দিচ্ছে।[১৩] বড় ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের তুলনায় এখানেও ব্যাংকের লাভের হার কম। এভাবে ইসলামী ব্যাংক শুধু ধনীদের নয়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক মান উন্নয়নের জন্যও কাজ করছে।

১৩.৮. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেন

বাংলাদেশের সকল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের লেনদেন সুদভিত্তিক। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে বাধ্য। এ ছাড়া ইসলামী ব্যাংক দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সুদী ব্যাংকের সাথেও লেনদেন করে। ফলে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমও সুদমুক্ত নয়।

এ অভিযোগ বিবেচনার আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামী শরীয়াহ্ মুতাবিক ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনা করার জন্যই বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংককে অনুমতি দিয়েছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো শরীয়াহ্ মুতাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে কি না, তা নিশ্চিত করাও বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্বের আওতায় পড়ে। কোন ইসলামী ব্যাংক তার কাজ চালাতে গিয়ে যাতে শরীয়াহ্ পরিপালনে অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয় তা দেখাও

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব। এ ব্যাপারে সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় না এনে দূর থেকে তীর ছোঁড়ার মতো ঢালাও বা দায়িত্বহীন মন্তব্য করা ঠিক নয়।

ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক পরিবেশ ও আইন-কাঠামোগত প্রতিকূলতার মধ্যে তার কাজ শুরু করে। নিজেকে সুদের সাথে জড়িত না করার দৃঢ় অঙ্গীকারের কারণে এ ব্যাংক শুরু থেকে এ পর্যন্ত অনেক আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছে। সেইসাথে তারা ইসলামী আইনকাঠামো ও বিকল্প সুবিধাদির ব্যবস্থা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট আবেদন জানিয়ে এসেছে। সে আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য কিছু কিছু আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা করেছে, যদিও তা এখনো অপর্যাপ্ত।

প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংক বর্তমানে তার মোট ডিপোজিটের ১৬% কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি হিসেবে রাখতে বাধ্য। এ তারল্য সঞ্চিতির ৪% নগদ অর্থে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। বাকি ১২% অনুমোদিত বিভিন্ন বন্ড বা সিকিউরিটিতে রাখার সুযোগ রয়েছে। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো তাদের সঞ্চিতির ১২% অর্থ বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করে সেখান থেকে বিরাট অংকের সুদ পেয়ে থাকে। শরীয়াহ অনুমোদিত কোন সিকিউরিটি বা বন্ড বাজারে না থাকায় ইসলামী ব্যাংক তাদের সম্পূর্ণ সঞ্চিতি নগদ অর্থে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক ব্যাংকের সাথে তাদের সুযোগ-সুবিধা ও আয়ের বিরাট বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এ বৈষম্য কিছুটা কমানোর জন্য ইসলামী ব্যাংকের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের জন্য বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি ১০% করা হয়েছে। এরপরও সুদী ব্যাংক যেখানে ৪% নগদ অর্থ রাখে সেখানে ইসলামী ব্যাংক ১০% অর্থাৎ তাদের বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতির পুরোটাই নগদ জমা রাখতে বাধ্য হচ্ছে। সুদী ব্যাংকের তুলনায় ইসলামী ব্যাংক তার মোট ডিপোজিটের ৬% বেশি নগদ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে বাধ্য হচ্ছে এবং এ বিপুল অর্থের সম্ভাব্য আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এ বৈষম্য দূর করতে ইসলামী শরীয়াহ্ভিত্তিক মুদারাবা বন্ড বাজারে ছাড়ার জন্য ইসলামী ব্যাংক সরকারের কাছে দীর্ঘদিন যাবৎ অনুরোধ জানিয়ে এসেছে। সম্প্রতি সরকার মুদারাবা বন্ড বাজারে ছেড়েছে। এর ফলে আশা করা হচ্ছে যে, ইসলামী ব্যাংকগুলো একটি প্রতিকূল ও বৈষম্যমূলক অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে। মুদারাবা বন্ড বাজারে আসার পূর্বপর্যন্ত এদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো শুধু শরীয়াহ পরিপালন করতে গিয়ে যে বিরাট আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছে, তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাংক ইসলামী শরীয়াহ মুতাবিক পরিচালিত হচ্ছে। দ্রুত বিকাশমান এ ব্যাংকিং সিস্টেমের দাবি পূরণে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকার ভবিষ্যতে আরো বেশি মনোযোগী হবেন এবং

www.pathagar.com

জনপ্রিয় ও জনকল্যাণমূলক এ ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে এর অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের Foreign Currency Clearing Account-এ ইসলামী ব্যাংক তার বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে বাধ্য। এ অ্যাকাউন্টে বাংলাদেশ ব্যাংক LIBOR (London Inter-Bank Offering Rate) অনুযায়ী সুদ দিয়ে থাকে। আইনের বাধ্যবাধকতার কারণেই এ সুদ এসে যায়। ইসলামী ব্যাংকগুলো এ সুদ তার হালাল আয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। শরীয়াহ কাউন্সিলের মতামত ও সিদ্ধান্তের আলোকে শরীয়াহ অনুমোদিত খাতে তা ব্যয় করে থাকে।

কিছু অনিবার্য প্রয়োজনে ইসলামী ব্যাংক কোন কোন সুদী ব্যাংকে চলতি হিসাব খুলে তাতে অর্থ জমা রাখতে বাধ্য হয়। এসব কারেন্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কোন সুদ আসে না।

আরেকটি বিষয় হলো, সুদী ব্যাংকগুলো তাদের জরুরি তারল্য ঘাটতি মুকাবিলার প্রয়োজনে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছ থেকে সুদের ভিত্তিতে টাকা ঋণ নিয়ে থাকে। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর পারস্পরিক প্রয়োজনে গড়ে ওঠা সুদভিত্তিক এ Call Money Market থেকে টাকা নেয়া ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব নয়। সুদভিত্তিক Money Market-এর বিপরীতে Islamic Money Market না থাকায় ইসলামী ব্যাংক তার জরুরি পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য সবসময় পর্যাপ্ত তারল্য (Liquidity) সংরক্ষণ করতে বাধ্য হয়। সুদ বর্জন করার কারণেই ইসলামী ব্যাংক তার উদ্বৃত্ত তহবিল (Excess liquidity) অন্য সুদী ব্যাংকে Call Money হিসেবে সরবরাহ করা থেকেও বিরত থাকে। শুধুমাত্র সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্যই ইসলামী ব্যাংকের এ ভূমিকা।

বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখন ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিজেদের জরুরি প্রয়োজনে মুদারাবা পদ্ধতিতে নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ লেনদেন করতে পারবে। এসব লেনদেনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূলধনের অধিকারী ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের মূলধন কাজে লাগিয়ে লাভ পেতে পারবে। অন্যদিকে তারল্য ঘাটতি মুকাবিলা করাও ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য এখন সহজ হবে।

আমদানি-রফতানিসহ নানা প্রকার বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেনের প্রয়োজনে ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদভিত্তিক বিভিন্ন বিদেশী ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকের সাথে করেসপন্ডেন্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও হিসাব পরিচালনা করতে বাধ্য হয়। এসব লেনদেনে সুদ আদান-প্রদান পরিহার করার জন্য ইসলামী ব্যাংক সবসময়

www.pathagar.com

যত্নশীল। সুদভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো Over night Lending পদ্ধতিতে টাকা খাটায়। আমেরিকা বা লন্ডনে যখন রাত হয় এবং সেখানে লেনদেন বন্ধ হয়ে যায় তখন ক্যানবেরা বা টোকিওতে দিনের সূচনা হয় এবং Money Market খুলে যায়। এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে সুদী ব্যাংকগুলো তাদের অর্থ বিভিন্ন ব্যাংকে খাটিয়ে সুদ পেয়ে থাকে। এসব ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকের Nostro Account-এর টাকাও Over night সুদে খাটায় এবং তাদের নিজস্ব নিয়মে হিসাব করে প্রাপ্য সুদ তারা ইসলামী ব্যাংকের Nostro Account এ দিয়ে দেয়। অনিচ্ছাকৃতভাবে এসে যাওয়া এ সুদ ইসলামী ব্যাংক তার হালাল আয়ের সাথে যুক্ত করে না। ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ড বা হিসাব গ্রাহকদের লাভের সাথে যোগ না করে এ সুদের অর্থ শরীয়াহ্ কাউন্সিল কর্তৃক নির্দেশিত বিভিন্ন খাতে ব্যয় করে।

১৩.৯. অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রাপ্ত সুদ-এর ব্যাপারে শরীয়ার ফয়সালা

রাবেতা আল আলম আল ইসলামীর ফিকাহ একাডেমী মক্কা মুকাররমায় ১৪০৬ হিজরীর রজব মাসে অনুষ্ঠিত নবম সম্মেলনে ঘোষণা করে ঃ

> *"সুদের ভিত্তিতে আগত সকল সম্পদ শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। ব্যাংকে টাকা জমাকারী কোন মুসলমান কোন অবস্থায় তার নিজের বা পোষ্যদের প্রয়োজনে উক্ত সুদ ব্যবহার করতে পারবে না। উক্ত সম্পদ মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণে যেমন বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদিতে ব্যয় করা তার ওপর ওয়াজিব। এ সম্পদ সদকাহ করার বিষয় নয়। এটা হারাম সম্পদ থেকে নিজেকে মুক্ত করার বিষয়।*
>
> *এ সকল তাকওয়া অবলম্বনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সুদী ব্যাংকে ছেড়ে দেয়া জায়েয নয়। বিদেশী ব্যাংকের সুদ এভাবে ছেড়ে দিলে বরং অধিক গুনাহ হবে। কেননা তারা সাধারণত এ অর্থ ইহুদি ও খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থার কল্যাণে ব্যয় করে থাকে। এভাবে মুসলমানদের সম্পদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ও মুসলিম সন্তানদের বিপথগামী করার হাতিয়ারে পরিণত হয়। তবে এ সকল সুদী ব্যাংকের সাথে সুদভিত্তিক অথবা সুদবিহীন লেনদেন অব্যাহত রাখা জায়েয নয়।"*[১৪]

১৩.১০. সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা কল্যাণকর

ইসলামী ব্যাংকের সাথে সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকের পার্থক্য মৌলিক। কাজের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। প্রচলিত ব্যাংক সুদের পদ্ধতি অবলম্বন করে। সুদই তাদের কার্যক্রমের ভিত্তি। প্রচলিত ব্যাংকে টাকা জমা রাখা বা ঋণ গ্রহণের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে সুদ দেয়া-নেয়ার বিষয়টি ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হয় ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা (Debtor-Creditor)। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে আল ওয়াদিয়া ও মুদারাবা পদ্ধতিতে জমা গ্রহণ করে এবং বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল, বাই-সালাম, ইসতিসনা, মুদারাবা, মুশারাকা, ইজারা ইত্যাদি শরীয়াহ্ অনুমোদিত হালাল পদ্ধতিতে সে অর্থ বিনিয়োগ করে। এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিনিয়োগের পদ্ধতি হালাল হলেই চলবে না। বিনিয়োগের খাতও হালাল হতে হবে। মদ, শূকরের গোশত বা তামাকের ব্যবসা হালাল পদ্ধতিতে করলেও তা বৈধ হবে না। ইসলামী ব্যাংকের সাথে সুদভিত্তিক ব্যাংকের মৌলিক পার্থক্য এ সকল নীতি ও পদ্ধতির মধ্যে নিহিত। এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের সাবধানবাণী ও নিষেধাজ্ঞা লক্ষণীয় ঃ

> *"হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর–যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"* (সূরা মায়িদা ঃ ৯০)

> *"শয়তান তো মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহ্র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?"* (সূরা মায়িদা ঃ ৯১)

> *"তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু তাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।"* (সূরা বাকারা ঃ ২১৯)

ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ্কে মানবজাতির কল্যাণের উৎস মনে করে এবং এ নীতির ভিত্তিতে সকল কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রচলিত ব্যাংকের এ ধরনের বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি নেই। এ দুই বিপরীতমুখী পদ্ধতিকে শুধুমাত্র আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে গুলিয়ে ফেলা বা এ দুই পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বলে দূর থেকে অজ্ঞতাপ্রসূত ও দায়িত্বহীন ঢালাও মন্তব্য করা একটি অনৈতিক ও অ-ইসলামী কাজ। যেকোন বিশ্বাসী ও সৎ মানুষের কর্তব্য হলো ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করা এবং সংশোধনের উদ্দেশ্যে এর তথ্যভিত্তিক ও বাস্তবানুগ সমালোচনা করা। সুস্থ ও সুষ্ঠু সমালোচনার মাধ্যমেই এ ব্যবস্থার ত্রুটিমুক্ত বিকাশ এবং মানুষের কল্যাণে এর ভূমিকাকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. বর্তমান লেখক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং সৌদি আরবসহ ছয়টি উপসাগরীয় দেশে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশী জনগণের এসব ধারণার সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছেন।

২. মুরাবাহা পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আলিম ও ফকীহগণের রায় রয়েছে। এছাড়া ১৯৭৯ সালের মে মাসে সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক সম্মেলন, ১৯৮৩ সালের ২১-২৩ মার্চ কুয়েতে অনুষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক সম্মেলন এবং ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে কুয়েতে অনুষ্ঠিত ওআইসির ইসলামী ফিকহ্ একাডেমীর সম্মেলন, 'মুরাবাহা লিল্ আমির বিশ্ শিরা' পদ্ধতির বেচাকেনাকে বৈধ বলে রায় দেয়া হয়।

৩. বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ শরীফ

৪. আল কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত নম্বর ২৭৫

৫. বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ

৬. তিরমিযী

৭. মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা ঃ ইসলামী শরীয়াহর আলোকে সঠিক বক্তব্য, পৃষ্ঠা ৭০, ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ২০১০

৮. আল কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত নম্বর ২৮০

৯. বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী শরীফ

১০. নাসাঈ, আবূ দাউদ, ইব্ন মাজাহ শরীফ, মুসনাদ আহমদ

১১. আল কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত নম্বর ২৮৩

১২. বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজাহ শরীফ, মুসনাদ আহমদ।

১৩. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৩, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

১৪. মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা ঃ ইসলামী শরীয়াহর আলোকে সঠিক বক্তব্য, পৃষ্ঠা ৭৯, ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ২০১০

www.pathagar.com

১৪.
ইসলামী ব্যাংকিংয়ের চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা

স্থানীয় এবং বিশ্ব অর্থবাজারে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি সমাদৃত হয়েছে। তারপরও আন্তর্জাতিক অর্থবাজারের চাহিদা পূরণের উপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হতে হলে এ ব্যবস্থাকে আরো অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রাথমিক সাফল্যের কারণ হলো ইসলামী তহবিল সংগ্রহ ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ এবং এর নৈতিক মূল্যবোধ সমন্বিত কল্যাণধর্মী লক্ষ্য ও আদর্শ। ইসলামী ব্যাংকসমূহের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হলে এক্ষেত্রে সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ দক্ষতার সাথে মুকাবিলা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে এখানে কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

১৪.১. প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো

১৪.১.১. সুদভিত্তিক ধারার ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রায় তিনশ' বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক এ সুদভিত্তিক ও পুঁজিতান্ত্রিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাংগঠনিক কাঠামো ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ ও আবহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচলিত ব্যাংক-ব্যবস্থার বিপরীত। ইসলামী অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী নিজস্ব সাংগঠনিক এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো ছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহের লক্ষ্য অর্জন একটি দুরূহ কাজ।

১৪.১.২. ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হওয়ায় এর বণ্টন-দক্ষতা কমে যায়। লাভ-লোকসানভিত্তিক বিনিয়োগপদ্ধতি অনুসরণ ছাড়া উদ্যোক্তা, জমাকারী ও ব্যাংকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ব্যাহত হয়।

১৪.১.৩. প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক-ব্যবস্থার মনস্তাত্ত্বিক আবহে পরিচালিত হবার কারণেই অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক প্রধানত বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল এবং বাই-সালাম তথা কেনা-বেচা পদ্ধতিতে তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা প্রচলিত ধারার প্লেজ ও

www.pathagar.com

হাইপোথিকেশনের জায়েয বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যবস্থার সাথে বেচা-কেনা পদ্ধতির সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকলেও সাধারণ জনগণের কাছে সে পার্থক্যটি ব্যাপকভাবে বোধগম্য হয় না। এ কারণে জনগণের কাছে প্রচলিত ধারার ব্যাংক ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকিং-এর মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হচ্ছে না।

১৪.১.৪. মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতি প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে কোনভাবেই সামঞ্জস্যশীল নয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এর কোন বিকল্প নেই। ইসলামী ব্যাংকগুলো এখনও ব্যাপকভাবে মুদারাবা ও মুশারাকা বিনিয়োগপদ্ধতির চর্চা করতে না পারায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর মৌলিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সাধারণ্যে ধারণা সুস্পষ্ট হচ্ছে না।

১৪.১.৫. অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক-ব্যবস্থার পরিবেশের মধ্যে কাজ করছে। ফলে এসব ব্যাংকে শরীয়াহ্ পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীন, শক্তিশালী ও দক্ষতাসম্পন্ন শরীয়াহ্ সংস্থার মাধ্যমে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান দরকার।

১৪.১.৬. ইসলামী ব্যাংক এমন একটি পরিবেশে কাজ করছে যেখানে আইন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং মানসিক বিন্যাস সুদভিত্তিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য পূরণেরই উপযোগী। এ পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ইসলামী ব্যাংকিং মূলনীতির বাস্তবায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

১৪.১.৭. গবেষণার ফলে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংক অনন্য ব্যবস্থা হিসেবে স্বাধীন পরিবেশে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার মাধ্যমেই অর্থনীতিতে তার কল্যাণকারিতার যথাযথ পূর্ণাঙ্গ স্বাক্ষর রাখতে পারে।

১৪.২. ইসলামী জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ব্যাংকারের ঘাটতি

১৪.২.১. প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবের মধ্যে বেড়ে ওঠার কারণে অধিকাংশ ব্যাংকারই পুঁজিবাদী অর্থনীতির আবহ, এর লক্ষ্য ও মনস্তত্ত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন। এ পরিবেশেই তারা প্রশিক্ষিত। ফলে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে তাদের অনেকেরই প্রত্যয় ও অন্তর্দৃষ্টি এবং মানসিক প্রস্তুতির ঘাটতি রয়েছে। তাদের সার্বিক প্রয়োজনকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে জ্ঞানগত ভিত্তি নির্মাণ, মোটিভেশন প্রদান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন খুবই সীমিত।

www.pathagar.com

১৪.২.২. ইসলামী ব্যাংকের জন্য অধিকতর মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন এবং চ্যালেঞ্জ নেয়ার মতো ব্যাংকার প্রয়োজন। কারণ ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত পেশাজীবীদেরকে সদ্য বিকাশমান পদ্ধতির জন্য নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করতে হবে। গ্রাহকের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে শরীয়ার আলোকে পূরণ করার মাধ্যমেই ইসলামী ব্যাংক তার শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রেয়ত্ব প্রমাণ করতে পারে।

১৪.২.৩. ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উন্নততর, স্বতন্ত্র ও বহুলাংশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগপদ্ধতির কারণে শিল্প, প্রযুক্তি এবং ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কে ইসলামী ব্যাংকারদের অনেক বেশি বাস্তব ধারণা ও জ্ঞান থাকা জরুরি। অধিকন্তু বিনিয়োগ ও ব্যবসায়ে ইসলামী নৈতিকতা ও ইসলামী অগ্রাধিকার এবং বৈধ ও অবৈধতার শারঈ সীমারেখা সম্পর্কে তাদের সচেতন থাকা জরুরি।

১৪.২.৪. ইসলামী ব্যাংকের কর্মীবাহিনী যাতে ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী, দক্ষতা এবং জ্ঞানের প্রয়োজনীয় ভিত্তি অর্জন করতে পারে, সেজন্য ব্যাপক ও অব্যাহত পরিচর্যা দরকার, যাতে করে তারা ইসলামী পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজের প্রয়োজন পূরণে কার্যকর অবদান রাখতে পারেন।

১৪.৩. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রাহকদের ধারণা উন্নয়ন

১৪.৩.১. প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশের কারণে এবং দীর্ঘদিন ইসলামী আর্থিক লেনদেন চালু না থাকার দরুন ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রাহকদের ধারণা ও জ্ঞান খুবই সীমিত কিংবা শূন্যের কোঠায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা নেতিবাচক।

১৪.৩.২. অধিকাংশ বিনিয়োগ গ্রাহকেরই সুদ ও লাভের মধ্যে পার্থক্য, শরীয়াহ অনুমোদিত বিনিয়োগপদ্ধতি, হালাল-হারামের জ্ঞান এবং ইসলামী আইনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক লেনদেন পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা নেই।

১৪.৩.৩. শরীয়াহ্‌র মৌলিক জ্ঞান এবং হালাল-হারামের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা ব্যতীত ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা খুবই কঠিন। এজন্য গ্রাহককে সাধ্যমত ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা ইসলামী ব্যাংকসমূহের এক গুরুত্বপূর্ণ কঠিন দায়িত্ব।

১৪.৩.৪. গ্রাহকগণকে ইসলামী ব্যাংকিংমুখী করার প্রয়াস এখনো এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবেই রয়ে গেছে। একদিকে গ্রাহকদের শরীয়াহ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব এবং অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ শুধুমাত্র বাই-মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জালের মতো পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করার কারণে প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা গ্রাহকদের পক্ষে কঠিন হচ্ছে।

www.pathagar.com

১৪.৩.৫. প্রচলিত ব্যাংক-ব্যবস্থায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক দেনাদার-পাওনাদার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থায় এ সম্পর্ক হলো সাহিব আল মাল ও মুদারিব, মুয়াদ্দা-মুয়াদ্দি, ব্যবসায়ে অংশীদার, পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতা ইত্যাদি। গ্রাহকদের কাছে এ বিষয়ে ধারণা এখনো স্পষ্ট নয়।

১৪.৩.৬. অধিকাংশ বিনিয়োগ গ্রাহক তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত এবং বিনিয়োগসুবিধার ব্যাপারেই তারা বেশি আগ্রহী। এ অবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের মধ্যে জানার আগ্রহ ও সুযোগ সৃষ্টি করা এক দুরূহ কাজ। ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থার সফলতার জন্য এ চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করা ইসলামী ব্যাংকারদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি।

১৪.৪. তাত্ত্বিক গবেষণা ও জ্ঞানের সমন্বয়

১৪.৪.১. প্রচলিত ধারার ব্যাংক-ব্যবস্থায় লেনদেন ও বিভিন্নমুখী সেবার প্রোডাক্টগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দীর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উদ্ভাবিত ও বিকশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থা নতুন। তবে ইসলামী পদ্ধতিতে নতুন নতুন প্রোডাক্ট উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের অনেক বেশি সুযোগ ও ক্ষেত্র রয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংকগুলোর নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অব্যাহত প্রক্রিয়া।

১৪.৪.২. বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন ও নতুন নতুন চাহিদা মেটাতে নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

১৪.৪.৩. ইসলামী শরীয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অথচ সুদভিত্তিক ব্যাংকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এমন আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরির জন্য ইসলামী ব্যাংকার ও শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞদের নিরন্তর ও সমন্বিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

১৪.৪.৪. অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকের গবেষণা ও উন্নয়নে (R & D) প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ ও লোকবলের অভাব রয়েছে। এ অভাব ও ঘাটতি দূর করা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পূর্ণ বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক এবং তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে টিকে থাকার জন্যও জরুরি।

১৪.৪.৫. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও পেশাদার ব্যাংকারদের মধ্যে জ্ঞান ও চিন্তার সমন্বয় (Knowledge sharing) প্রয়োজন। এর মাধ্যমেই এ ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে সংশ্লিষ্ট সবাই বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী অবদান রাখতে পারেন।

www.pathagar.com

১৪.৪.৬. গ্রাহকের ব্যাংকিং প্রয়োজন পূরণকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে ইসলামী নীতির ব্যাপারে আপোস করার বা ইচ্ছামতো লাগসই করার একটি প্রবণতা অনেক সময় কোন কোন ইসলামী ব্যাংকের কিছু কিছু ব্যাংকারের মধ্যে কাজ করে। অথচ ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূল উদ্দেশ্য হলো লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়াহ পুরোপুরি প্রতিপালন করা। ইসলামী বিধিবিধানের সীমার মধ্যে থেকেই তাদের কাজকে এগিয়ে নেয়ার মানসিকতা অর্জন করতে হবে এবং তা এগিয়ে নিতে অভ্যস্ত হতে হবে।

১৪.৪.৭. ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যারা ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন নিয়ে গবেষণা করেন তারা গ্রাহকের প্রকৃত প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কে বাস্তব কারণে যথাযথ ওয়াকিফহাল নন। পেশাদার ব্যাংকারদের অগ্রাধিকার এবং বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের মনোভঙ্গীর মধ্যে ইসলামী সীমারেখার আওতায় কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা একটি জরুরি বিষয়।

১৪.৫. নিয়ন্ত্রণকারী পরিবেশ

১৪.৫.১. পৃথিবীর অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক এমন পরিবেশের মধ্যে কাজ করছে যেখানে জনগণের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে প্রবল আবেগ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ সরকার ও প্রশাসনের মাঝে শরীয়াহ বিষয়ে আগ্রহ কম। ফলে ব্যাংকিং পদ্ধতিকে ক্রমশ ইসলামীকরণের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব দেখা যায়। বিভিন্ন মুসলিম দেশের সরকারী কর্তৃপক্ষ ইসলামী দেশসমূহের আন্তর্জাতিক ফোরামে বারবার এজন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেও নিজ নিজ দেশে সে ব্যাপারে তাদের কার্যকর উদ্যোগ অনেক ক্ষেত্রে সীমিত বা অনুপস্থিত।

১৪.৫.২. কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে নিয়মনীতি ও আইনের মাধ্যমে দেশের সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই অভিন্ন নিয়ম-কানুনের মাধ্যমেই (স্বল্প ব্যতিক্রম বাদে) ইসলামী ব্যাংকসমূহকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকের স্বতন্ত্র কর্মধারার সাথে এ অভিন্ন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যশীল নয়।

১৪.৫.৩. ইসলামী ব্যাংক এমন এক পরিবেশে অস্তিত্ব লাভ করেছে, যেখানে সকল আইন-কানুন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ ও দৃষ্টিভঙ্গী সুদভিত্তিক অর্থনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম প্রচলিত দেওয়ানী আইন-কানুনের সাথেও সকল ক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে দেশের দেওয়ানী আদালত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ আইনগত ভিত্তি না থাকার কারণে এবং শরীয়ার ব্যাপারে বিচারকদের অনেকেরই প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকায় উপযুক্ত সমাধান দিতে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

১৪.৬. সম্পদ ব্যবস্থাপনা

১৪.৬.১. সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার আলোকে ঢেলে সাজাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অনেক সময় অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তারা সবসময় স্বাধীনভাবে তাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যবসাটি নির্বাচিত করতে পারে না। ফলে তাদের কার্যক্রম নিজস্ব চাহিদা মাফিক হয় না। প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং গ্রাহক নির্বাচনের ব্যাপারে পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ক্রমশ এক্ষেত্রে ঘাটতি কমিয়ে আনতে হবে।

১৪.৬.২. স্বল্পমেয়াদী কিছু তহবিল তাদের মেয়াদপূর্তির পূর্বে উঠানো হয় না। তাই ব্যাংকারগণ সাধারণত এ তহবিলকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে বিনিয়োগ করে থাকেন। মেয়াদপূর্তির আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে এ তহবিল উত্তোলিত হলে প্রচলিত ব্যাংক সাধারণত বাইরের কোন উৎস হতে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু সুদমুক্ত ইসলামী অর্থ ও মূলধন বাজার না থাকায় আকস্মিক জরুরি প্রয়োজন মেটাতে ইসলামী ব্যাংকগুলো বাইরের কোন উৎস হতে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারে না। ইসলামী পদ্ধতিতে আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ছাড়া এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।

১৪.৭. তারল্য ব্যবস্থাপনা

১৪.৭.১. 'ট্রেজারি বিল' এবং অর্থবাজারে প্রচলিত অন্যান্য 'সিকিউরিটি ইনস্ট্রুমেন্ট' ব্যবহার করে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো তাদের তারল্য (Liquidity) সংকট এড়াতে পারে। আবার অতিরিক্ত তারল্য কমানোর ক্ষেত্রেও তারা এসব ইনস্ট্রুমেন্ট কাজে লাগাতে পারে। ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের তারল্য সংকটে সুদভিত্তিক এ ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টের সহযোগিতা নিতে পারছে না। এর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা প্রয়োজন।

১৪.৭.২. ইসলামী ব্যাংকের তারল্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে পাকিস্তানে Participation Term Certificate (PTC) ও Mudaraba Certificate এবং মালয়েশিয়ায় Government Investment Certificate (GIC) চালু করা হয়েছে। অন্যান্য দেশেও এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

১৪.৮. অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণে ব্যর্থতা

সমাজের অগ্রাধিকারভিত্তিক খাতে ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের উদ্যোগ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এখনো আশানুরূপ নয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ও ইয়াতীমখানা ইত্যাদিসহ বহু সামাজিক খাত এখনো ইসলামী ব্যাংকসমূহের অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়নি।

১৪.৯. উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার

১৪.৯.১. উন্নত প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং জগতের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতি ও নতুন নতুন প্রোডাক্টের উদ্ভাবন ঘটানো হয়েছে। কিন্তু এ পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য অনেক ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমে এখনো প্রতিফলিত হয়নি।

১৪.৯.২. উন্নত প্রযুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে এ ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রক্রিয়াকে পুনর্বিন্যাস করার মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে হবে। প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ ছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে পারবে না।

১৪.১০. প্রচার কার্যক্রম ও মিডিয়ার ব্যবহার

ইসলামী ব্যাংকসমূহ এখনও প্রচারের ক্ষেত্রে মিডিয়ার সাফল্যজনক ব্যবহারে অনেক পিছিয়ে আছে। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার কার্যক্রম, এর স্বতন্ত্র নীতি, পদ্ধতি, কর্মকৌশল এবং এর সফলতার নানা দিক সম্পর্কে এখনো অধিকাংশ মুসলমানই অবগত নন। ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের কার্যক্রমকে গণমুখী করার জন্য মিডিয়াকে কাজে লাগাতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থার উন্নততর পদ্ধতি অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে যে ইতিবাচক অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে এ ক্ষেত্রেও তাদের তেমন কোন প্রচার নেই। ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণাগত ও প্রায়োগিক শ্রেষ্ঠত্বকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা ইসলামী ব্যাংকগুলোর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বড় রকমের ঘাটতি বিদ্যমান। ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাথে সংশ্লিষ্ট মহলকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ বিষয়ে তৎপর হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

১৫.
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিশেষ সমস্যাবলি

১৫.১. ইসলামী অর্থবাজারের অনুপস্থিতি

১৫.১.১. বাংলাদেশে ইসলামী অর্থবাজারের (Islamic Money Market) অনুপস্থিতির কারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের উদ্বৃত্ত তহবিল অর্থাৎ সাময়িক অতিরিক্ত তারল্য 'সরকারী ট্রেজারি বিল', 'অনুমোদিত সিকিউরিটিজ' বা 'বাংলাদেশ ব্যাংক বিল' ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে পারে না। সুদের কারণে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত তারল্য-সঞ্চিতির অনুমোদিত অংশ এবং অতিরিক্ত তারল্য ঐ সমস্ত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করতে পারে না।

১৫.১.২. ইসলামী ব্যাংককে তার সকল জামানত বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ টাকায় জমা রাখতে হয়। এভাবে ইসলামী ব্যাংকের অতিরিক্ত তারল্য বিনিয়োগবিহীন অবস্থায় থেকে যায়। ফলে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফা অর্জনের ওপর এর অবশ্যম্ভাবী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

১৫.১.৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ইসলামী ব্যাংকসমূহের 'ইসলামী মুদারাবা বন্ড' চালুর দাবি ছিল দীর্ঘদিনের, যা সম্প্রতি কার্যকরী হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগ নেয়ায় Government Islamic Investment Bond (GIIB) নামে একটি শরীয়াহ্ অনুমোদিত বন্ড বাজারে এসেছে।

১৫.১.৪. ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর উদ্যোগে সম্প্রতি Islamic Mutual Fund (IMF) প্রবর্তন করা হয়েছে। এটিও শরীয়াহভিত্তিক হালাল ফান্ডে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অলস তহবিল বিনিয়োগে নতুন মাত্রা সংযোজন করবে। এ জাতীয় ইনস্ট্রুমেন্ট প্রচলিত ব্যাংকসমূহের সাথে অসম প্রতিযোগিতা হ্রাস করতে সহায়ক হবে। উপরন্তু ইসলামী কমন মার্কেট উন্নয়নে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

www.pathagar.com

১৫.২. নিয়ন্ত্রণমূলক ও তত্ত্বাবধানমূলক স্বতন্ত্র কাঠামোর অভাব

১৫.২.১. বাংলাদেশ সরকার আইডিবি প্রতিষ্ঠার সনদে স্বাক্ষরকারী অন্যতম দেশ হিসেবে এদেশের ব্যাংক-ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে ইসলামীকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ এখনো খুব আশাপ্রদ নয়।

১৫.২.২. আশির দশকের শুরুর দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জাতীয়করণকৃত ব্যাংকিং খাত পর্যায়ক্রমে ইসলামীকরণের লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলো, যা নানা কারণে সফল হয়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক জাতীয়করণকৃত ব্যাংকিং খাত ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর বেসরকারী খাতে ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদেরকে ইসলামী শরীয়ার আলোকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে।

১৫.২.৩. বাংলাদেশে বেসরকারী পর্যায়ে উৎসাহজনকভাবে দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে সহযোগিতা দান রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির অংশ। ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমূলক (Regulatory) ও তত্ত্বাবধানমূলক (Supervisory) স্বতন্ত্র কাঠামো এখনো তৈরি হয়নি। অবিলম্বে এ ঘাটতি পূরণ হলে তা এদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে শৃঙ্খলা বিধানে সহায়ক হবে।

১৫.২.৪. ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য একটি পৃথক আইন-ব্যবস্থা, লাইসেন্স-এর জন্য যথাযথ আবশ্যকতা নির্ধারণ, ন্যূনতম মূলধন ও তারল্যের পরিমাণ নির্ধারণ, ঝুঁকি পরিমাপিত সম্পদ শ্রেণীকরণের ব্যবস্থাসহ ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বতন্ত্র সুবিবেচনাপ্রযুক্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা (Prudential Regulation) প্রণয়ন করা উচিত।

১৫.২.৫. সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য একটি 'গাইড লাইন' প্রণয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন মহাব্যবস্থাপককে প্রধান করে একটি 'ফোকাস গ্রুপ' গঠন করা হয়েছে। ফোকাস গ্রুপটি ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য একটি 'গাইড লাইন' প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে এনেছে। এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

১৫.২.৬. সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কুয়ালালামপুরভিত্তিক Islamic Financial Services Board বা 'আইএফএসবি'-এর সদস্য হয়েছে। দেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদারকরণে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ।

www.pathagar.com

১৫.৩. সহযোগী ও মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের অভাব

১৫.৩.১. কোন পদ্ধতিই কেবলমাত্র তার নিজস্ব উপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারে না। তাকে আরো অনেক সহযোগী (Supportive) প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করতে হয়। এটা ইসলামী ব্যাংকের জন্যও প্রযোজ্য। কোন উপযুক্ত প্রকল্প চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী, ব্যবস্থাপনা পরামর্শক, নিরীক্ষক এবং এরূপ আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের সেবার দ্বারা লাভবান হতে পারে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকসমূহের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট প্রয়োজন এবং চাহিদা পূরণের জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এখনো গড়ে ওঠেনি।

১৫.৩.২. সিনিয়র ইসলামী ব্যাংকারদের উন্নততর প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে কেন্দ্রীয়ভাবে কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নেই। এছাড়া কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানও এদেশে গড়ে ওঠেনি।

১৫.৩.৩. গ্রাহকদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্যও ইসলামী ব্যাংকসমূহের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ফোরামের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে এ ধরনের সহযোগী ও মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেনি।

www.pathagar.com

১৬.
কিছু সুপারিশ

বর্তমান পরিবেশে কিছু সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা মানবতার কল্যাণে এর কার্যক্রমের উন্নতি ও প্রসারের সুযোগ কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিকাশ ও এর কল্যাণ জনগণের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এখানে কয়েকটি ব্যাপারে কিছু সুপারিশ পেশ করা হলো ঃ

১৬.১. দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি সরবরাহের লক্ষ্যে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে 'ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং' বিষয় এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য কোর্স প্রবর্তন করা দরকার।

১৬.২. ইসলামী ব্যাংকারদের প্রশিক্ষণ ও প্রেষণার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি ও তার পরিসর বিস্তৃত করা উচিত।

১৬.৩. একজন ইসলামী ব্যাংকারের প্রশিক্ষণ-চাহিদা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ১. আদর্শিক প্রশিক্ষণ, যা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। ২. তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ, যা ব্যাংকারকে পদ্ধতিগত ব্যাংকিং-এর সাথে সাথে ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবনব্যবস্থা এবং ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দেবে এবং ৩. প্রায়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতা।

১৬.৪. বিভিন্ন স্তরের ব্যাংকারদের জন্য নিয়মিত ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা, কেইস পর্যালোচনা, ওয়ার্কশপ, বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে।

১৬.৫. গ্রাহকদেরকে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে অবগত করানোর জন্য ওয়েব সাইট উন্নয়ন করা উচিত।

১৬.৬. সকল ইসলামী ব্যাংকারের জন্য ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করা যেতে পারে।

১৬.৭. মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতির অধীনে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পোর্টফোলিওকে বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘমেয়াদী খাতে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

১৬.৮. ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকগণকে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে জরুরিভিত্তিতে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

১৬.৯. দৈনন্দিন কার্যক্রমের ব্যাপারে সমন্বিত নির্দেশনা লাভ ও গ্রাহকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ একটি সর্বসম্মত 'শরীয়াহ ম্যানুয়াল' অথবা 'গাইডলাইন' প্রণয়ন করতে পারে।

১৬.১০. বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

১৬.১১. ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং এবং অর্থায়ন বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা উচিত।

১৬.১২. বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে সম্পর্ক-সহযোগিতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৬.১৩. যেসব মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে আন্তঃবাণিজ্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুদবিহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে এবং এভাবে 'ইসলামী কমন মার্কেট' গঠনের পথ সুগম হতে পারে।

১৬.১৪. মুসলিম দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো আরো অধিক দায়িত্বশীলতার সাথে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

১৬.১৫. Accounting & Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) উদ্ভাবিত অভিন্ন ও সমন্বিত হিসাবপদ্ধতি ও মানদণ্ডকে সকল ইসলামী ব্যাংক তাদের সকল কার্যক্রমে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

১৬.১৬. লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অর্থায়নের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনের জন্য ব্যাংকার, বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও গবেষণার সমন্বয় ঘটানো উচিত।

১৬.১৭. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে বইপত্র, জার্নাল, সাময়িকী, গবেষণাপত্র ও প্রয়োজনীয় টেক্সট বই প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

১৬.১৮. প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণা জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত করার জন্য ইসলামী ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদগণকে ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সমন্বিত উদ্যোগের বিষয়ও বিবেচনা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

1. Ahmad, Ausaf, Development and Problems of Islamic Banks, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia, 1407H-1987AD.
2. Ahmed, Dr. Mahmood, "Scope for Micro Enterprise Development in Bangladesh under Islamic Finance", Journal of Islamic Banking & Finance, Vol. 15, No. 1, The Association of International Islamic Banks, Karachi (Asian Region), (January-March, 1998).
3. Ariff, Mohammad, Islamic Banking (1988).
4. Raquib, Abdur, Islamic Banking in Bangladesht Prospects & Problems (2004).
5. Ahmad, Abu Umar Faruq, Problems of Islamic Banking in Bangladesh (Unpublished article, 2003)
6. Chapra, M. Umar, Islam and the Economic Challenge, The Islamic Foundation, Nairobi, Kenya and the International Institute of Islamic Thought, London and USA 1416H(1995).
7. Hannan, Shah Abdul, History, Methodology, Problem and Prospects of Islamic Banking in Bangladesh (2004).
8. Hamud, Sami Hasan, Progress of Islamic Banking : The Aspirations and the Realities, Islamic Economic Studies, Vol. 2, No. 1, Rajab 1415H (December 1994), Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, KSA.
9. Huq, M. Azizul, Islamic Banking in Bangladesh with a brief overview of Operational Problem, A paper presented at the seminar held at BIBM on June 24, 1996.
10. Islam, Md. Muzahidul, Islamic Banking in Bangladesh : Success, Problems and Potentialities (in Bangla), (2004).
11. Khan, A.R., Towards Identification of the Problems of Shariah-based Commercial Banking, Dhaka University Journal of Business Studies, Vol. 12, No. 2, December 1991.

www.pathagar.com

12. Rahman, Dr. Md. Ataur, Islamic Banking : A Challenge to Interest-based Banking (in Bangla), unpublished.

13. Ahmad, Fariduddin, An Empirical Study of Performance of Islamic Banks in Bangladesh, (2004).

14. M. Azizul Huq (Editor), Readings in Islamic Banking, Bangladesh Islamic Bankers Association (BIBA), 1983 & 1984.

15. M. Kabir Hasan Ph.D (Chief Editor), Text Book on Islamic Banking, Islamic Economics Research Bureau (IERB), June 2003.

16. Meezan Bank's Guide to Islamic Banking, Karachi, Pakistan.

17. Bangladesh Bank Annual Report 2002-2003.

18. Scheduled Banks Statisticst Bangladesh Bank, January– March, 2003.

19. Bangladesh Bank Economic Trends, April, 2003.

20. Annual Reports of Islamic Banks operating in Bangladesh.

21. Islami Bank 18 year of progress, published by IBBL.

22. The Bank Companies Act – 1991.

23. The Income Tax Ordinance 1984.

24. Bank Parikrama – A Journal of the Bangladesh Institute of Bank Management, Sept–December, 1989.

25. IBBL – Memorandum & Articles of Association.

26. BANK WATCH, Newyork – Jan 30, 1998.

27. Bankers' Almanac, UK, Jan, 1999.

28. Hannan, Shah Abdul, Islami Arthoniti : Darshan O Karmokowshal, Al-Amin Prokashan, Dhaka, 2002.

---

www.pathagar.com

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

পরিচিতি ও কার্যক্রম

'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ' বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোধারী ব্যাংকসমূহের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় অলাভজনক ইসলামী প্রতিষ্ঠান। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ এস-৯৯২২/০৯।

ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পকে শরীয়াহ্র দিকনির্দেশনা ও নীতিমালার আলোকে সঠিক পথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ এবং সদস্য ব্যাংকসমূহকে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা এবং তাদের কার্যক্রম শরীয়াহ্র নিরীখে তত্ত্বাবধান করা এর মূল উদ্দেশ্য।

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের ভিশন

- বাংলাদেশে কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহকে তাদের সকল কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ্ ও আইনের একই দিকনির্দেশনা ও নীতিমালার আলোকে পরিচালনা করাতে সামর্থ্যবান করা।
- দেশের ব্যাংকব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা চালানো যাতে কল্যাণমুখী ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে সামগ্রিক উন্নতির দিকে এগিয়ে নেওয়া যায়।
- ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিকশিল্পের ক্ষেত্রে একে একটি বিশ্বখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শরীয়াহ্ রেফারেন্স সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের মিশন

- শরীয়াহ্ নীতিমালার একই পদ্ধতি ও সর্বসম্মত কর্মপন্থা অনুসরণে সদস্য ব্যাংকসমূহকে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা এবং সদস্য ব্যাংকসমূহের কর্মকাণ্ডে শরীয়াহ্ নীতিমালার বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা।
- ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক বই-পুস্তক-জার্নাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশ ও অনুবাদ করা;
- দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিকশিল্পের জন্য দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে শরীয়াহ্ ও ব্যাংকিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা;
- ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক আর্থিক লেনদেন পরিচালনায় জনসাধারণের সচেতনতা ও আগ্রহ তৈরি ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৩ সালে। এর অভাবনীয় সাফল্যের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন ও সহযোগিতায় এরপর থেকে বাংলাদেশে নতুন নতুন শরী'আহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এছাড়াও দেশে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি কনভেনশনাল ব্যাংক তাদের 'ইসলামী ব্যাংকিং শাখা' চালু এবং কয়েকটি ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অগ্রযাত্রায় সামিল হয়।

ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের পরিসরও দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফলে বাংলাদেশে কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহ ও ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে তোলা এবং ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সঠিক ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের নিমিত্তে সম্মিলিতভাবে যৌথ ও একক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা সময়ের অপরিহার্য দাবিতে পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ ঈসায়ী সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রধান নির্বাহীবৃন্দকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের গতিশীলতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

ইসলামী ব্যাংকিং নিয়মাচার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন শরী'আহ্ ইস্যুতে সম্মিলিতভাবে একক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি-সিদ্ধান্ত (ফাত্ওয়া) গ্রহণ ও বাস্ত বায়ন করার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীয়াহ্ বোর্ড বা কাউন্সিলসমূহের সমন্বয়ে একটি যৌথ শরীয়াহ্ বোর্ড গঠনের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত নির্দেশনাপত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নির্দেশনাপত্রে প্রদত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

> *"ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রত্যেকের নিজস্ব শরীয়াহ্ বোর্ড বা কাউন্সিল স্ব স্ব ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং নিয়মাচার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন শরী'আহ্ ইস্যুতে সম্মিলিতভাবে একক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি-সিদ্ধান্ত (ফত্ওয়া) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীয়াহ্ বোর্ড বা কাউন্সিলসমূহের সমন্বয়ে একটি যৌথ শরীয়াহ্ বোর্ড* (Common Shari'ah Board) *গঠন করা যায় কি না সে ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করা যেতে পারে।"*

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় শরীয়াহ্ বোর্ড প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে উক্ত নির্দেশনা প্রাপ্তির পর থেকেই একটি যৌথ শরীয়াহ্ বোর্ড বা সম্মিলিত শরীয়াহ্ বোর্ড গঠনের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিভিন্নভাবে উদ্যোগ-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। অতঃপর ২০০১ ঈসায়ী সালের ১৬ আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ একটি যৌথ শরীয়াহ্ বোর্ড গঠনে একমত হয়। ঐতিহাসিক সে সভার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে সেদিন-ই প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ্ বোর্ড' বা 'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ'।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী ব্যাংকসমূহের শরীয়াহ্ কাউন্সিল/ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিববৃন্দ এবং উক্ত ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ পদাধিকারবলে 'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ'-এর সদস্য। বর্তমানে এর সম্মানিত সদস্যসংখ্যা ৫০ জন এবং সদস্যব্যাংকের সংখ্যা ১৬টি।

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড-এর সদস্যব্যাংকসমূহ ঃ

[জুন ২০১০ পর্যন্ত]

০১. আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড
০২. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
০৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
০৪. এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
০৫. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
০৬. শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
০৭. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
০৮. এইচএসবিসি (আমানাহ্ শাখা)
০৯. এবি ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১০. ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১১. দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১২. দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১৩. প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১৪. যমুনা ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১৫. সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১৬. স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক (সাদিক শাখা)

[নামের তালিকা বাংলা বর্ণক্রম অনুযায়ী। প্রথমে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং পরে শাখাধারী ব্যাংকগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে।]

www.pathagar.com

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড-এর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ঃ

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় শরীয়াহ্ নীতিমালার একই পদ্ধতি ও সর্বসম্মত কর্মপন্থা অনুসরণে সদস্য ব্যাংকসমূহকে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করাই সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। এর অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক বই-পুস্তক-জার্নাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশ ও অনুবাদ, শরীয়াহ্ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকর্ম পরিচালনা, সদস্য ব্যাংকসমূহের কর্মকাণ্ডে শরীয়াহ্ নীতিমালার বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা, ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-মতবিনিময় সভা ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ইত্যাদি।

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড-এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

১. ইসলামী ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপর বিশেষ অবদান রাখার জন্য সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রতিবছর 'ইসলামী ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড' প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই অ্যাওয়ার্ডে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট এবং নগদ একলক্ষ টাকা সম্মানী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে জনসাধরণকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড থেকে প্রতিবছর নির্দিষ্ট বিষয়ে 'রচনা প্রতিযোগিতা' আহ্বান করা হয়ে আসছে। স্কুল পর্যায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় এবং উন্মুক্ত পর্যায়–এই তিন গ্রুপের প্রত্যেক গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার হিসেবে যথাক্রমে নগদ ১৫, ১০ ও ৭ হাজার টাকা নির্ধারিত আছে।

৩. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বিভিন্ন ব্যাংকে কর্মরত নির্বাহী ও কর্মকর্তা, কলেজ-মাদরাসার শিক্ষক, মুফতী, ইমাম ও খতীবগণের জন্য ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে। এ পর্যন্ত ৫৯১ জন এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মকর্তাগণও রয়েছেন।

৪. প্রস্তাবিত 'ইসলামী ব্যাংক কোম্পানী আইন (খসড়া)' প্রণয়ন

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকের জন্য প্রণীত 'ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১' দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। পৃথক আইন না থাকায় সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড একটি খসড়া 'ইসলামী ব্যাংক কোম্পানী আইন' প্রণয়ন ও অনুমোদন করে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করেছে।

www.pathagar.com

৫. আন্তঃইসলামী ব্যাংক মানি মার্কেট-এর নীতিমালা অনুমোদন

নীতিগতভাবে কোন ইসলামী ব্যাংক তার তারল্যসংকট মোচনের জন্য প্রচলিত কলমানি মার্কেট থেকে সুদের ভিত্তিতে অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিজেদের তারল্য সংকট বা উদ্বৃত্ত তারল্য পারস্পরিক সমঝোতা ও শরীয়াহ্ নীতিমালার ভিত্তিতে যেন আদান-প্রদান করতে পারে সেজন্য সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড 'আন্তঃ ইসলামী ব্যাংক মানি মার্কেট'-এর নীতিমালা অনুমোদন করেছে।

৬. ব্যাংকিং বিষয়ক শরীয়াহ্ ম্যানুয়েল প্রণয়ন

শরীয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংক পরিচালনা সহজতর করার লক্ষ্যে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতির উপর শরীয়াহ্ ম্যানুয়েল প্রণয়নের কার্যক্রম বর্তমানে এগিয়ে চলেছে।

৭. ইসলামিক ক্রেডিট কার্ড প্রচলন

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে প্রচলনের জন্য 'ইসলামিক ক্রেডিট কার্ড' সম্পর্কে একটি 'রায়' প্রদান করেছে। আশা করা যাচ্ছে তার ভিত্তিতে শীঘ্রই ইসলামিক ক্রেডিট কার্ড চালু হবে।

৮. মতবিনিময় সভা

দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীয়াহ্ বোর্ড/কাউন্সিলের ফক্বীহ্ সদস্যবৃন্দকে একত্রীকরণ বা একই প্ল্যাটফরমে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা হিসেবে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড-এর উদ্যোগে সময়ে সময়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়ে আসছে। ফক্বীহ সদস্যগণের মানোন্নয়ন, শরীয়াহ্ ব্যাংকিং বিষয়ে একই রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যাংকিং ক্ষেত্রে প্রচলিত বিভিন্ন আধুনিক বিষয় সম্পর্কিত ফিক্বহী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের এ ধরনের মতবিনিময় সভা বেশ ফলপ্রসূ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

৯. সদস্য ব্যাংক সফর

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের প্রতিনিধিদল বিগত কয়েক বছর যাবৎ দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং ইসলামী ব্যাংকিং শাখাধারী কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় সফর করে ব্যাংকসমূহের ঊর্ধ্বতন

www.pathagar.com

নির্বাহীবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়ে আসছে। উক্ত মতবিনিময়ের মাধ্যমে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের প্রতিনিধিদল ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের অবস্থান, অগ্রগতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা, বিশেষকরে শরীয়াহ্ পরিপালনের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত হন এবং ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত এ পরিদর্শন কার্যক্রম ফলপ্রসূ হওয়ায় এবং সদস্য ব্যাংকসমূহের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর কমপক্ষে একবার অনুরূপ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

জেনারেল সেক্রেটারিয়েট

রাজধানীর ৫৫/বি, পুরানা পল্টনস্থ নোয়াখালী টাওয়ারের ১২ তলায় সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ-এর জেনারেল সেক্রেটারিয়েট অবস্থিত। বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল এর প্রধান নির্বাহী। তাঁর অধীনে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গবেষক-কর্মকর্তা-কর্মচারি জেনারেল সেক্রেটারিয়েটের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নিয়োজিত আছেন। গবেষণা ও অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এখানে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক বাংলা-ইংরেজি-আরবীসহ বিভিন্ন ভাষায় দুই সহস্রাধিক পুস্তকের সমন্বয়ে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি রয়েছে।

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড প্রকাশনা

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শারী'আহ্ বোর্ড
- ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা
- ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন
- ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা
- ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা বিনিয়োগ ঃ করণীয় ও বাস্তবতা
- ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরী'আহ্ পরিপালন ঃ করণীয় ও বর্জনীয়
- ইসলামিক ব্যাংকস্ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল
- ইসলামিক ফাইন্যান্স (বুলেটিন)

----------X----------

www.pathagar.com

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

(880 2) 7161693 (880 2) 7161761 csbibinfo@yahoo.com www.csbib.org

ISBN 984-300-000685-3